জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৬৩ ● ৮ নভেম্বর, ২০২৫ ● ২১ কার্তিক ১৪৩২ ● শনিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 21, Issue - 163 ● JAGO BANGLA ● SATURDAY ● 8 NOVEMBER, 2025 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

রিচাকে সংবর্ধনা

আজ সিএবি সংবর্ধিত করবে রিচা ঘোষকে। থাকছেন মুখ্যমন্ত্রী, ক্রীড়ামন্ত্রী, প্রসেনজিৎ-সহ টলিউড তারকারা। রিচাকে দেওয়া হবে সোনার ব্যাট-বল এবং আর্থিক পুরস্কার

শুষ্ক আবহাওয়া

পশ্চিমের জেলাতে শীতের অনুভূতি বাড়বে। উত্তরবঙ্গেও শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই। রবিবার থেকে দুই-তিন ডিগ্রি তাপমাত্রা কমবে। আগামী সপ্তাহে শীতের আমেজ সকালে কিছুটা বাড়বে

দেশের সেরা হকি স্টেডিয়াম তৈরি করল রাজ্য সরকার

রাজ্যের ১২৯টি পুরসভার মধ্যে সেরার স্বীকৃতি পেল বসিরহাট

একই দিনে চার মৃত্যু

প্রতিবেদন : এসআইআরের নামে বিজেপির রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের বলি হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। রাজ্য জুড়ে যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে, তার জেরে একদিনে মৃত্যু

এসআইআর আতঙ্ক

হল চারজনের। ভোটার তালিকায় নাম না-থাকা ও নামের বানান ভুল থাকায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি, হুগলির শেওড়াফুলি এবং জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি ও খড়িয়ার বাসিন্দার মৃত্যু হয়েছে। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ শুরু হওয়ার পর থেকেই আতঙ্কে ভুগছিলেন তাঁরা। শেষমেশ সেই চাপ সহ্য করতে না পেরে জীবন বলি দিতে হয়েছে তাঁদের। শুক্রবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে এই ঘটনায় গর্জে ওঠেন মন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও শশী পাঁজা। তাঁরা বলেন, একের পর এক মৃত্যু হচ্ছে এসআইআরে। হুড়োহুড়ি করে এসআইআরের নামে নাম বাদ দেওয়ার কেন্দ্রীয় চক্রান্তের ফলে মানুষকে বিভ্রান্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। এসআইআরের কারণে বাংলায় ১৭ জনের মৃত্যু। এর দায়

বিতি দাস।

লালু বর্মন।

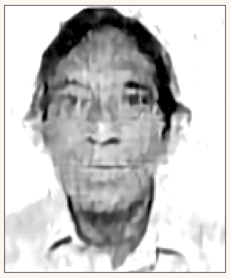

নরেন্দ্রনাথ রায়।

শাহবুদ্দিন শেখ।

কে নেবে? এদিন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি লেখে তৃণমূল। তাঁকে উদ্দেশ্য করে ব্রাত্য বসু ও শশী পাঁজার বক্তব্য, আপনি যে এত মৌখিক নির্দেশ দিচ্ছেন, সেগুলি লিখিতভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে না। বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। প্রতিদিনই এসআইআরের আতঙ্কে মৃত্যু (এরপর ১২ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ভ্রমণ

চলো যাই চলো যাই
ভ্রমণের পথে যাই।
মৌমাছি, প্রজাপতির
দেখা যে আর নাই।
কান পাতো জঙ্গলে
শুনতে পাবে ঝিঁঝির ডাক
চলেছে হাতির দল
বাইসনের পরিবার
দলবেঁধে খাবার সংগ্রহে
জঙ্গল ওদের অধিকার।
পাহাড়ে যাও, সূর্য দেখো
কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে থাকো
পর্বত-নদী-সমুদ্র-পাহাড়
সবাই প্রকৃতি, সৌন্দর্য বাহার।
সমুদ্রের ঢেউ গুনতে চাও
যাও সমুদ্রে কান পেতো ভাই।
নদীর খেলা
মাছের বেলা
পাখির দোলা
ভ্রমণ চলা।

উত্তরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : ফের উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বন্যা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর উত্তরবঙ্গে পরিস্থিতি এখন অনেকটাই স্বাভাবিক হলেও মানুষের জীবনে তার প্রভাব এখনও গভীর। সেই পরিস্থিতি স্বচক্ষে পর্যালোচনা করতেই আগামী সপ্তাহে ফের উত্তরবঙ্গ যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী সোমবার বাগডোগরা হয়ে উত্তরবঙ্গে পৌঁছবেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রথম দিনেই শিলিগুড়িতে প্রশাসনিক বৈঠকে বসবেন তিনি। ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলাশাসককে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ রাখতে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। রাজ্য সরকার বন্যা-পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলায় যে পদক্ষেপগুলি নিয়েছে, সেই কর্মসূচির অগ্রগতি নিয়েও এই বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। শিলিগুড়ির বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী, বিভিন্ন জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার ও সংশ্লিষ্ট দফতরের (এরপর ১০ পাতায়)

কালীঘাট। কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাসের মাঝে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার।

বিশ্বকাপ-জয়ী রিচা ঘোষ পৌঁছলেন শিলিগুড়িতে। হুডখোলা জিপে নগর পরিক্রমা। সঙ্গে মেয়র গৌতম দেব। শুক্রবার।

ডিসেম্বর থেকে ফের শুরু সেবাশ্রয়

প্রতিবেদন : ফের চালু হচ্ছে 'সেবাশ্রয় ২'। নিজের জন্মদিনে সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়ে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে এই ক্যাম্প। গত বছর সেবাশ্রয় কর্মসূচি ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। উপকৃত হয়েছিলেন ১২ লক্ষ ৩৬ হাজারেরও বেশি মানুষ। সেকথা মাথায় রেখেই আবারও শুরু হচ্ছে সেবাশ্রয়। এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিষেক জানিয়েছেন, মানবসেবার কর্তব্যকে শিরোধার্য করে, স্বাস্থ্যসেবার মৌলিক অধিকারকে নিশ্চিত করতে আমি

গত বছর উপকৃত ১২ লক্ষ ৩৬ হাজারের বেশি মানুষ

'সেবাশ্রয়'-এর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম। ডায়মন্ড হারবার লোকসভার সকল নাগরিক-সহ বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য-পরিষেবা দিতে পেরে আমি অন্তরের অন্তস্তল থেকে খুশি হয়েছিলাম। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের মানুষের বিশ্বাস, আস্থা ও ভরসার নির্ভরযোগ্য সেবাস্থল হয়ে উঠেছিল 'সেবাশ্রয়'। কথা দিয়েছিলাম, আবারও এই 'সেবাশ্রয়' ফিরবে। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সকল নাগরিকের সেবার্থে (এরপর ১২ পাতায়)

এসএসসির ফল প্রকাশিত, এবার হবে নথি যাচাই

প্রতিবেদন : প্রকাশিত হল এসএসসির একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ফলাফল। শুক্রবার সন্ধে সাতটার কিছু পরেই স্কুল সার্ভিস কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। কমিশন জানিয়েছে, এরপর হবে নথি যাচাই প্রক্রিয়া। এবং কবে তা শুরু হবে, সেই সময়সূচি প্রকাশিত হবে প্রাথমিক সাক্ষাৎকার তালিকা প্রকাশের সঙ্গেই। নবম-দশমে শিক্ষক নিয়োগের ফলাফল প্রকাশের প্রস্তুতির কাজও দ্রুতগতিতে চলছে এবং তা শিগগিরই প্রকাশিত হবে বলে জানিয়েছে কমিশন। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ফলপ্রকাশ নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
8 November, 2025 • Saturday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯২১
সুবিনয় রায়

(১৯২১-২০০৪) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী। তাঁর গাওয়া রবীন্দ্রনাথের গান 'জলের ঢেউয়ের তরল তান তুলে' মনের 'ভিতরদেশটাকে' ছুঁয়ে যায় বলে মনে করতেন কবি শঙ্খ ঘোষ। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিচারে, "স্বরলিপিসুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের গান যদি শুধু পুঁথিবদ্ধ হয়ে থাকত, যদি তা সুবিনয় রায়দের মতো গায়কদের গলায় ধ্বনিত না হত, তা হলে আমাদের জীবনের অনেকটাই কি শূন্য হয়ে যেত না?" সুবিনয়ের ছেলেবেলা কেটেছিল ব্রাহ্ম জীবনচর্যা, মূল্যবোধ, ব্রাহ্মসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের আবহাওয়ার মধ্যে। তবে ছেলেবেলায় তিনি গান গাইতেন না। সেই সময়ে তিনি মজে থাকতেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের ভাই বুলার (প্রফুল্ল) বাঁশি শুনে তাতেই সুর রপ্ত করার নেশায়। একদিন সুবিনয়ের মা সুখময়ীদেবীকে গান শেখাচ্ছেন সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পাশের ঘরে বসে নিজের মনে বাঁশিতে সেই সুর তুলে নিচ্ছেন। হঠাৎ সুরেনবাবুর কানে বাঁশির সুর পৌঁছল। ডাক পড়ল সুবিনয়ের। লজ্জায় মাথা হেঁট করে গিয়ে দাঁড়ালেন। সুরেনবাবু কিন্তু খুব খুশি। তখনই তাঁকে একটা গৎ গেয়ে তুলে দিলেন। এটাই ছিল তাঁর জীবনে সেই বিশেষ মুহূর্ত, যা তাঁকে সঙ্গীতের জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র দিয়েছিল।

১৯৮৫
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

(১৮৯২-১৯৮৫) এদিন প্রয়াত হন। প্রখ্যাত রবীন্দ্র জীবনীকার। দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে তিনি এই রবীন্দ্রজীবনী রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, '১৯০১ সালের শেষ দিকে আমি রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসি। তারপর দীর্ঘ ৩২ বছর রবীন্দ্রনাথকে দেখবার, জানবার, তাঁর কথা শোনবার, অপার স্নেহ পাওয়ার, কবির সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক এমনকী সভা-সমিতিতে তাঁর বিরোধিতা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। ... লাইব্রেরিতে আমার ঘরে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে সব লেখা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হত তা রাখা থাকত। রবীন্দ্রনাথ সেসব লেখার ক্লিপিং আমার হেফাজতে রেখেছিলেন। আমি একজন সহকারীর সাহায্যে সেগুলো সাজানো গোছানো করতাম। তারপর খণ্ডে খণ্ডে তা বাঁধিয়ে রাখা হত। এইসব কার্তিকা খণ্ডগুলির দিকে তাকাতাম আর ভাবতাম এগুলিকে ব্যবহার করব না? সেগুলি হল আমার রবীন্দ্রজীবনী লেখার প্রেরণা।'

১৯৭০ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
(১৯১৮-১৯৭০) এদিন প্রয়াত হন। তিন খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর প্রথম উপন্যাস উপনিবেশ পাঠকসমাজে সমাদৃত হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প সংকলন বীতংস, দুঃশাসন, ভোগবতী এবং উল্লেখযোগ্য উপন্যাস বৈজ্ঞানিক, শিলালিপি, লালমাটি, সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী, পদসঞ্চার প্রভৃতি। 'সাহিত্যে ছোটগল্প' তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ। ছোটদের জন্য তার সৃষ্ট কাল্পনিক চরিত্র টেনিদা খুবই জনপ্রিয়।

১৯০২
কলকাতায় প্রথম রেকর্ডিং।

গহরজানের গান দিয়ে এদিন কলকাতায় প্রথম রেকর্ডিং শুরু হল। ১৯০১ সালে কলকাতায় আসে গ্রামোফোন ও টাইপরাইটার লিমিটেড। উদ্দেশ্য, এ দেশের শিল্পীদের গান রেকর্ড করে বাণিজ্য করা। কোম্পানির রেকর্ডিস্ট হিসেবে এসেছিলেন গেইসবার্গ সাহেব। রেকর্ডিং-এর প্রথম দিনই গেইসবার্গ বুঝেছিলেন এই শিল্পী হয়ে উঠবেন এ দেশের 'গ্রামোফোন সেলেব্রিটি'। ১৯০২ থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত গহরজান ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী। আর সেই যুগে প্রতিটি রেকর্ডিং সেশনের জন্য তিনি নিতেন তিন হাজার টাকা।

১৮৯৫ রয়েন্টজেন এদিন এক্স রশ্মি বা রঞ্জন রশ্মি আবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানী রয়েন্টজেন বায়ুর মধ্যে তড়িৎক্ষরণের পরীক্ষা করতে গিয়ে লক্ষ্য করেন যে, নল থেকে কিছু দূরে অবস্থিত বেরিয়াম প্লাটিনোসায়ানাইড আবৃত পদার্থ প্রতিপ্রভার সৃষ্টি হচ্ছে। পরে তিনি আবিষ্কার করেন যে, তড়িৎক্ষরণ নল থেকে ক্যাথোড রশ্মি যখন নলের দেওয়ালে পড়ে তখন এই রশ্মির উৎপত্তি হয়। রশ্মির নাম রাখেন এক্স রশ্মি। আবিষ্কারের খুঁটিনাটি পাঠ করে জগদীশচন্দ্র বসু কলকাতায় বসে বের করে ফেললেন এক্স-রে যন্ত্র, হাতের হাড়ের ছবি তুললেন।

১৯৬০ সুব্রত মুখোপাধ্যায়
(১৯১১-১৯৬০) এদিন মারা যান। ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রথম এয়ার মার্শাল। একটি টেকনিক্যাল মিশনের নেতা হিসেবে জাপানের টোকিওতে গিয়েছিলেন। সেখানে রেস্তোরাঁয় ডিনারের সময় শ্বাসনালিতে মাংস আটকে যাওয়ায় মৃত্যু হয় তাঁর।

কর্মসূচি

■ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের জন্মদিনে শুক্রবার কাঠের ওপর তাঁর ছবি বসানো ফলক তুলে দিলেন শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের যুব সহ-সভাপতি ও উত্তরপাড়া পুরসভার কাউন্সিলর অর্ণব রায়।

■ বিজেপির ষড়যন্ত্র রুখতে ময়দানে সিউড়ি বিধানসভার বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি। সকাল থেকে রাত অবধি সিউড়ি বিধানসভার সাহাপুর, ভুরকুনা, চিনপাই— এই তিনটি অঞ্চলের প্রায় ১৫টি ভোটসুরক্ষা শিবির পরিদর্শন করলেন।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৫০

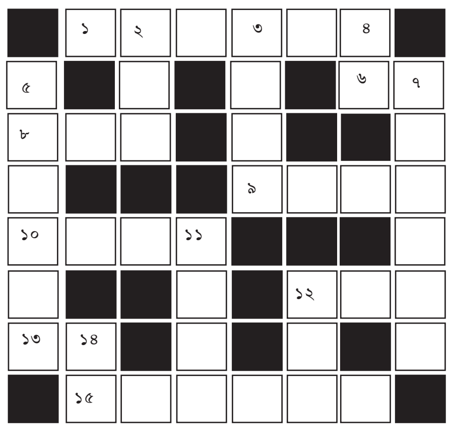

পাশাপাশি : ১. জীবনধারণের ব্যবস্থা ৬. চুল ৮. শপথ বা দিব্যি সূচক উক্তিবিশেষ ৯. বিরক্তিকর ব্যাপার, গন্ডগোল ১০. বাগ্‌ধারা ১২. বদ্ধ, রুদ্ধ ১৩. দশ সংখ্যার দশগুণ ১৫. বড় বড় যোদ্ধা।

উপর-নিচ : ২. বিহারের অধিবাসী ৩. পলকহীন ৪. যথার্থ, ন্যায্য ৫. কোনও দেশের বা রাজ্যের শেষ প্রান্তে অবস্থিত অঞ্চল ৭. দীপ্তি পাওয়া ১১. নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ ১২. মূর্তি ১৪. বিলম্ব, দেরি।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৪৯ : পাশাপাশি : ২. প্রতিস্থাপন ৫. গতাগতি ৬. দাম্পত্য ৭. লবেজান ৯. আলাপিত ১২. গাজর ১৩. দাগাবাজ ১৪. পত্রমিতালি। **উপর-নিচ :** ১. যোগফল ২. প্রতিদান ৩. স্থাপত্যকলা ৪. নযযৌ ৮. জায়গাজমি ৯. আরদালি ১০. তরজমা ১১. স্বরূপ।

৭ নভেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২০৭৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২১৩৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৫৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৪৯৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৪৯৫০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.২২	৮৮.০৩
ইউরো	১০৩.৫৯	১০২.০১
পাউন্ড	১১৭.৭৯	১১৫.৫৬

নজরকাড়া ইনস্টা

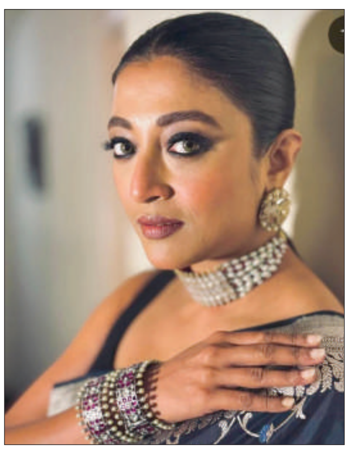

■ পাওলি দাম

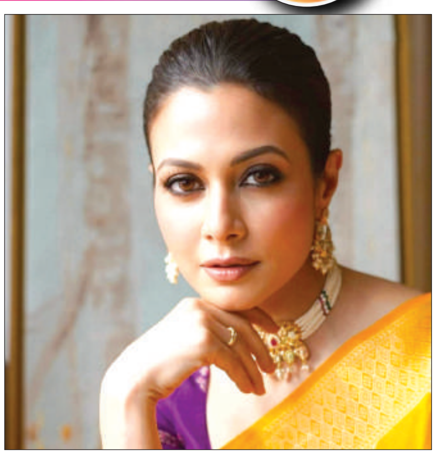

■ কোয়েল

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জনগণমন : অবিলম্বে ক্ষমা চান বিজেপি সাংসদ, প্রতিবাদে তৃণমূল

জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে অপমান বিজেপির। উত্তর কলকাতায় সুকিয়া স্ট্রিটের মোড়ে তৃণমূলের উদ্যোগে বিজেপি সাংসদের কুশপুতুল পোড়ানো ও প্রতিবাদ সভা। নেতৃত্বে কুণাল ঘোষ। ডানদিকে, তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে দুই মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, ডাঃ শশী পাঁজা। শুক্রবার।

প্রতিবেদন : কবিগুরু ও তাঁর লেখা 'জনগণমন'কে পরিকল্পিত অপমান। এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠল তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার, সাংবাদিক বৈঠক থেকে কর্নাটকের বিজেপি সাংসদ বিশ্বেশ্বর কাগেরির পদত্যাগ দাবি করলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা ব্রাত্য বসু ও ডাঃ শশী পাঁজা। এদিন তৃণমূল ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তথ্য তুলে ধরে ব্রাত্য বুঝিয়ে দেন, ঠিক কোন প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'জনগণমন' রচনা করেছিলেন এবং কবে কোথায় সেটি প্রথম গাওয়া হয়। কর্নাটকি সাংসদের ওই ন্যক্কারজনক মন্তব্য ইতিহাস না-জানা বিজেপির রবীন্দ্রনাথকে অপমান করার পরিকল্পিত চক্রান্ত বলেই অভিযোগ করেন ব্রাত্য। এই মন্তব্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও বিশ্বেশ্বর কাগেরির পদত্যাগ দাবি করেন শশী পাঁজা। এর আগে বন্দে মাতরম্-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে কর্নাটকের বিজেপি সাংসদ বিশ্বেশ্বর কাগেরি বলেছিলেন, জনগণমন নাকি লেখা হয়েছিল ব্রিটিশদের খুশি করার জন্য! ইতিহাসকে এভাবে বিকৃত করার প্রতিবাদে গর্জে উঠে তৃণমূল। ব্রাত্য বলেন, পঞ্চম জর্জের আসার সঙ্গে এই গানের সম্পর্ক নেই। বিজেপি মিথ্যাটাকে আমাদের খাইয়ে দিতে চাইছে। তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, পুজোর সময় তো মুখ্যমন্ত্রীর লেখা অনেক গান প্রকাশিত হয়। সেই সময় তো কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পুজো উদ্বোধনে কলকাতায় আসেন। তার মানে কি ওঁকে স্বাগত জানাতে গান লেখেন মুখ্যমন্ত্রী? মন্ত্রী শশী পাঁজা বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, রবীন্দ্রনাথকে অপমান মানে বাংলা ও বাঙালিকে এই অপমান। এর জন্য বঙ্গ-বিজেপি নেতৃত্ব ক্ষমা চাইবেন কি? কর্নাটকের বিজেপি সাংসদের পদত্যাগ দাবি করেন তিনি। তাঁরা বলেন। বিজেপি কৌশলে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিভেদ তৈরির চেষ্টা করছে। এটা ওদের কৌশল। রবীন্দ্রনাথকে ছোট প্রমাণ করার চেষ্টা হচ্ছে। বাঙালি এসব মানবে না। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বন্দে মাতরম্ স্বয়ং রবি ঠাকুরও গেয়েছিলেন। বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ইতিমধ্যেই একাধিক উদ্যোগ নিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গড়া হয়েছে কমিটি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ি সংস্কার শুরু হয়েছে।

এর পাশাপাশি এদিনই বিজেপি সাংসদের বক্তব্যের প্রতিবাদে উত্তর কলকাতার সুকিয়া স্ট্রিটে প্রতিবাদ সভা করে বিজেপি সাংসদের ক্ষমা চাওয়ার দাবি তুললেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। এই প্রতিবাদ সভায় ছিলেন ২৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অয়ন চক্রবর্তী, কাউন্সিলর মোনালিসা বন্দ্যোপাধ্যায়, যুব নেতা মৃত্যুঞ্জয় পাল-সহ অন্যরা। বিজেপিকে তুলোধনা করে কুণাল বলেন, কর্নাটকে বিজেপির এক সাংসদ রবি ঠাকুরকে অপমান করেছেন। বলেছেন, ব্রিটিশদের খুশি করতে রবি ঠাকুর নাকি জনগণ মন লিখেছিলেন! বিজেপির সাহস বাড়ছে। এখনও পর্যন্ত বাংলার ১ লক্ষ ৯৫ হাজার কোটি টাকা বকেয়া। এরপর বিজেপি বাংলা ভাষাকে আক্রমণ করে। আমরা আজ রামমোহন হলের সামনে প্রতিবাদ করছি। ১৯১৩ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, তারপর কলকাতার বুকে তাঁকে প্রথম নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল এই ঐতিহাসিক রামমোহন হলে। ১৯১১ সালে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রথম জনগণমন গাওয়া হয়। নেতাজি প্রস্তাব দিয়েছিলেন জনগণমন-কে জাতীয় সঙ্গীত করা হোক। এরা দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য জানে না, বাংলাকে অপমান করে। বাঙালিকে সম্মান করে না। আমাদের রক্ত, শিরা, ধমনীতে বন্দে মাতরম্। বিজেপি মেকি দেশপ্রেমী, মেকি হিন্দু। ওরা আসলে দেশবিরোধী। লিখে রাখুন ২৫০ আসন নিয়ে চতুর্থবার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিজেপি সাংসদকে কড়া শাস্তি দিতে হবে, ক্ষমা চাইতে হবে।

কেন বারবার টার্গেট বাংলা
তৃণমূলের চিঠি কমিশনকে

প্রতিবেদন : বারবার বাংলাই টার্গেট কেন? এসআইআরে নির্বাচন কমিশনের কাছে সারা দেশে এক নিয়ম, আর বাংলার ক্ষেত্রে অন্য নিয়ম। কেন? মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বক্তব্য-সহ বিস্তারিত তথ্য-প্রমাণ তুলে ধরে বাংলায় এসআইআরে কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মন্ত্রী শশী পাঁজা। শুক্রবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে মন্ত্রী শশী পাঁজা ও ব্রাত্য বসু জানান, এই মর্মে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে কড়া চিঠি পাঠিয়েছে তৃণমূল।

চিঠিতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তৃণমূল জানায়, আত্মীয়ের তথ্য সংক্রান্ত নির্দেশিকা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য ও বিএলও-দের কাছে থাকা নির্দেশ নিয়ে অসঙ্গতি তৈরি হয়েছে। বিপাকে পড়েছেন বুথ লেভেল অফিসাররা। শশী পাঁজা প্রশ্ন তোলেন, ভোটের কাজে কেন এত অসঙ্গতি? কেন বাংলা টার্গেট? কেন অসম, ত্রিপুরাতে এসআইআর হচ্ছে না? এসআইআর হচ্ছে বাংলা আর বিজেপি-বিরোধী রাজ্যগুলিতে।

তৃণমূল আরও জানায়, বাংলায় এসআইআর ঘোষণা করে জ্ঞানেশ কুমার বলেছিলেন, ভোটার তালিকার তথ্য সংগ্রহের সময় নাগরিক চাইলে নিজের নামের পাশাপাশি আত্মীয়ের তথ্যও দিতে পারবেন। জানান, কাকার মতো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের নামও ফর্মে উল্লেখ করা যাবে। অর্থাৎ, শুধু বাবা-মা বা দাদু-দিদিমা নয়, অন্য রক্তের সম্পর্কও স্বীকৃত বলে কমিশনের ব্যাখ্যা ছিল। কিন্তু

ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS

ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS

নির্বাচন কমিশনকে পাঠানো তৃণমূল কংগ্রেসের চিঠি।

বিএলও ব্যবহৃত কমিশনের অফিসিয়াল সফটওয়্যার BLO App-এর 'relative' অংশে দেখা যাচ্ছে— বাবা, মা, ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনি ও ট্রান্সজেন্ডার। সেখানে কাকা, পিসি, ভাইবোন বা অন্য আত্মীয়ের জন্য কোনও বিকল্প নেই। ফলে কমিশনের মৌখিক ব্যাখ্যা ও সফটওয়্যারের কাঠামোর মধ্যে বড় ধরনের অসঙ্গতি তৈরি হয়েছে। যার ফলে বহু প্রকৃত নাগরিকের তথ্য বিএলও-রা আপলোড করতে পারছেন না। তার ফলেই বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। অ্যাপ এবং মৌখিক ব্যাখ্যার মধ্যে অমিল থাকায় জটিলতা বাড়ছে।

এদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও তোপ দাগেন মন্ত্রী শশী পাঁজা ও ব্রাত্য বসু। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, যাঁদের এই দেশে জন্ম তারাই এই দেশের নাগরিক হতে পারবেন। এই কথা কি নির্বাচন কমিশন বলেছে? বলেননি। এই কথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন। তাহলে বিজেপির মধ্যেই এমন অনেক নেতা আছেন যাঁদের জন্ম ভারতেই হয়নি! যেমন লালকৃষ্ণ আদবানি। তাহলে তিনি কি ভারতের নাগরিক নন? জবাব দেবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী?

শিক্ষকের ঘাটতি মেটাতে জেলায় জেলায় বদলি

প্রতিবেদন: ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ঠিক রাখতে এবার জেলায় জেলায় বদলির সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্কুল শিক্ষা দফতর। এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এ কথা জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট দফতর। বাংলা শিক্ষা পোর্টালে দেখা গিয়েছে, কোন স্কুলে শিক্ষক উদ্বৃত্ত রয়েছে তো আবার কোথাও পড়ুয়ার সংখ্যা বেশি শিক্ষকের তুলনায়। তাই গোটা বিষয়ে সামঞ্জস্য আনতে এই বদলির কথা ভাবা হয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সারা রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে অতিরিক্ত ২৩,১৪৫ জন শিক্ষক রয়েছেন। আবার রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল মিলিয়ে মোট ২৩,৯৬২ জন শিক্ষকের ঘাটতিও রয়েছে। এই যে সমস্ত স্কুলে শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে সেই জায়গায় উদ্বৃত্ত শিক্ষকদের পাঠানো হবে। ২২টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের আওতায় থাকা স্কুলগুলিতে পঠনপাঠন স্বাভাবিক রাখতে শিক্ষকদের বদলির সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। গোটা বিষয়টি নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা দফতরকে তদরকি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হতে দেব না : চন্দ্রিমা

সংবাদদাতা, নববারাকপুর : শিক্ষাক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা হতে দেব না, এটা আমাদের অঙ্গীকার। এর জন্য যা প্রয়োজন সব করে দেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার নিউ বারাকপুর কলোনি উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের ৭৫ বছরে পূর্তিতে এমনটাই জানালেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এদিন ছাত্র ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সুবিধার্থে শব্দরোধী ডিজেল জেনারেটর মেশিনের উদ্বোধন করেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এদিন তিনি বলেন, এই বিদ্যালয় আমাদের গর্ব। শুধু ৭৫ বছর নয় আরও বহু বছর সগৌরবে বিদ্যালয় এগিয়ে চলুক। বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের জন্য যা যা দরকার সব করে দেব এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। শিক্ষা ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা তৈরি করতে দেব না। সমাজে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। সমাজকে সমৃদ্ধ করে নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যাব।

স্কুলের জন্য শব্দরোধী জেনারেটরের উদ্বোধনে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

অভিভাবকদের প্রতি মন্ত্রীর পরামর্শ, শিশুদের উপর চাপ সৃষ্টি করার প্রয়োজন নেই। সকলকে প্রথম, দ্বিতীয় হতে হবে এমন নয়। পড়াশোনা ভাল করে করছে কিনা লক্ষ্য রাখবেন। তাদের আচরণ শৃঙ্খলাবোধ ব্যবহারে নজর রাখবেন। মন্ত্রী বলেন আমরা অনুভব করি বিদ্যুৎ চলে গেলে ছেলেদের পড়াশোনা কষ্ট হয়। ছাত্রদের অসুবিধা না হয় সেদিকে খেয়াল রেখে পুরপ্রধান মারফত বিষয়টি জানালে চেষ্টা করেছি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জেনারেটর-এর ব্যবস্থায়। বিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির হবে। খুব ভাল উদ্যোগ। মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে স্বাস্থ্য সচেতনতার বার্তা দিচ্ছে। বিদ্যালয়ে এর থেকে ভাল আর কিছু হতে পারে না। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নিতুন বিশ্বাস, পরিচালন সমিতির সভাপতি শুভদীপ দাস, সদস্য শিক্ষানুরাগী সুজিত চন্দ, থানার আইসি সুমিতকুমার বৈদ্য, পুরপ্রতিনিধি দেবাশিস মিত্র, নির্মিকা বাগচী, কৃষ্ণা বোস, বরুণচন্দ্র দেবনাথ প্রমুখ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

8 November, 2025 • Saturday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভরসা রাখুন

স্কুল সার্ভিসের ফলাফল প্রকাশিত হল। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষা। এই পরীক্ষা নিশ্চিতভাবে নতুন আশা সঞ্চার করল। এটা শুধুমাত্র প্রশাসনিক কোনও পদক্ষেপ নয়, ডিসেম্বরের মধ্যেই নতুন নিয়োগের পথে এগোবে কমিশন। শিক্ষামন্ত্রী এর পাশাপাশি এটাও বলেছেন, যাঁরা চাকরিহারা তাঁদের দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। রাজ্য সরকার সর্বতোভাবে তাঁদের পাশে রয়েছে। প্রতিটি পদক্ষেপ হবে স্বচ্ছতা এবং ন্যায়-নীতির উপর ভিত্তি করে। প্রথমে নথি যাচাই। তার সময়সূচি প্রকাশিত হবে। সেইসঙ্গে প্রাথমিক সাক্ষাতের তালিকা। শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা যাতে কিছুতেই হতে না পারে তার জন্য বারবার এক শ্রেণি আদালতে গিয়েছে। বাধা সৃষ্টি করেছে। উদ্দেশ্য, বাংলায় যেন কিছুতেই স্বচ্ছতার সঙ্গে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা হতে না পারে। কিন্তু রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। এবং তারই ফলশ্রুতি এই ফলপ্রকাশ। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অতীতে কিছু কর্মীর অস্বচ্ছ কাজের কারণে রাজ্য সরকারকে অপদস্থ হতে হয়েছে। তাদেরকে চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কোনওরকম বেনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না। যোগ্যরাই বিবেচিত হবেন। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি। আগামী দিনের শিক্ষকদের কাছে আবেদন, ভরসা রাখুন, আস্থা রাখুন। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রতিটি পদক্ষেপ স্বচ্ছতার সঙ্গেই করা হচ্ছে।

এখানে বিহারের চাল চলবে না

নিয়মটি অত্যন্ত সহজ। কোনও জটিলতা নেই। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় যার নিজের কিংবা পিতামাতার নাম আছে, তাদের কোনও নথিপত্র কাগজ দেখাতেই হবে না। বিএলও যে ফর্ম বাড়িতে এসে দিয়ে যাচ্ছে, সেটি পূরণ করে দিলেই হয়ে গেল। নিশ্চিন্ত। নতুন সংশোধিত ভোটার তালিকায় স্বাভাবিকভাবেই নাম উঠে যাবে। কিন্তু যাদের নাম কিংবা পিতামাতার কারও নামই ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নেই? তাদের কাছে নোটিশ যাবে। ২০০২ সালের তালিকায় কেন নাম নেই, পিতামাতাও কেন তালিকায় নেই, এসব প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। যে ১১টি প্রমাণপত্রের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি দেখাতে হবে। যদি নির্বাচন কমিশন মনে করে সব কাগজপত্র সঠিক এবং বৈধ, তাহলে তাদের নামও অন্তর্ভুক্ত হবে তালিকায়। আর যাদের প্রমাণপত্র গ্রাহ্য হবে না, বৈধ হিসেবে গণ্য হবে না, তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ চলে যাবে। অর্থাৎ তারা আর ভোটার থাকবে না ভারতের। তাদের নিয়ে শেষ পর্যন্ত কী করা হবে? নির্বাচন কমিশন তাদের বেনাগরিক ঘোষণা করতে পারে না। ওই অধিকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের। নির্বাচন কমিশন শুধু জানাতে পারে যে, এরা ভারতের ভোটার নয়। কারণ যথার্থ কাগজপত্র নেই। তাহলে ভোটাধিকার হারানোর পরের ধাপ কী হবে? এটা এখনও স্পষ্ট করেনি নির্বাচন কমিশন এবং মোদি সরকার। এই যে দিকে দিকে যখন তখন ভয়ে আতঙ্কে বিভিন্ন আত্মহত্যার মর্মান্তিক সংবাদ আসছে, এটা প্রতিহত করতে কেন্দ্রীয় সরকারের কিন্তু এখনই উচিত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা যে, নাম বাদ চলে গেলে কী কী করা হবে। যারা বাদ চলে যাবে, তাদের কাছে ভারতের যেসব আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, রেশন কার্ড এসব রয়েছে, সেগুলি কি সাধারণভাবেই বাতিল হয়ে যাবে? নাকি সেগুলি একইরকম থাকবে? এদের পরবর্তী কর্তব্য কী? তারা যে যেখানে রয়েছে, সেখানেই থাকতে পারবে? নাকি ডিটেনশন সেন্টার হবে? তাদের চিহ্নিত করা হবে অবৈধ ভোটার এবং ভোটার তালিকায় নাম না থাকা মানুষ হিসেবে? এরপর তাদের কী করণীয় হবে? এসব প্রশ্নের উত্তর কেন্দ্র দিয়ে দিলে কিন্তু অনেক আতঙ্ক কমে যায় এখনই। অন্তত জানা থাকবে যে, কী কী হতে চলেছে। নচেৎ প্রবল বিভ্রান্তি চলতেই থাকবে মানুষের আতঙ্ক বাড়িয়ে। বিজেপি বলছে হিন্দু হলে সিএএ অনুযায়ী আবার এদের আবেদন করতে হবে নাগরিকত্বের জন্য। সিএএ আবেদন কি বাংলাদেশ থেকে ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যে কোনও সময় এলেই করা যায়? নাকি এই আবেদন করারও একটি বিশেষ শর্ত আছে?

— অমিত দাস, গোরা বাজার, দমদম, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

স্মৃতির জলছবিতে সুব্রত মুখোপাধ্যায়

কয়েক দিন আগেই ৪ নভেম্বর চলে গেল সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চম প্রয়াণদিবস। সেই উপলক্ষে ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণায় প্রবীণ শিক্ষাবিদ **ড. শিবরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়**

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সুব্রত মুখোপাধ্যায় তাঁর বিতর্ক-আলোচনার দ্বারা সংসদীয় গণতন্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছেন।

তিনি ১৯৮২ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত কখনও বিরোধী মুখ্যসচেতক হিসাবে, কখনও উপ-বিরোধী দলনেতা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৭১-এ সুব্রতদা প্রথম বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর এসইউসি-র বরিষ্ঠ বিধায়ক সুবোধ ব্যানার্জিকে অনুরোধ করেছিলেন, বিধানসভার নিয়মাবলি ও কার্যবিধি তাঁকে একটু শিখিয়ে দিতে। সুবোধবাবু রাজি হলেন একটি শর্তে— এই সংক্রান্ত কয়েকটি বই হাতে নিয়ে প্রতিদিন সুব্রতদাকে বিধানসভায় আসতে হবে, তিনি বইগুলি পড়ুন বা না পড়ুন। একমাস পরে সুবোধবাবু পাঠ দেবেন। সুব্রতদা এবং সুবোধবাবু উভয়ই তাঁদের কথা রেখেছিলেন। এই প্রবন্ধকারকে সুব্রতদা এই কথাগুলি বলেছিলেন। বিধানসভার এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক আমাকে বলেছেন, বিধানসভার অধিবেশনে সুব্রতদার অনুপস্থিতি এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। তিনি দেখালেন, বিরোধী দলের সদস্যসংখ্যা কম হলেও, বিধায়কদের নিষ্ঠা ও গুণগত মান যদি ঠিক থাকে, তাহলে সরকার ও প্রশাসনকে নানাভাবে চাপে রাখা যায়। তিনি বলতেন বিধানসভা তাঁর কাছে মন্দিরের মতো। তিনি তৈরি হয়ে, পর্যাপ্ত লেখাপড়া করে, বইপত্র, তথ্য নিয়ে বিধানসভায় যেতেন। বিধানসভাকে কেন্দ্র করেই ওঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়, যা আজীবন ছিল। ১৯৮২-র বিধানসভা ভোটে নির্বাচিত হওয়ার পর একদিন আমাকে বললেন— ‘তুমি তো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক। প্রথম বিধায়ক হলাম শাসকদলের সদস্য হিসাবে। তারপর মন্ত্রী হলাম। ফলে বিরোধী বিধায়কের কাজের প্রকৃতি ও নিয়মকানুন সম্পর্কে ততটা অবহিত নই।’ সত্যি কথা বলতে কি, বিধানসভার নিয়মাবলি সম্পর্কে আমিও বিশেষ অবহিত ছিলাম না। ভারতীয় সংবিধান ও রাজনীতির গবেষক হিসাবে সাধারণ ধারণা ছিল। যাই হোক, কাজ শুরু হল। যেদিন বিধানসভায় বক্তব্য থাকত, তার আগের দিন রাত্রি দশটার পর আমরা পড়াশোনা শুরু করতাম। মাঝরাত, এমনকী শেষরাত পর্যন্ত কাজ চলত। আলোচনা শেষে সুব্রতদা আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিতেন। আগে দুপুর একটার সময় বিধানসভার অধিবেশন বসত। সারারাত কাজ করে আবার সকাল বেলা চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিতেন। মনে হত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছেন। বিরোধী সদস্যদের হাতে যে ক’টি অস্ত্র আছে, যেমন, প্রশ্নোত্তর, দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব, উল্লেখপর্ব, প্রভৃতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সরকারকে সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ভারতীয় সংসদে অনেক কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়েছে সাংসদের প্রশ্নের মাধ্যমে। সুব্রতদার যেদিন তারকাচিহ্নিত প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার কথা থাকত, তার আগের দিন আলোচনা হত মন্ত্রী কী উত্তর দিতে পারেন, সম্ভাব্য উত্তর অনুমান করে সম্ভাব্য অতিরিক্ত প্রশ্ন তৈরি করা হত। এক-একটি প্রশ্ন নিয়ে কম করে আধঘণ্টা আলোচনা চলত। অনুমান কখনও কখনও মিলে যেত। যে কোনও প্রশ্নের পেছনে প্রশ্নকর্তার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। চোখা-চোখা অতিরিক্ত প্রশ্ন করে মন্ত্রীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন। নাজেহাল মন্ত্রী সভায় দাঁড়িয়ে প্রতিশ্রুতি দিতেন তিনি বিষয়টি দেখবেন। বিধানসভায় মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির অর্থ সরকারি প্রতিশ্রুতি। বিধানসভায় একটি কমিটি আছে, যার কাজ হল সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতি কতটা রক্ষিত হল, সেটি দেখা— সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি। কথা দিয়েও মন্ত্রীমহোদয়ের নিস্তার নেই। উল্লিখিত কমিটির সদস্য হিসেবে সুব্রতদা খতিয়ে দেখতেন মন্ত্রীর দেওয়া প্রতিশ্রুতি কতটা কার্যকর হল। দীর্ঘ সংসদীয় জীবনে তিনি বিধানসভার বহুসংখ্যক কমিটির সদস্য বা চেয়ারম্যান ছিলেন। যতক্ষণ কমিটির বৈঠক চলত, জরুরি কারণ ছাড়া চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি কোনও সদস্যকে মিটিং ছেড়ে যেতে দিতেন না। কড়া প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা ছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির (পিএসি) চেয়ারম্যান ছিলেন একাধিকবার। বিধানসভার আধিকারিকদের কাছে শুনেছি, ১৯৭০-এর পর এই ধরনের পরিশ্রমী পিএসি-র চেয়ারম্যান তাঁরা দেখেননি। বিধানসভা পরিচালনার কার্যবিধির ধারা / উপধারার বিশ্লেষণ নিয়ে সুব্রতদা মাঝে-মধ্যেই বক্তব্য রাখতেন। সমস্ত সভা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। এই বিষয়ে আরও একজন বরিষ্ঠ বিধায়ক পারদর্শী ছিলেন ডক্টর জয়নাল আবেদিন। সংসদের নিয়মাবলি সংক্রান্ত অনেক বই সুব্রতদা কিনেছিলেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই হল Erskine May লিখিত ‘Parlamentary Practice’। বইটি তিনি লন্ডন থেকে কিনেছিলেন। May-র লেখা বইটি প্রতিটি সাংসদ ও বিধায়কের অবশ্যপাঠ্য। বাজেট অধিবেশনে একাধিক দফতরের বাজেট বরাদ্দ সংক্রান্ত বিতর্কের সূচনা করতেন সুব্রতদা। তাঁর বক্তব্যে শুধুমাত্র সরকারের সমালোচনা থাকত না, গঠনমূলক প্রস্তাব থাকত। ১৯৯০-এর দশকের প্রথম দিকে স্বরাষ্ট্র (কর্মিবৃন্দ ও প্রশাসনিক সংস্কার) দফতরের বাজেট-বরাদ্দ-সংক্রান্ত বিতর্কের সময় তিনি প্রশাসনিক সংস্কার-সংক্রান্ত কিছু গঠনমূলক প্রস্তাব দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বিতর্কের উত্তর দেওয়ার সময় সুব্রতদার প্রস্তাবগুলির প্রশংসা করেছিলেন এবং বলেছিলেন, এই ধরনের গঠনমূলক আলোচনা সংসদীয় গণতন্ত্রে সবসময় কাম্য। এ-ছাড়া Zero Hour-এ বিভিন্ন সরকারি বিভাগের বিভিন্ন ত্রুটি ও দুর্নীতি তথ্য-প্রমাণ-সহ তিনি তুলতেন এবং এই নিয়ে ব্যাপক গোলযোগ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হত। শেষ পর্যন্ত মাননীয় অধ্যক্ষ বাধ্য হতেন সুব্রতদার উত্থাপিত বিষয় নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনার সময় ধার্য করতে।

‘উল্লেখপর্বে’ বিধায়কেরা জনস্বার্থ-সংক্রান্ত কোনও বিষয়ের উপর দু-তিন মিনিট বলতে পারেন। বক্তব্যের প্রতিলিপি বিধানসভার সচিবালয় থেকে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক বিভাগকে পাঠানো হয়, যাতে সরকার তার পর্যবেক্ষণ জানাতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকার বিধানসভার চিঠির উত্তর দেয় না। সুব্রতদা তাঁর উল্লেখসংক্রান্ত প্রতিটি বিষয়ের ওপর সরকারের বক্তব্য জানবার জন্য বিধানসভার সচিবালয়ের মারফত প্রশাসনকে বারবার চিঠি দিতেন এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। বক্তব্য না জানিয়ে সরকারের কোনও উপায় ছিল না। একটা মজার ঘটনা উল্লেখ করছি— ১৯৯০-এর দশকে বিধানসভায় রাজ্যপাল অথবা কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক হচ্ছিল। সুব্রতদা মুখ্য বক্তা। আমার লিখিত তিনটি বই নিয়ে গিয়েছিলেন এবং আমার নাম উল্লেখ করে বইগুলি থেকে উদ্ধৃতি দিলেন। আমি বিধানসভায় একতলার দর্শকের আসনে বসেছিলাম। লক্ষ্য করলাম, জ্যোতি বসু আমার বইগুলি দেখছেন। সুব্রতদা আমার কাছে এসে বললেন, আমি ওই তিনটি বই মুখ্যমন্ত্রীকে উপহার দিতে রাজি কি না? আমি রাজি হলাম। তখন চা-পানের অবকাশ ছিল। সুব্রতদা আমাকে মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভার চেম্বারে নিয়ে গেলেন। আমি তাঁর হাতে বইগুলি দিলাম এবং কিছুক্ষণ কথা হল। সৌগত রায়ও ছিলেন। তারপর আমরা মুখ্যমন্ত্রীর চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলাম এবং দেখলাম, চিত্র সাংবাদিকেরা দাঁড়িয়ে আছেন। সুব্রতদা তাঁদের ডাকলেন এবং আমাকে বললেন, চলো, আবার যাই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে ঢুকে তিনি বললেন, ‘বইগুলি দিন!’ জ্যোতি বসু অবাক হয়ে তাকালেন। সুব্রতদা বললেন— শিবু আপনাকে আবার বইগুলি উপহার দেবে এবং ফটো তোলা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর মুখমণ্ডল দেখে মনে হল, উনি বেশ মজা পেয়েছেন। আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল।

চলে যাওয়ার কয়েক দিন আগেও সুব্রতদার আক্ষেপ ছিল। এখনকার নতুন বিধায়কদের বিধানসভার কাজে আন্তরিকতার অভাব তাঁকে পীড়িত করত। বর্তমান কালে বিরোধী বিধায়কদের রকমসকম দেখলে তাঁর দুঃখ নিশ্চিতভাবে আরও বৃদ্ধি পেত।

শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ দমদম বিমানবন্দরের ১ নং গেটের ক্রসিংয়ে যাত্রীবোঝাই সরকারি বাসে আগুন। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে বাস। ছড়ায় আতঙ্ক। জখম এক

কর্মী-সমর্থকদের ভালবাসার বন্যায় ভাসলেন অভিষেক

মণীশ কীর্তনিয়া

বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস একেই বলে। ৭ নভেম্বর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরের মতো এবারও শুভেচ্ছা ও আবেগের বন্যায় ভাসল কালীঘাট। বৃহস্পতিবার রাত ১২টা থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছা জানাতে শুরু করেছিলেন সকলে। সকাল হতে তা বাড়তে থাকে। দুপুর হতে না হতেই কালীঘাটে অভিষেকের বাড়ির সামনে ভিড় জমাতে থাকেন দলের হাজার হাজার কর্মী-সমর্থক। কলকাতা তো বটেই, জেলা থেকেও বহু নেতা-কর্মী-সমর্থকরা এসেছেন। প্রায় সকলেই কিছু না কিছু উপহার নিয়ে এসেছেন। ফুলের বোকে থেকে পোস্টার-ব্যানার, এমনকী প্রমাণ সাইজের বোর্ডে অভিষেকের সঙ্গে মেয়ে আজানিয়ার ছবি এঁকে এনেছিলেন ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের একদল কর্মী। তাতে লেখা রয়েছে 'পিপলস লিডার'(জননেতা)। সেই ছবি সযত্নে রাখা হল। দফায় দফায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে জনগণের ভিড়ে মিশে গিয়েছেন তিনি। একের পর এক কেক কেটেছেন। সেলফির আবদারও মিটিয়েছেন। দুপুর-বিকেল গড়িয়ে যত সন্ধ্যা নেমেছে ততই বাড়ির সামনে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসও সমানে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে। টানা বেজে চলেছে ধামসা-মাদল। সঙ্গে তুমুল স্লোগান। সন্ধ্যায় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে তাঁর কাছে যান দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তাঁর আগে আচমকা গাড়ির মাথায় উঠে পড়লেন তিনি। হাত নাড়িয়ে, নমস্কার করে অভিবাদন জানালেন হাজার হাজার অপেক্ষমাণ জনগণকে। এরপরই এল সেই সিগনেচার হাত মুঠো করা আত্মবিশ্বাসী ছবি। সমুদ্রগর্জনে স্লোগান উঠল— জয় বাংলা। তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও জনতার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বললেন— জয় বাংলা। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে ফেরার পথে ফের একবার জনতার আবদার মেটালেন। দেদার ছবি-সেলফি উঠল। কেক কাটা চলল। সব মিলিয়ে জন্মদিনে ধরা দিলেন জননেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন ছাত্র-যুব তো বটেই, ভিড়ের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মতো।

জন্মদিনে শুভেচ্ছা ● প্রিয় নেতাকে ঘিরে উন্মাদনা

দুর্নীতিতে ডুবে আরজি করের সেই বিদ্রোহীই

প্রতিবেদন : মুখোশ খুলে গেল আরজি করের বিদ্রোহীদের। যারা এতদিন দুর্নীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছিল, তারাই আপাদমস্তক ডুবে রয়েছে দুর্নীতিতে। এই অভিযোগ রাজ্য প্রশাসন বা রাজ্যের কোনও তদন্তকারী সংস্থা করছে না। কেন্দ্রীয় এজেন্সি সিবিআইয়ের তদন্তেই উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। আরজি করের বিদ্রোহী আরজি করের তৎকালীন ডেপুটি সুপারিন্টেনডেন্ট আকতার আলির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এনেছে। এমনকী সিবিআইয়ের দুর্নীতি দমন শাখা এই অভিযোগ কলকাতা হাইকোর্টে পেশ করা চার্জশিটে নথিভুক্তও করেছে। তদন্তে উঠে এসেছে দুর্নীতিতে আরজি করের বিদ্রোহী আকতার আলির স্পষ্ট ভূমিকা। এই অভিযোগ সামনে আসতেই রাজ্য সরকারের তরফে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সাসপেন্ড করা হয়েছে আকতার আলিকে।

তদন্তে নেমে সিবিআইয়ের হাতে প্রমাণ উঠে আসে অভিযোগকারী আকতার আলির ভূমিকাও সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। তিনি ২০০৭ সাল থেকে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। সহকারী সুপারিন্টেনডেন্ট, নন-মেডিক্যাল এবং পরবর্তীতে ডেপুটি সুপারিন্টেনডেন্ট, নন-মেডিক্যাল হিসেবে ক্রয়-সংক্রান্ত কাজ দেখাশোনা করছিলেন। তিনি হাসপাতালের জিনিসপত্র ও পণ্য ক্রয়-সংক্রান্ত কারচুপি যুক্ত ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অবৈধভাবে লাভবান হওয়া। তিনি নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের জন্য বিমান ভ্রমণের সুবিধাও গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অবৈধ উপায়ে ৫০,০০০ টাকা স্থানান্তরও করা হয়েছিল। এছাড়াও এক সংস্থার কাছ থেকে ২ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা গ্রহণ করেছিলেন। বিনিময়ে ওই সংস্থাকে ৪.১৪ কোটি টাকার কাজ পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল। এরকম ভূরি ভূরি অভিযোগ উঠে এসেছে আরজি করের বিদ্রোহীর নামে।

আয়বহির্ভূত সম্পত্তি! পুরসভাই ধরিয়ে দিল পুর ইঞ্জিনিয়ারকে

প্রতিবেদন : পাঁচ বছরের চাকরিতে পাওয়া বেতন ও বিভিন্ন উপায়ে গচ্ছিত বিপুল সম্পত্তিতে বিরাট গরমিল! কোটি-কোটি টাকার হিসাববহির্ভূত সম্পত্তির জেরে রাজ্য পুলিশের জালে কলকাতা পুরসভার এক অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার। আয়বহির্ভূত কোটি টাকার সম্পত্তির দুর্নীতি দমন আইনে পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার পার্থ চোংদারকে গ্রেফতার করেছে রাজ্য পুলিশের অ্যান্টি কোরাপশন ব্রাঞ্চ। বৃহস্পতিবার তাঁকে আটক করে লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করা হয়। ২০২৩ সালে ওই ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে পুরসভাই রাজ্য পুলিশের দুর্নীতি দমন শাখায় অভিযোগ করেছিল। মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, পুরসভার চোখেই প্রথম ওই ইঞ্জিনিয়ারের সম্পত্তির অনিয়ম ধরা পড়ে। বিভাগীয় তদন্ত হয়। ভিজিল্যান্স বিভাগও বিষয়টি খতিয়ে দেখে। আমরা তাঁকে সাসপেন্ডও করেছিলাম। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা ভিজিল্যান্স বিভাগের নেই। তাই বিষয়টি রাজ্য পুলিশের দুর্নীতি দমন শাখার কাছে পাঠানো হয়। ওই যুবক পুরসভার 'প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' বিভাগে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত ছিলেন। পাঁচ বছর পুর-ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ৫৬ লক্ষ টাকার কাছাকাছি বেতন পেয়েছেন। অথচ আয়বহির্ভূত সম্পত্তির পরিমাণ ৫ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকারও বেশি। এছাড়াও কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় তাঁর নামে ছ'টি ফ্ল্যাট এবং বোলপুরে ৩৬ লক্ষের একটি বাংলো রয়েছে। স্ত্রীর নামে একটি রিয়েল এস্টেট সংস্থা খুলে বিনিয়োগের অভিযোগ রয়েছে। ওই আধিকারিকের নামে রয়েছে একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, গোল্ড বন্ড এবং বিমা। এমনকী বিভিন্ন ব্যাঙ্কে শ্বশুর-শাশুড়ির নামে অ্যাকাউন্ট খোলেন তিনি।

স্মারক বক্তৃতা, সিনে আড্ডা, দেশ-বিদেশের ছবি : জমছে ছায়াছবির মায়ামাখা আসর

অংশুমান চক্রবর্তী

দ্বিতীয় দিনেই জমে উঠেছে ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। দিনের সেরা আকর্ষণ ছিল সত্যজিৎ রায় স্মারক বক্তৃতা। শিশির মঞ্চে এই বক্তৃতা দিলেন চলচ্চিত্র পরিচালক রমেশ সিপ্পি। এই বছর উদযাপিত হচ্ছে তাঁর পরিচালিত 'শোলে' ছবির পঞ্চাশ বছর। ছবি তৈরির নেপথ্য কাহিনি তিনি ভাগ করে নেন শ্রোতাদের সঙ্গে। প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য পরিচালিত অমিত সাহা, ঋত্বিক চক্রবর্তী, প্রিয়াঙ্কা সরকার অভিনীত 'নধরের ভেলা' দেখানো হয়েছে নন্দন-১-এ। 'ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশন : ইনোভেশন ইন মুভিং ইমেজেস' বিভাগে এটাই এই বছরের একমাত্র ভারতীয় ছবি। প্রেক্ষাগৃহ ছিল পূর্ণ। পরে মিডিয়া সেন্টারে সাংবাদিক সম্মেলনে ছবিটি নিয়ে কথা বলেন পরিচালক ও কলাকুশলীরা। 'বেঙ্গলি প্যানোরামা' বিভাগে রবীন্দ্রসদনে প্রদর্শিত হয়েছে রেশমি মিত্র পরিচালিত নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর জীবন অবলম্বনে তৈরি ছবি 'বড়বাবু'। মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুজন নীল মুখোপাধ্যায়। দর্শক সমাগম ছিল ভালই। ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে নন্দন-১-এ প্রদর্শিত হয়েছে 'তিতাস একটি নদীর নাম'। ১৯৭৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সাদা-কালো ক্লাসিকটি দেখার জন্য সকাল সকাল এসেছিলেন বহু মানুষ। অন্যান্য ছবিগুলিও প্রদর্শিত

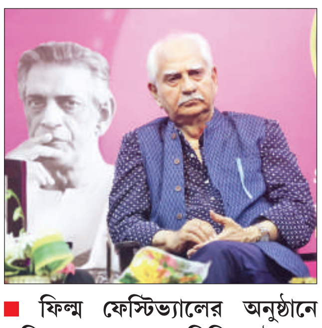

■ ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের অনুষ্ঠানে পরিচালক রমেশ সিপ্পি। উৎসব চত্বরে এলেন মাধবী মুখোপাধ্যায়।

হয়েছে প্রায় পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহেই। সন্ধ্যায় একতারা মুক্তমঞ্চে জমে উঠেছিল 'সিনে আড্ডা'। বিষয় 'লোকগানের সুরে সিনেমার গান'। কথায়-গানে আসর মাতিয়ে তোলেন অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায়, ইমন চক্রবর্তী, পৌষালী বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকুমার রায়। সঞ্চালনায় ছিলেন পদ্মনাভ দাশগুপ্ত। ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে নন্দন প্রবেশ দ্বারে আয়োজিত হয়েছে বিশেষ প্রদর্শনী। গগনেন্দ্র প্রদর্শশালায় প্রদীপ কুমার, গুরু দত্ত, সন্তোষ দত্ত, রবার্ট আল্টম্যান, রিচার্ড বার্টন, স্যাম পেকিনপাহ, উয়েজেশাহ হাসের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষেও একটি প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছে। ঘুরে দেখছেন বহু চলচ্চিত্রপ্রেমী। প্রদীপ কুমারের কন্যা বীণা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখোমুখি হয়েছিলেন সাংবাদিকদের। উৎসব প্রাঙ্গণে দেখা গেল অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়-সহ অনেককেই। গৌতম ঘোষ, হরনাথ চক্রবর্তী প্রমুখরা তো ছিলেনই। নানা বয়সি দর্শকের উপস্থিতি দেখা গেছে ছায়াছবির মায়ামাখা এই আসরে। সেলফি উঠেছে প্রচুর। সেইসঙ্গে জমিয়ে হয়েছে পেটপুজো। বইয়ের স্টলেও দেখা গেছে ভিড়। আশা করা যায়, শনিবার আরও বেশি সংখ্যক মানুষ আসবেন। উৎসাহের সঙ্গে দেখবেন দেশ-বিদেশের ছবি।

রাজ্য
8 November, 2025 • Saturday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জালিয়াতি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল বিজেপি কর্মী। নিজেকে বিএলও হিসেবে পরিচয় দিয়ে বিপাকে মহেশতলার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের ১০৪ নম্বর বুথের বিজেপি কর্মী সুপ্রিয়া মণ্ডল

স্বাস্থ্য পরিষেবায় রাজ্যের সেরার সেরা খেতাব বসিরহাট পুরসভার

সুমন তালুকদার ● বসিরহাট

ন্যাশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স স্ট্যান্ডার্ড প্রতিযোগিতায় ১২৯টি পুরসভার মধ্যে প্রথম স্থান ছিনিয়ে নিল বসিরহাট পুরসভা। যা রাজ্যের তো বটেই, এমনকী দেশেও নজর কাড়ল। স্বাস্থ্য পরিষেবায় সেরার সেরা শিরোপা অর্জন করল এই পুরসভা। এই বসিরহাট পুরসভা আগেও প্লাস্টিক-মুক্ত পরিবেশ এবং পরিবেশবান্ধবের কর্মসূচিতে সেরার সেরা হয়েছিল। কঠিন বর্জ্য পদার্থ প্রক্রিয়া, প্লাস্টিক-মুক্ত কর্মসূচিতে ইতিমধ্যে নিজের এলাকাকে পরিবেশবান্ধব করে নজর কেড়েছে। কেন্দ্রের স্বীকৃতিতে রাজ্যের মধ্যে প্রথম হয়েছিল সেটিতেও। এবারও বসিরহাট পুরসভার মুকুটে নয়া পালক। কেন্দ্রীয় কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স স্ট্যান্ডার্ডের তরফে দিল্লি থেকে পরীক্ষা করতে আসেন

বসিরহাট পুরসভায় চলছে স্বাস্থ্য শিবির।

বসিরহাট পুরসভার হরিশপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। দু'দিন ধরে পরীক্ষা চলে সেখানে। বারোটি বিভাগে প্রথম পাঁচটিতে ৯৮.৮৪ শতাংশ বাকি সাতটি বিভাগে ৯৮.১৯ শতাংশ নম্বর পেয়ে রাজ্যের মধ্যে প্রথম হয়েছে। দিবারাত্রি কাজ করে চলেছেন পুরসভার হেলথ অফিসার-সহ স্বাস্থ্যকর্মীরা। বসিরহাট পুরসভার চেয়ারম্যান অদিতি মিত্র রায় চৌধুরী বলেন, একদিকে ছোট ছোট শিশু, গর্ভবতী মায়েদের ভ্যাকসিনেশন, মাঝারি বয়স্ক বৃদ্ধ-

বৃদ্ধাদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে চিকিৎসা-পরিষেবা, সুস্থ রাখার জন্য বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষায় গত তিন বছর ধরে দিবারাত্র কাজ করে চলেছেন। ১০ থেকে ১৬ নম্বর ওয়ার্ড হরিশপুরে মূল হেলথ সিস্টেম কেন্দ্র। সেখান থেকে স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসকেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে শুগার, পেশার, বাচ্চাদের টিকা, বিনামূল্যে চিকিৎসা, পর্যাপ্ত পরিমাণে ওষুধ দেওয়া চলেছে। তারই স্বীকৃতি পেয়েছি।

বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের সুরক্ষায় বিমা প্রকল্প

প্রতিবেদন : বস্ত্রশিল্পে যুক্ত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা দিতে হুগলির শ্রীরামপুরের রাজ্য সরকার পরিচালিত সমবায় স্পিনিং মিলে কর্মরত শ্রমিকদের সবঙ্গীন বিমা সুরক্ষা প্রকল্প আনছে রাজ্য সরকার। ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ স্পিনিং মিলস লিমিটেড ও)-এর প্রায় ৪০ জন কর্মীর জন্য ১.৩৬ কোটি টাকার বিমা প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই বিমার আওতায় শ্রমিক এবং তাঁদের পরিবার 'ওয়ার্কমেনস কম্পেনসেশন অ্যাক্ট', 'ফ্যাটাল অ্যাকসিডেন্টস অ্যাক্ট ১৮৫৫'-সহ অন্যান্য সাধারণ আইনি সুরক্ষা পাবেন। এক সরকারি আধিকারিক জানিয়েছেন, কারখানার যন্ত্রপাতি ও কাঁচা তুলোর মাঝে প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে কাজ করা শ্রমিকদের জন্য এটি কেবল আইনি বাধ্যবাধকতা নয়, বরং এক মানবিক আশ্বাস— যে সরকার তাঁদের পাশে রয়েছে। তাঁর কথায়, আমাদের সমবায় ইউনিটগুলির মেরুদণ্ড হলেন শ্রমিকেরা। তাঁদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা আমাদের অগ্রাধিকার। নতুন বিমা পরিকল্পনায় কেবল নির্দিষ্ট শ্রেণি নয়, সমস্ত কর্মীই আসবেন সুরক্ষার আওতায়। যা রাজ্যের শ্রমিক অন্তর্ভুক্তির বৃহত্তর ভাবনারই প্রতিফলন। বহু দশক ধরে রাজ্যের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী এই সমবায় স্পিনিং মিল রাজ্যের বস্ত্রশিল্পের উত্থান-পতনের সাক্ষী। এখন রাজ্য যখন ফের স্থানীয় সুতা উৎপাদন ও সমবায় উৎপাদন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার পথে হাঁটছে, তখন শ্রমিক সুরক্ষাকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে সরকার। শিল্প বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বিমা পরিকল্পনা আসলে ঐতিহ্যবাহী উৎপাদন কাঠামোর সঙ্গে আধুনিক কল্যাণ সুরক্ষাকে এক সূত্রে বাঁধার প্রচেষ্টা। এক শ্রমনীতি বিশ্লেষক বলেন, যদি বাংলার সমবায় শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে হয়, তবে আগে সুরক্ষিত করতে হবে যাঁরা মেশিন ও তাঁত চালান, তাঁদেরই। মিলের বহু পুরনো শ্রমিকের কথায়, সরকার যখন আমাদের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেয়, তখন কাজের প্রতি আরও আত্মবিশ্বাস বাড়ে। পরিবার নিয়েও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করতে পারি নিশ্চিন্তে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্যান ক্লাবের তরফে তাঁর জন্মদিনে পাটুলিতে রক্তদান শিবিরে শতাধিক মানুষের রক্তদান এবং দুঃস্থ মহিলাদের কম্বল বিতরণ কর্মসূচিতে ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী, কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী, বজবজের চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, ফ্যান ক্লাবের বিকাশ সেন, সুমিত চৌধুরি, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল প্রমুখ।

কাউন্সিলরের উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ এসআইআর হেল্পডেস্ক তৃণমূলের

২৮ নং ওয়ার্ডে এসআইআর আতঙ্ক কাটাতে তৃণমূলের ভ্রাম্যমাণ হেল্প ডেস্ক। রয়েছেন কাউন্সিলর অয়ন চক্রবর্তী, কুণাল ঘোষ-সহ অন্যরা।

প্রতিবেদন : এসআইআর নিয়ে মানুষের যাবতীয় কৌতুহল দূর করে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে ভ্রাম্যমাণ এসআইআর সহায়তা ক্যাম্প চালু হল উত্তর কলকাতায়। বৃহস্পতিবার ২৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অয়ন চক্রবর্তীর উদ্যোগে এসআইআর নিয়ে মানুষের বিভ্রান্তি দূর করতে ২টি ভ্রাম্যমাণ হেল্পডেস্ক শুরু করা হয়। কার্যত মানুষের দুয়ারে পৌঁছে এসআইআর নিয়ে তাঁদের যাবতীয় উদ্বেগ মেটাতেই স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের এই উদ্যোগ। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ সেই ভ্রাম্যমাণ এসআইআর ক্যাম্প থেকে বলেন, এসআইআর নিয়ে মানুষের মধ্যে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। হয়তো সকলে ক্যাম্পে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না। তাই আমরা আজ থেকে এই ভ্রাম্যমাণ দুয়ারে ক্যাম্প শুরু করছি। বিএলএ'রা যেমন বিএলও-দের সঙ্গে ঘুরছেন, তেমনই ঘুরবেন। আমরা আলাদাভাবে মানুষের দুশ্চিন্তা দূর করতে এই দুয়ারে ক্যাম্প চালু করেছি। কেউ আতঙ্কিত হবেন না! যা করার আমাদের প্রতিনিধিরা করবেন। তবে একটাই অনুরোধ, প্রত্যেকে ফর্মটা ফিল-আপ করুন!

তৃণমূলের তরফে বিভিন্ন এলাকায় এসআইআর সহায়তা ক্যাম্প যেমন থাকছে, তার পাশাপাশি এদিন স্থানীয় কাউন্সিলরের উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ হেল্পডেস্কও চালু হয়েছে। এদিন ২৮ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় যান তৃণমূল প্রতিনিধিরা। রাস্তাঘাটে অনেক মানুষই তাঁদের সমস্যা ও দুশ্চিন্তার কথা জানান। তাঁদেরকে সমস্তরকমের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে ক্যাম্পে যাওয়ার কথা বলেন কাউন্সিলর অয়ন চক্রবর্তী। একইসঙ্গে বিএলওদের দেওয়া ফর্ম নিশ্চিতভাবে ফিলআপ করাতেও জোর দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ জানান, একজন বৈধ ভোটারকেও আমরা বাদ দিতে দেব না। আবার একজন অবৈধ ভোটারকে রাখতেও দেব না। নির্বাচন কমিশন তড়িঘড়ি এসআইআর-এর হাওয়া তুলেছে, কিন্তু পরিকাঠামোগত সমর্থন দিতে পারছে না। সামাল দিতেই আমাদের মানুষের পাশে থাকতে হচ্ছে।

বারাসতের নয়া পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়

সংবাদদাতা, বারাসত: বারাসত পুরসভার নতুন পুরপ্রধান হলেন সুনীল মুখোপাধ্যায়। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে ইস্তফা দেন পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়। তার পরেই বোর্ড মিটিংয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পুর পারিষদের সদস্য অভিজিৎ নাগ চৌধুরি সুনীল মুখোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করেন। সকলের সমর্থনের মধ্যে দিয়েই সেই সিদ্ধান্ত সিলমোহর দেওয়া হয়। তিনি দুটি টার্মে বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান ছিলেন। পরবর্তী ২০২২ সালে পুরসভার ভোটের পর পুরপ্রধানের দায়িত্ব গিয়েছিল অশনি মুখোপাধ্যায়ের কাছে। প্রায় সাড়ে তিন বছর পর তিনি আবার পুরপ্রধানের পদ পেলেন। বারাসতের সাংসদ তথা বারাসত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার জানান, ব্যক্তিগত কারণে অশনি মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করেছেন। তাঁর জায়গায় নতুন পুরপ্রধান দায়িত্ব নেবেন।

নিজের ওয়ার্ডে এসআইআর আতঙ্ক কাটাতে শিবির খুললেন বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী। শিবিরে নিজে উপস্থিত থেকে শুক্রবার শুনলেন এবং সমাধান করলেন সাধারণ মানুষের একাধিক সমস্যা।

আগামী সপ্তাহেই পারদপতন

প্রতিবেদন : খুব-একটা পারদপতন না হলেও আগামী সপ্তাহ থেকে অনুভূত হতে পারে শিরশিরানি শীতের কাঁপুনি। কলকাতায় রাতের দিকে তাপমাত্রাও কমবে বেশ খানিকটা। আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, আগামী সপ্তাহ থেকে ভোরের দিকে শীতের আমেজ অনুভূত হতে শুরু করবে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০-এর নিচে ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রির নিচে নামতে পারে। আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। সকালে সামান্য কুয়াশা-ধোঁয়াশা থাকতে পারে কিছু জেলার কিছু অংশে। আগামী সপ্তাহ থেকে আবহাওয়া আরও শুষ্ক হবে। তবে পরিষ্কার আকাশ থাকবে। সকালে দু-এক জায়গায় কুয়াশার সম্ভাবনাও বাড়বে। রবিবার থেকে উত্তরের জেলায় পারদপতন হবে।

খালে পড়ল যাত্রীবোঝাই বাস

প্রতিবেদন : সাতসকালে রাজারহাটে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। রাস্তার পাশের রেলিং ভেঙে খালে উল্টে গেল যাত্রিবাহী বাস! আহত ৫০-এরও বেশি যাত্রী। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ বেড়াচাঁপা থেকে করুণাময়ীর দিকে যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাজারহাট-হাড়োয়া খালে উল্টে যায় বাসটি। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রাজারহাট থানার পুলিশ। যাত্রীদের দ্রুত উদ্ধার করে দেগঙ্গা হাসপাতালে পাঠানো হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সকালে রাস্তা ফাঁকা থাকায় অত্যন্ত বেপরোয়া গতিতে বাসটি চলছিল।

পুরসভার উদ্যোগে সোনার মেয়েকে সংবর্ধনা ■ পাঠ করা হল মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বার্তা

শিলিগুড়িতে উৎসবের মেজাজ, মানুষের ঢল ফিরলেন রিচা, পায়েস খাইয়ে বরণ মায়ের

■ বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে বাড়ির পথে রিচা। সোনার মেয়েকে দেখতে জনজোয়ার। (মাঝে) পায়েস খাইয়ে বিশ্বজয়ী মেয়েকে বরণ করলেন মা। (ডানদিকে) লাল গালিচায় হেঁটে সংবর্ধনা মঞ্চে রিচা। ছিলেন গৌতম দেব।

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : রাস্তার দু-পাশে জনস্রোত। আলোয় মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা শহর। শুক্রবার শিলিগুড়িতে যেন উৎসব। ঘরে ফিরলেন রিচা ঘোষ। ঘিয়ের প্রদীপ দেখিয়ে পায়েস খাইয়ে মেয়েকে বরণ করে নিলেন মা। তাঁর বাড়ি সুভাষপল্লি থেকে বাঘাযতীন পার্ক পর্যন্ত ২০০ মিটার রাস্তা মুড়ে ফেলা হয় লাল গালিচায়। ওই রেড কার্পেটে হেঁটে মঞ্চে প্রবেশ করেন রিচা। শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রিচা মঞ্চে উঠতেই পাঠ করে শোনানো হয় মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো শুভেচ্ছা বার্তা। সোনার মেয়েকে সোনার ব্রেসলেট, অন্যদিকে এসজেডিএ থেকে সোনার চেন দিয়ে বরণ করা হয়। অন্যদিকে মঞ্চ থেকে শিলিগুড়ির ইন্ডোর স্টেডিয়ামে রিচা ঘোষ স্ট্যান্ড ঘোষণা করলেন মেয়র গৌতম দেব। সরকারের পাশাপাশি একাধিক সংগঠন সংবর্ধনা দেয় এই মঞ্চ থেকেই।

■ ভিড়ের মধ্যেই প্রিয়া সরকার নিজের হাতে আঁকা প্রিয় ক্রিকেটার রিচা দিদির ছবি উপহার দিল। আপ্লুত রিচা।

■ পুরনিগমের তরফে স্মারক দিয়ে রিচাকে সংবর্ধনা।

শুক্রবার দুপুরে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামেন বিশ্বকাপজয়ী বাংলার ক্রিকেটার। সেখানে ঢাকঢোল বাজিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান প্রচুর মানুষ। বিমানবন্দর থেকে হুডখোলা জিপে চড়ে শিলিগুড়ি. ফিরলেন তিনি। পথে বিপুল জনসমাগম দেখে রিচা বললেন, খুব ভাল লাগছে। আসতেই শহর জুড়ে উৎসব। নিজের শহরে ফিরলেন মহিলা বিশ্বকাপজয়ী দলের বাংলার গর্ব রিচা ঘোষ। নেমেই পুলিশি কড়া নিরাপত্তায় রওনা হন তাঁর নিজের বাড়ি অর্থাৎ সুভাষপল্লির পথে। আপাতত একদিনের জন্যেই শিলিগুড়িতে ফিরলেন রিচা। ইতিমধ্যে হোর্ডিং, ব্যানারে সাজিয়ে ফেলা হয়েছিল গোটা শহর। শুক্রবার বিভিন্ন সংগঠনের তরফে তাঁর সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। রিচার বাড়ি গিয়েছিলেন মেয়র গৌতম দেব। পরে দুপুরে বাঘাযতীন পার্কে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় শিলিগুড়ি পুরনিগমের পক্ষ থেকে। রিচার প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে সেজে উঠেছিল গোটা শিলিগুড়ি। বাঘাযতীন পার্কে বিকেলে তাঁর নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজন করে স্থানীয় প্রশাসন ও ক্রীড়া সংস্থা। শহরের বিভিন্ন ক্লাব, স্কুল ও মহিলা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনও নিজেদের মতো করে রিচাকে অভিনন্দন জানায়। বাড়িতে বিশেষ মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয় রিচার জন্য। ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন, চিলি পনির রান্না করেন রিচার মা। ছিল রিচার প্রিয় প্রিয় মিষ্টিও। বাঘাযতীন পার্কের সংবর্ধনার পর রিচা বাঘাযতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবে যান। সেখানেই তিনি ক্রিকেট খেলতে যেতেন। শনিবার কলকাতায় রিচার জন্য পৃথক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে।

মায়ের হাতের রান্না

ফ্রায়েড রাইস
চিলি চিকেন
চিলি পনির
পায়েস, মিষ্টি

অনুমোদনহীন টোটোর তালিকা

সংবাদদাতা, মালদহ: যানজট রুখতে পরিবহণ দফতরের তরফে নেওয়া হচ্ছে বিশেষ ব্যবস্থা। রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে অনুমোদনবিহীন টোটো তালিকাভুক্তকরণ কর্মসূচি। শুক্রবার সেই উদ্যোগের বাস্তবায়ন দেখা গেল পুরাতন মালদহে। পুরাতন মালদহ পুরসভার উদ্যোগে মঙ্গলবাড়ি চৌরঙ্গি মোড়ে আয়োজন করা হয় বিশেষ শিবিরের। উপস্থিত ছিলেন পুরাতন মালদহ পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ, কাউন্সিলর শ্যাম মণ্ডল, শত্রুঘ্ন সিনহা বর্মা, মোটর ভেহিকেলস ইন্সপেক্টর সম্রাট শেখ-সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। অনুমোদনবিহীন টোটোচালকদের নাম নথিভুক্ত করা হয় রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট পোর্টালে। প্রত্যেক চালককে দেওয়া হয় টিন অর্থাৎ টেম্পোরারি এনরোলমেন্ট নম্বরের শংসাপত্র। এর ফলে ভবিষ্যতে টোটোচালকদের আর কোনও আইনগত জটিলতা বা চলাচলে বাধার আশঙ্কা থাকবে না। পুরাতন মালদহ পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ জানান, পরিবহণ ব্যবস্থায় আসবে শৃঙ্খলা। স্থানীয় মানুষের মতে, এই উদ্যোগ টোটোচালকদের জীবিকায় নিরাপত্তা এনে দেবে এবং শহরের পরিবহণ ব্যবস্থায় আনবে আরও গতি ও শৃঙ্খলা।

বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচারে ধৃত ২

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: গোপনসূত্রে খবর পেয়ে অভিযান। বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচারে দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করল বন দফতর। আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটার ঘটনা। ধৃতদের কাছ থেকে ৪৭০ গ্রাম চাইনিজ প্যাঙ্গোলিনের আঁশ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে, জলদাপাড়া দক্ষিণ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ওই অভিযান চালানো হয়। এই ঘটনায় জলপাইগুড়ি জেলার কালীরহাট গ্রামের বিনোদ রায় এবং জলপাইগুড়ি জেলার মধ্য খুঁটিমারি গ্রামের পূর্ণা রায় নামে দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। দুই অভিযুক্তকেই হেফাজতে রাখা হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বন দফতর। আগামিকাল তাদের আলিপুরদুয়ার আদালতে হাজির করা হবে।

চা-শ্রমিকদের সহায়তায় শিবির

■ চা-শ্রমিকদের সহায়তায় দার্জিলিং জেলা সমতলের আইএনটিটিইউসির সভাপতি নির্জল দে।

প্রতিবেদন: এসআইআর নিয়ে আতঙ্কিত চা-শ্রমিকরা। নির্বাচন কমিশনের বিশেষ দল কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার গিয়ে বৈঠক করে আরও বিভ্রান্তমূলক বার্তা দিয়েছে। তাতে আরও সমস্যায় পড়েছেন নিরীহ শ্রমিকরা। কিউআর কোডের মাধ্যমে ফর্ম নেওয়ার কথাও বলেছেন প্রতিনিধিরা। এইসমস্ত আতঙ্ক কাটাতেই চা-শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি। শুক্রবার মাটিগাড়ায় এই মর্মে হল শিবির। এদিন চা-শ্রমিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করে পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি নির্জল দে, ইউনিট সভাপতি বিনোদ টোপ্পো, ইউনিট সম্পাদক ইজরায়েল উপ্পল, চরণ নাগেসিয়া, বিএলএ-২ সহ অন্যরা।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
8 November, 2025 • Saturday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

আমোদপুর চিনিকলে হবে শিল্পপার্ক

বীরভূমে বাণিজ্য সমন্বয় সম্মেলন

সংবাদদাতা, বীরভূম : বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাকক্ষে শুক্রবার হল ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি শিল্পের বাণিজ্য সমন্বয় সম্মেলন। এখান থেকেই আগামী দিনের বীরভূম জেলার শিল্পের ভবিষ্যৎ রূপরেখার রোডম্যাপ তৈরি হল। ক্ষুদ্র ও কুটির মাঝারি শিল্পমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ সম্মেলন শেষে জানিয়েছেন, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ এই দুই জেলা নিয়েই এই বাণিজ্য সমন্বয় সম্মেলন হল। বীরভূমের আহমদপুরে বিখ্যাত চিনিকলের বিরাট পরিমাণ জমি কাজে লাগানো হবে। বীরভূমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে তোলার প্রচুর সম্ভাবনা দেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সর্বশেষ সফরে এসে তিনি বেশ কিছু শিল্পবান্ধব পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন, সেগুলি ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমোদপুরের চিনিকলটি ১৯৫৫ সালে শরণার্থীদের জন্য পুনর্বাসন এবং কর্মসংস্থানের ভাবনাকে মাথায় রেখে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ছয় কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৩ একর জমিতে নির্মাণ হয়েছিল। কিন্তু বামেদের শ্রমিক আন্দোলন এবং পরিচালন কমিটির ওপর সিপিএম নেতাদের খবরদারির কারণে ধীরে ধীরে চিনিকলটি ২০০২ সালে চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। নিলাম করে দেওয়া হয় যন্ত্রপাতি। মুখ্যমন্ত্রী কীভাবে এই ৫৩ একর জমিকে কাজে লাগিয়ে নতুনভাবে কর্মসংস্থান গড়ে তোলা যায় সেই ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন। আইনি জটিলতা কাটিয়ে অবশেষে গড়ে উঠতে চলেছে শিল্পপার্ক। সেখানে যাঁরা নিজের হাতে শিল্পকার্য তৈরিতে সিদ্ধহস্ত তাঁদের সুযোগ দেওয়া হবে। বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ জানিয়েছেন, মা ফুল্লরা মন্দির কমিটি পাঁচ বিঘা জমি ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প দফতরকে দিয়েছে বড় বাজার গড়ে তুলতে। চন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, বিশ্ব ক্ষুদ্র বাজারে গড়ে উঠবে নতুন সোনাঝুরি হাট। গ্রামীণ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল বলেন, আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং অভিভূত, যে বীরভূম এক সময় রক্তাক্ত ছিল সেখানে আজ শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে বাণিজ্য সম্মেলন হচ্ছে। ২০১৫-য় মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছিলাম ধ্বংস হওয়া আহমেদপুরের চিনিকলে যদি নতুন করে কোনও শিল্প আনা যায় বীরভূমের আর্থিক ও কর্মসংস্থান দুটোর ভিত শক্ত হবে। মুখ্যমন্ত্রীর সৌজন্যে যে শিল্পের স্বপ্ন দেখেছিলাম, তা বাস্তবায়িত হচ্ছে।

■ মঞ্চে অনুব্রত মণ্ডল, চন্দ্রনাথ সিংহ, অভিজিৎ সিংহ প্রমুখ।

এসআইআর : আশ্বাস শতাব্দীর

সংবাদদাতা, রামপুরহাট : মানুষের ভোটাধিকার রক্ষার্থে বুথে বুথে পৌঁছে যাচ্ছেন বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়। শুক্রবার রামপুরহাট মহকুমার নলহাটি ২ নম্বর ব্লক, মুরারই ১ এবং ২ নম্বর ব্লকের বিভিন্ন ভোটসুরক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। কথা বলেন স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে। যেহেতু এই বিস্তৃত তিনটি ব্লক সংখ্যালঘু অধ্যুষিত, তাই এখানকার মানুষের মধ্যে এসআইআর নিয়ে বড় ষড়যন্ত্র যে বিজেপি করবে, সে বিষয়ে নিশ্চিত সাংসদ। তাই এখানে বাড়তি নজরদারি চালাচ্ছেন তিনি। যেখানেই তিনি গিয়েছেন মানুষ ছুটে এসেছে। সংসদ শতাব্দী মানুষের মাঝে বসে এসআইআর সম্পর্কে সকলকে ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন, যাতে বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে না কেটে দেওয়া হয়। কোথাও ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলে মনে হলে পুলিশ ও এবং তৃণমূলের ভোটসুরক্ষা কেন্দ্রে জানাতে বললেন। সবার উদ্দেশে বললেন, এবারেও একই পরিকল্পনা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছে বিজেপি। কিন্তু বাংলার মানুষ অত্যন্ত সচেতন এবং সুবিবেচক। বিধানসভা নির্বাচনে আবার বাংলার জনগণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব তুলে দেবেন।

■ প্রিয় নেতার জন্মদিনে অনুগামীদের মিছিল। মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে।

আইএসআই বিলের প্রতিবাদ

● কেন্দ্র সরকারের আইএসআই খসড়া বিল ২০২৫ প্রত্যাহারের দাবিতে আইএসআই-এর প্রবেশদ্বারে উত্তর বরানগর আইএনটিটিইউসির উদ্যোগে আজ এক প্রতিবাদসভার আয়োজন করা হয়। ছিলেন সাংসদ সৌগত রায়, বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তর বরানগর আইএনটিটিইউসির সভাপতি শঙ্কর রাউত।

গোপীবল্লভপুরে গ্রামে গ্রামে কন্যাশ্রীদের সচেতনতা অভিযান

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : বাল্যবিবাহ ও কন্যাশিশু হত্যার বিরুদ্ধে কন্যাশ্রীর সচেতনতা অভিযান ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুরে। বাল্যবিবাহ, কন্যাশিশু হত্যা ও কৈশোরকালীন গর্ভাবস্থার মতো সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে সমাজজুড়ে সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে গোপীবল্লভপুর-২ ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল এক বিশেষ প্রচার অভিযান। জেলাশাসক আকাঙ্ক্ষা ভাস্কর এবং মহকুমাশাসক অনিন্দিতা রায়চৌধুরির অনুপ্রেরণায় কন্যাশ্রী প্রকল্পের ছাত্রীদের নিয়ে আয়োজিত হয় এই পদযাত্রা ও ঘরে ঘরে প্রচার কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচির সূচনা হয় গোপীবল্লভপুর-২ ব্লক কার্যালয় থেকে। ছিলেন বিডিও রাহুল বিশ্বাস, রাজীব মুর্মু, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শর্বরী অধিকারী, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ টিঙ্কু পাল, সৌরভ কুমার প্রমুখ।

পদযাত্রায় অংশ নেন তপসিয়া বিদ্যাসাগর শিক্ষায়তনের কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্যা ছাত্রীরা ও তাঁদের নোডাল শিক্ষক। কন্যাশ্রী ক্লাবের তরুণীরা তালগ্রামে স্থানীয় গ্রামবাসীদের মধ্যে বাল্যবিবাহ, কন্যাশিশু হত্যা ও কৈশোরকালীন গর্ভাবস্থার ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে প্রচার চালান। পাশাপাশি কন্যাশ্রী প্রকল্পের লক্ষ্য, মেয়েদের শিক্ষা ও স্বনির্ভরতার গুরুত্ব সম্পর্কেও সচেতনতা ছড়ান।

ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সমাজের প্রতিটি স্তরে কন্যাশিশুদের সুরক্ষা ও শিক্ষার বার্তা পৌঁছে দিতে এই ধরনের সচেতনতা কর্মসূচি নিয়মিতভাবে হবে। সরকারি প্রকল্প কন্যাশ্রী শুধুমাত্র আর্থিক সহায়তা নয়, এটি নারীশিক্ষা, আত্মসম্মান ও স্বাবলম্বী জীবনের প্রতীক। গোপীবল্লভপুর-২ ব্লক প্রশাসনের এই উদ্যোগে ভবিষ্যতে বাল্যবিবাহ ও কন্যাশিশু হত্যার মতো সামাজিক অপরাধ রোধে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে বলে মনে করছেন গোপীবল্লভপুরের মানুষ।

প্রিয় নেতার জন্য

পুজো ও রক্তদান

● দলের প্রিয় নেতা তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনে তাঁর দীর্ঘায়ু এবং রাজনৈতিক সফলতা কামনা করে কঙ্কালীতলার মন্দিরে পুজো দিলেন বীরভূম জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ। শুক্রবার অনুগামীদের নিয়ে পুজো দেন। বলেন, মায়ের কাছে ৩৮টি পুজোর ডালি নিয়ে পুজো দিয়েছি। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর নামেও পুজো দিয়েছি। প্রিয় নেতার জন্মদিন উপলক্ষে ৩৮ জন সৈনিক রক্তদান করেছেন।

জেলা জুড়ে কর্মসূচি

● পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে মহাসমারোহে পালিত হল প্রিয় নেতার জন্মদিন পালন। দেওয়া হল পুজো। জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি রাসবিহারী হালদার জানিয়েছেন, সর্বমঙ্গলা মন্দির, ১০৮ শিবমন্দিরে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি খক্কার সাহেবের মাজার, গুরুদোয়ারায়ও যাওয়া হয়। ব্লাইন্ড অ্যাকাডেমির আবাসিক শিশুদের নিয়ে কেক কাটা এবং উপহার দেওয়া হয়। বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি স্বরাজ প্রমুখ সর্বমঙ্গলা মন্দিরে পুজো দেন। বিধায়ক ছাড়াও নীলা মুন্সি, স্বরাজ ঘোষ, তন্ময় সিংহরায় প্রমুখ ছিলেন। যজ্ঞের পরে কিছু মানুষের হাতে বস্ত্র দেওয়া হয়।

শিশুদের উপহার

● জঙ্গিপুর বিধানসভার মির্জাপুর অঞ্চলে বিশেষ উদ্যোগ নিলেন জঙ্গিপুরের বিধায়ক তথা জঙ্গিপুর জেলা তৃণমূল সাংগঠনিক চেয়ারম্যান জাকির হোসেন। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় আদিবাসী শিশু ও পরিবারগুলির হাতে খাদ্যসামগ্রী, শিক্ষাসামগ্রী ও শীতবস্ত্র দেন তিনি। পাশাপাশি ফুটপাথবাসীদেরও শীতবস্ত্র দান করা হয়। কর্মসূচিতে ছিলেন গৌতম ঘোষ, মানোয়ারা খাতুন প্রমুখ। স্থানীয়রা বিধায়কের এই মানবিক উদ্যোগকে আন্তরিক সাধুবাদ জানিয়েছেন।

রানিগঞ্জের শিশুবাগান এলাকায় তৃণমূলের এসআইআর-সহায়তা শিবিরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া ব্যানার বৃহস্পতিবার রাতের অন্ধকারে ছিঁড়ে ফেলল দুষ্কৃতীরা। ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষ

পাঁশকুড়ার গোলাপ গ্রামে পর্যটনের উন্নয়নে চিহ্নিত হল জমি

দেড় একরে হোম-স্টে গড়বে জেলা প্রশাসন

প্রতিবেদন : পূর্ব মেদিনীপুরের মাইশোরা এলাকার পারলঙ্কা ‘গোলাপ গ্রাম’ নামেই পরিচিত। বিঘের পর বিঘেজুড়ে ডাচ, মিনিপল, লাল গোলাপে ঘেরা মনোরম দৃশ্য ধরা পড়ে এই গ্রামে গেলে। বিভিন্ন রঙের গোলাপের টানেই বহু পর্যটক ছুটে আসেন এখানে। শীতের মরশুম ভরে ওঠে গোলাপের গন্ধে। পর্যটকদের অনেকেই এই গ্রামে এসে ‘রোজ় ফেস্টিভ্যাল’ দেখে ফিরেও যান। আবার অনেকেই শীতের মরশুমে থেকে যেতে চান এখানকার গোলাপের সান্নিধ্যে। এই বিষয়টা মাথায় রেখে এবার পারলঙ্কার পর্যটনকে চাঙ্গা করতে উদ্যোগী জেলা প্রশাসন। তারা এই গ্রামে তুলতে চাইছেন হোম-স্টে। এই এলাকায় হোম-স্টে বানানোর জন্যে ইতিমধ্যেই জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে গোলাপ গ্রামের শীতকালীন পর্যটন আরও চাঙ্গা হবে বলে আশায় বুক বাঁধছেন পারলঙ্কা গ্রামে গোলাপচাষের সঙ্গে যুক্ত প্রায় দেড়শো পরিবার। বিভিন্ন প্রজাতির গোলাপ চাষ হয় এখানে। পাশাপাশি গোলাপ থেকে নানা সামগ্রী তৈরির প্রশিক্ষণও নিয়েছেন

এখানকার চাষিরা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে পারলঙ্কায় গড়ে উঠেছে গোলাপগ্রাম ফার্ম স্কুল। প্রতি বছর শীতে এখানে অনুষ্ঠিত হয় ‘রোজ় ফেস্টিভ্যাল’। পর্যটকদের জন্য থাকে বিভিন্ন প্রজাতির গোলাপের প্রদর্শনী, প্রীতি ফুটবল ম্যাচ, নদীর চরে পিকনিক, সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা। কৃষকদের জন্য থাকে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি। পাশাপাশি গোলাপ ফুল, গোলাপের চারাও বিক্রি হয় রোজ় ফেস্টিভ্যালে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন এবং পাঁশকুড়া ব্লক প্রশাসনের কর্তারাও এই গোলাপ গ্রামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ। তাই এবার প্রশাসনিক কর্তারা পারলঙ্কায় একটি হোম-স্টে গড়ে তোলার কথা ভেবেছেন। কংসাবতী নদীর চরে প্রায় দেড় একর জায়গা জরিপ করে চিহ্নিত করেছে ভূমি দফতরের তরফে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পর্যটকদের কাছে গোলাপ গ্রাম আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে বলে আশা। দু’বছর আগে শুরু করা রোজ় ফেস্টিভ্যাল ইতিমধ্যে পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বলে জানা গিয়েছে। সরকারি উদ্যোগে এখানে একটি অতিথিনিবাস গড়ে তোলার পরিকল্পনায় স্থানীয়রাও খুশি। পর্যটকদের জন্য একটি কমিউনিটি টয়লেটও দরকার। প্রশাসনের কাছে এই ব্যাপারে আবেদন জানানো হয়েছে। পাঁশকুড়া ১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি সুজিতকুমার রায়ের কথায়, অর্থ বরাদ্দ হলেই হোম-স্টে নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে যাবে।

গোপীবল্লভপুরে দলের এসআইআর-সহায়ক শিবিরে বিধায়ক

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : জঙ্গলমহলের গোপীবল্লভপুর বিধানসভা এলাকায় রাজ্যের উদ্যোগে সাধারণ মানুষের স্বার্থে দল ও প্রশাসনের সমন্বয়ে চলছে এসআইআর নিয়ে কাজ। গোপীবল্লভপুরের শিবিরে বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত নিজের ল্যাপটপ নিয়ে হাজির থেকে মানুষের যাবতীয় প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধান করছেন। সঙ্গে রয়েছেন দলীয় কর্মীরা। প্রতিদিন সকাল থেকে রাত বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে তিনি সাধারণ মানুষকে হাতেকলমে বুঝিয়ে দিচ্ছেন কীভাবে এসআইআরের জন্য আবেদন করতে হবে, কোন কোন নথি প্রয়োজন, ফর্মপূরণের পদ্ধতি কী এবং প্রয়োজনীয় কাগজ না থাকলে তার বিকল্প ব্যবস্থা কী হতে পারে। ফলে এসআইআর নিয়ে মানুষের মনে যে প্রাথমিক ভয় ও বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল তা এখন অনেকটাই কেটেছে। স্থানীয় বাসিন্দা থেকে দলের কর্মী, সকলেই বিধায়কের এই সক্রিয় অংশগ্রহণে খুশি। বিধায়ক জানান, দলের নির্দেশমতো আমি প্রতিদিন কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বুথে বুথে ঘুরছি। কর্মীদের হাতেকলমে শেখাচ্ছি কীভাবে সাধারণ মানুষকে সহায়তা করতে হবে। যাতে সবাই প্রয়োজনীয় পরিষেবা পান এটাই আমাদের মূল লক্ষ্য। গোপীবল্লভপুরে প্রশাসন ও জনগণের এই সরাসরি সংযোগ রাজ্য সরকারের নাগরিকমুখী উদ্যোগের বাস্তব উদাহরণ হিসেবে উঠে আসছে।

■ দুর্গাপুরের বাড়িতে বিএলওর কাছ থেকে এনুমারেশন ফর্ম নিয়ে পূরণ করে জমা দিলেন তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ। ছিলেন দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস।

■ পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা বাজার এলাকায় বিধায়ক কার্যালয়ে খোলা হয়েছে বাংলার ভোটরক্ষা শিবির। শুক্রবার বিকেলে শিবিরে বসেন বিধায়ক ড. হুমায়ুন কবির। ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষরা।

খড়্গপুরে ট্রেন থেকে ছিনতাই হওয়া ১৫ লক্ষের গয়না উদ্ধার, হাওড়ায় ধৃত তিন

সংবাদদাতা, খড়্গপুর : ভিনরাজ্যের ট্রেনযাত্রীর ছিনতাই হওয়া ১৫ লক্ষ টাকার সোনার গয়না উদ্ধার করল খড়্গপুর জিআরপি। সেই সঙ্গে ধৃত তিন দুষ্কৃতী। ধৃত সাদ্দাম হোসেন ওরফে নুর আলম গহনা চুরি করে হাওড়ায় পালিয়েছে বলে তদন্তে নেমে জানতে পারে খড়্গপুর জিআরপির এসআরপি দেবশ্রী সান্যালের নির্দেশে জিআরপির আইসি প্রশান্ত কীর্তনিয়ার নেতৃত্বে তদন্তকারী একটি দল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১ নভেম্বর খড়্গপুর জিআরপি পুলিশের কাছে ভুবনেশ্বরের বাসিন্দা এক মহিলা অভিযোগ করেন, পারিবারিক অনুষ্ঠান থেকে আত্মীয়দের সঙ্গে ভুবনেশ্বর ফেরার সময় খড়্গপুর স্টেশনে কামাখ্যা পুরী ট্রেনটি ঢোকার সময় তাঁর হাতে

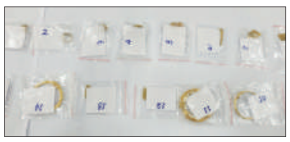

থাকা চারটি করে চেন, আংটি, কানের দুল, নোয়া ইত্যাদি মিলে আনুমানিক ১৫ লক্ষ টাকার গয়না ও মোবাইল-সহ ব্যাগটি টেনে নিয়ে পালায় এক দুষ্কৃতী। খড়্গপুর জিআরপির এসআরপি বলেন, ওই মহিলার অসাবধানতার কারণে ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতী। সিসি ক্যামেরার সূত্র ধরে একজনকে চিহ্নিত করে তল্লাশি চালিয়ে হাওড়া থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পর হাওড়ার বেলিলিয়াস রোড এলাকার একটি সোনার দোকান থেকে বুধবার রাতে উদ্ধার হয়েছে গয়নাগুলি। দোকানি ভুবনেশ্বরপ্রসাদ সাহা এবং যার কাছে ওই গয়না লুকিয়ে রাখা হয়েছিল সেই মশলা বিক্রেতা শঙ্কর শাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ডেবরায় নিয়ন্ত্রণ-হারানো টোটো উল্টে আহত চার কলেজ-পড়ুয়া

সংবাদদাতা, ডেবরা : কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে টোটো উল্টে আহত হলেন ডেবরা কলেজের চার পড়ুয়া। শুক্রবার বিকেলে কলেজ ছুটির পর বাড়ি ফেরার পথে বালিচক বিডিও অফিসের সামনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় তাঁদের টোটোটি। ঘটনায় আহত হন যাত্রী ওই চার কলেজ ছাত্র। তাঁদের চিকিৎসার জন্য দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয় ডেবরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। খবর পেয়ে সেখানে তাঁদের দেখতে উপস্থিত হন ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সীতেশ ধাড়া। আহত ৩ পড়ুয়াকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও একজন এখনও ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

■ আহতদের দেখতে হাসপাতালে উপস্থিত পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ-সহ অন্যেরা।

শ্যামসুন্দরের নৌবিহার, কদমা বড় আকর্ষণ সম্প্রীতির রাসে

তুহিনশুভ্র আগুয়ান • ময়না

ময়না রাজবাড়ির ৪৬৫ বছরের রাসমেলা

রাস উৎসবকে ঘিরে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে চলে মেলা। আর সেই মেলার অন্যতম আকর্ষণ হল কদমা। বুধবার থেকে ময়নায় শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী ময়না রাজবাড়ির রাস উৎসব। সেখানেই কদমার টানে দূরদূরান্তের মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন। নৌকাবিহার থেকে গাড় পাকের কদমার ঐতিহ্য ও পরম্পরা আজও বহন করে চলেছে ময়নার ৪৬৫ রাস উৎসব। কালীদহ ও মাকড়দহ দিয়ে ঘেরা ময়না যেন ভেদাভেদ ভুলে সব ধর্মের পীঠস্থানে পরিণত। রাজ্যের অন্যতম শতাব্দীপ্রাচীন রাস উৎসবের প্রথম সারিতেই নাম পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না রাজবাড়ির রাস। এবার এই রাসের ৪৬৫ বছর। জেলার প্রাচীন এই রাসযাত্রায় রাজবাড়ির কুলদেবতা শ্যামসুন্দর জিউকে নিয়ে আজও অনুষ্ঠিত হয় নৌযাত্রা। যা দেখতে বহুদূর থেকে মানুষ ভিড় জমান। মধ্যরাতের এই আচার আজও মেনে চলা হয়। রাজাদের কীর্তিচিহ্ন ফিকে হয়ে আসলেও আজও ময়নার রাস নতুন প্রজন্মের মনে জায়গা ধরে রেখেছে। ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যায়, ১৫৬১ সালে কালীদহে ময়না

রাজবাড়ির কুলদেবতা শ্যামসুন্দর জিউর মন্দিরে রাস উৎসবের সূচনা করেন গোবর্ধন বাহুবলীন্দ্র। প্রথম দিকে রাজ পরিবারের উদ্যোগে রাস উৎসব ও মেলা পরিচালনা করা হলেও পরবর্তীতে স্থানীয় মেলা কমিটির উদ্যোগে মেলা হয়ে আসছে। এই রাস উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ নৌবিহার। বুধবার ভোরে শ্যামসুন্দর জিউ ও রাধিকার নৌযাত্রার মাধ্যমে শুরু হয় ময়নার রাসমেলা। এক সপ্তাহ ধরে চলবে নৌযাত্রা। তবে কার্তিক পূর্ণিমার মধ্যরাতের নৌবিহার বড় আকর্ষণের। ফুল এবং রঙিন আলোয় সাজানো নৌকায় রাজবাড়ির কুলদেবতার নৌবিহার দেখতে ভিড় জমান দূরদূরান্তের মানুষজন। কালীদহের প্রায় ৫০০ মিটার জলপথ পরিক্রমা করে কুলদেবতা পৌঁছান রাস মন্দিরে। এরপর রাস উৎসবের শেষে ফের নৌযাত্রা করে ঢাকঢোল, আতশবাজি সহকারে রাজবাড়ির মূল মন্দিরে ফিরবেন শ্যামসুন্দর জিউ। ময়নার এই রাসমেলা বাংলায় জাতপাত ও ধর্মীয় ভেদাভেদহীনতার এক অন্যতম নজির। কালীদহ পরিখার এক প্রান্তে কুলদেবতার পঞ্চরত্ন মন্দির। অপরদিকে সুফি পিরের দরগা। ফলে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির অন্যতম নজির হয়ে ওঠে ৭ দিনের এই রাসমেলা। যার অন্যতম আকর্ষণ ফুটবলের মতো বড় বড় সাইজের কদমা। এক-একটি দোকানে গড়ে ৪০ থেকে ৫০ কুইন্টাল চিনির কদমা তৈরি করেন ব্যবসায়ীরা। রাজ পরিবারের অন্যতম সদস্য সিদ্ধার্থ বাহুবলীন্দ্র জানান, রাজবাড়ির রীতিনীতি মেনেই রাস উৎসব পালিত হয়। এখানকার কদমা জগৎজোড়া বিখ্যাত। নৌবিহার দেখতে বহু মানুষ ভিড় জমান। সপ্তাহখানেক ধরে চলে এখানকার মেলা।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
8 November, 2025 • Saturday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

রাজ্যে শ্রমশ্রী প্রকল্পে কাজ পেয়েছেন

মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানালেন ভিনরাজ্যে অত্যাচারিত শ্রমিকরা

অপরাজিতা জোয়ারদার ● রায়গঞ্জ

বাংলা বলার অপরাধে ভিনরাজ্যে অত্যাচার। মারধর। লুটপাট। আতঙ্ক নিয়ে পালিয়ে এসেছেন বহু শ্রমিক। কেউ ফিরেছেন রাজ্য প্রশাসনের উদ্যোগে। এরপরই কাজ হারা আতঙ্কিত ওই শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রমিকদের রাজ্যে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা করেন শ্রমশ্রী প্রকল্প। ওই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করে আজ কোনও শ্রমিক আইসিডিএস প্রকল্পের আওতাই বিভিন্ন রকম কাজ করছেন। রায়গঞ্জের ছত্রপুরে আইসিডিএস প্রকল্পের অধীনে বাক্স নির্মাণ কারখানায় তাদের পরিশ্রমে আত্মনির্ভর বাংলার নতুন দিশা দেখাচ্ছেন তাঁরা। সংসারের আর্থিক অনটন ঘোচাতে একসময় যাঁরা ভিন রাজ্যে কাজের সন্ধানে পাড়ি দিয়েছিলেন তাঁরাই নতুন আশায় কাজ শুরু করেছেন নিজের রাজ্যেই। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত। রায়গঞ্জের কমলাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ছত্রপুরে, আইসিডিএস প্রকল্পের অধীনে চালু হয়েছে একটি বাক্স-ড্রাম নির্মাণ কারখানা। সেখানে কাজ করছেন বিভিন্ন জেলার পরিযায়ী শ্রমিকরা এসেছেন। নলহাটির বাসিন্দা, শ্রমিক অশোক মাল জানান, মধ্যপ্রদেশে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। তিনি বলেন, ওখানে বাঙালি শ্রমিকদের নিয়ে অনেক সমস্যা হত। মোজাফফর হোসেন নামে অপর শ্রমিক জানান, বিহার-উত্তরপ্রদেশে কাজ করতাম আগে। কিন্তু সেখানে হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে বারবার। এই প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকাশ রায় জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর তৎপরতায় পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য তৈরি হয়েছে এই কর্মসংস্থানের সুযোগ। আইসিডিএস প্রকল্পের অধীনে বিপুল পরিমাণে ড্রাম ও বাক্স তৈরির অর্ডার পাওয়া গেছে। এই কাজে যেমন কারখানা লাভবান হচ্ছে, তেমনই স্থানীয় ও রাজ্যের অন্যান্য জেলার শ্রমিকরাও বাংলাতেই কাজের সুযোগ পাচ্ছেন।

■ কাজ করতে করতেই শ্রমিকরা বললেন ভিনরাজ্যের আতঙ্কের কথা।

এসআইআর আতঙ্ক: ডিএমের দফতরে ছিটমহলের বাসিন্দারা

সংবাদদাতা, কোচবিহার : ভারত ও বাংলাদেশের মাঝে থাকা কোচবিহারের ছিটমহলের যে মেয়েদের বিয়ে হয়েছে অন্যত্র, এসআইআরে তাঁদের নাম নথিভুক্ত কী করে হবে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন পরিবারগুলি শুক্রবার জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করেছে। এরপরে জেলাশাসক সেই পরিবারগুলিকে আশ্বস্ত করেছেন, সংশ্লিষ্ট বিএলওদের সঙ্গে এব্যাপারে আলোচনা করা হবে। প্রশাসনের আশ্বাসে খুশি সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দারা। জানা গেছে, ভারত বাংলাদেশের মাঝে ২০১৫ সালে ছিটমহল বিনিময় হয়েছিল। এরপরে বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল কোচবিহারের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল। অন্যদিকে ভারতের ১১১টি ছিটমহল বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়। তবে এসআইআর প্রক্রিয়ায় ২০০২ সালের ভোটার তালিকার নথি চেয়েছে নির্বাচন কমিশন। এতেই বিপাকে পড়েছেন কোচবিহারের সঙ্গে যুক্ত হওয়া ৫১টি ছিটমহলের প্রায় পনেরো হাজারের বেশি বাসিন্দা। ২০০২ সালে তাঁরা ছিটমহলের বাসিন্দা হওয়ায় তাঁদের কোনও নাগরিকত্বের অধিকার বা পরিচয়পত্র কিছুই ছিল না। তাই এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হলে এই নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দারা। এই পরিবারগুলি আরও দুশ্চিন্তায় পড়েছে। কারণ তাঁদের পরিবারের মেয়েদের অন্যত্র পরিবারে বিয়ে হয়েছে।

উত্তরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

আধিকারিকরা। গত মাসের প্রবল বর্ষণ ও ধসের কারণে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার বহু এলাকা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বহু পরিবার গৃহহীন হয়েছে, ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বিপুল পরিমাণে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে প্রাথমিক আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। এবার মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি এলাকাগুলি পরিদর্শন করে পরবর্তী পুনর্বাসন পরিকল্পনা নির্ধারণ করবেন।

ওই সময় মুখ্যমন্ত্রী প্রতিটি জেলার প্রশাসনের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করবেন বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট, ত্রাণ বিতরণের তথ্য এবং পুনর্গঠনের অগ্রগতি বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

নবান্ন সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী এই সফরে উত্তরবঙ্গের পরিকাঠামো, সড়ক যোগাযোগ ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়েও পর্যালোচনা করবেন। বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় যেসব রাস্তা ও সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেগুলি দ্রুত মেরামতির নির্দেশ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও, মুখ্যমন্ত্রী স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের সমস্যার কথা শুনবেন।

মানবিক কর্মসূচিতে পালন

■ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের ফল বিতরণ করেন জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল।

■ বালুরঘাট শহর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে দুঃস্থদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বস্ত্র।

■ কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মদনমোহন মন্দিরে পুজো দেওয়া হল।

প্রশাসনের তৎপরতায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন বোল্লা রক্ষাকালী পুজো

সংবাদদাতা, বালুরঘাট: প্রশাসনের তৎপুরতায় সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হল বোল্লা রক্ষাকালী পুজো। এই পুজো উপলক্ষে হাজার হাজার ভক্ত সমাগম হয়। কোনও অপ্রতিকর ঘটনা এড়াতে প্রশাসনের তরফে দফায় দফায় চলছে প্রস্তুতি। সিসিটিভি দিয়ে মুড়ে ফেলা হয় মন্দির ও মেলাচত্বর। ছিল পুলিশ ক্যাম্প, মহিলা পুলিশ, সিভিক ভলান্টিয়ার, সাদা পোশাকের পুলিশ, পুলিশ আধিকারিক-সহ প্রায় দুই হাজার পুলিশ মোতায়েন ছিল বলে জানান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল। পাশাপাশি প্রচুর সিসি ক্যামেরার মধ্যমে মুড়ে ফেলা হয়েছে এই মেলা চত্বর। মেলার প্রথম দিনই দুপুরের মধ্যে ১৪ জনকে পকেটমারি ও বিশৃঙ্খলার অভিযোগে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, জেলার সদর শহর বালুরঘাট শহর থেকে প্রায় ২৬ কিলোমিটার দূরে বোল্লা গ্রামে অবস্থিত ঐতিহ্য ও মাহাত্ম্য সমৃদ্ধ রক্ষাকালী মাতা মন্দির। যা উত্তরবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই বোল্লা কালীপুজো ও মন্দির। এই মাতা বোল্লা কালী মাতা বলেই সুপ্রসিদ্ধ। রাসপূর্ণিমার পরবর্তী শুক্রবারে মায়ের বাৎসরিক পুজো অনুষ্ঠিত হয় ও সোমবারে মায়ের বিসর্জন হয়। এই কয়েকদিন যাবৎ মায়ের পুজোকে ঘিরে বিশাল মেলা হয়। উত্তরবঙ্গের কোচবিহারের রাসমেলার পর এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম মেলা হিসেবে বিবেচিত।

দুই দিনাজপুর ছাড়াও পার্শ্ববর্তী জেলা ও রাজ্য, এমনকী বাংলাদেশ থেকেও বহু মানুষ এই পুজো দেওয়ার পাশাপাশি মেলা দেখতে আসেন। পুজোর দিন সারা দিন সারা রাত জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুণ্যার্থীদের বোল্লাতে আসার জন্য বেসরকারি পরিবহণ চলাচল করে থাকে। এর পাশাপাশি রেলের তরফে বালুরঘাট থেকে কলকাতাগামী ও শিলিগুড়িগামী এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি অস্থায়ীভাবে বোল্লার পাশ দিয়ে যাওয়া রেললাইনে স্টপেজ দেওয়া হয়। প্রায় ১৪ কেজি সোনার গহনায় মায়ের প্রতিমা সজ্জিত হয়। মায়ের হাতের খড়্গ থেকে পুরো শরীর পর্যন্ত সোনার গয়নায় মোড়া থাকে। পাশাপাশি বহুমূল্যের হীরের গহনাও মায়ের অঙ্গে শোভা পায়। সোনা, হীরে, গহনা সব ভক্তদের দান। এছাড়াও বহু ভক্ত মানত করা ছোট ছোট কালীমূর্তিতে পূজা দেন ও বাতাসা নৈবেদ্য অর্পণ করেন।

এসএসসির ফল প্রকাশিত

(প্রথম পাতার পর)

আজ ওয়েস্ট বেঙ্গল সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশন একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপদেশ ও অভিভাবকত্বে রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের আন্তরিক সহযোগিতায় স্বচ্ছতার সঙ্গে অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষা আজ নতুন আশার দ্বার উন্মোচন করল। এই ফলপ্রকাশ কেবলমাত্র একটি প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয়, বরং ডিসেম্বরের মধ্যেই নতুন নিয়োগের বাস্তবায়নের পথে এক অনন্য অগ্রযাত্রা— এক প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা।

এদিন ফলপ্রকাশের পর কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, প্রথমে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির প্রার্থীদের ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। তারপর নবম-দশম শ্রেণির ফল প্রকাশ হলে তাদের নথি যাচাই ও ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। এরপর ৩৫,৭২৬টি শূন্যপদের জন্য নিয়োগ শুরু হবে। কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার জানান, এটা ৬০ নম্বরের পরীক্ষার ফল প্রকাশ হল। বাকিটা নথি যাচাই করে, অভিজ্ঞতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা যাচাই করে নিয়ে সব দিক থেকে এগিয়ে রয়েছে এমন ১৬০ জনকে ডাকা হবে। প্রতি ১০০টি শূন্যপদের জন্য ডাক পাবেন ১৬০ জন চাকরিপ্রার্থী। খুব শীঘ্রই ইন্টারভিউয়ের দিনক্ষণ জানানো হবে। আবার এক্স বার্তায় শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশে রাজ্য সরকারের আন্তরিক বার্তা— আপনাদের দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। রাজ্য সরকার সর্বতোভাবে আপনাদের পাশে আছে। প্রতিটি পদক্ষেপ হবে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা ও ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে এবং আস্থা রাখুন এই প্রত্যয়ে যে, আপনার অপেক্ষা, যোগ্যতা ও নিষ্ঠার মূল্য রাজ্য সর্বদা সম্মান করবে। প্রসঙ্গত, ৬০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা হয়েছিল গত ১৪ সেপ্টেম্বর। মোট ৩৫টি বিষয়ে এই পরীক্ষা নেওয়া হয়। অংশগ্রহণ করেছিলেন মোট ২,২৯,৬০৬ জন প্রার্থী। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মিলিয়ে মোট ৪৭৮টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হয়েছিল।

নির্লজ্জ মোদিরাজ্য। গুজরাতের সুরাটে ব্যাপক মারধরের পর পা চাটানো হল এক ধাবার কর্মীকে। মধ্যপ্রদেশ থেকে পেটের দায়ে ওই ধাবায় কাজ করতে এসেছিলেন ওই তরুণ। তাঁর সঙ্গে কোনও কারণে অভিযুক্তর বচসা বাধে। ক্ষমা চেয়েও রেহাই পাননি তরুণ ধাবাকর্মী

তীব্র নিন্দা তৃণমূল সাংসদের

প্রধানমন্ত্রীর মিথ্যাচার দূরদর্শনের অপব্যবহার

নয়াদিল্লি: বিহারের বিধানসভা ভোটের প্রথম পর্যায়ের ভোটের পরে বিজেপির চাপ এত বেড়েছে যে এবার দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণের আগে ভাল ফলের লক্ষ্যে মরিয়া হয়ে মিথ্যাচারে নেমে দেশের পাবলিক ব্রডকাস্টার দূরদর্শনকেও ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছে তারা। বিজেপির এই আচরণের তীব্র নিন্দা করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার সাগরিকা ঘোষ। তাঁর কথায়, বিহারের অর্ধেক অংশ এখনও ভোট দিতে পারেনি। তার আগেই প্রধানমন্ত্রী ট্যুইট করেছেন, এনডিএ নাকি চমৎকার লিড পেয়েছে। ভারতের অগ্রণী টিভি চ্যানেল হিসেবে দূরদর্শনের উচিত অনেক বেশি সতর্ক হওয়া। ভোটারদের প্রভাবিত করে এমন কোনও পদক্ষেপ না করার। নির্বাচন কমিশন কি নিশ্চিত করবে যে, বিহারের বিধানসভা ভোট চলার সময় মিডিয়া কভারেজের একটি সুনির্দিষ্ট স্তর থাকবে, সীমারেখা থাকবে?

তাৎপর্যপূর্ণ হল, বৃহস্পতিবার ৬ নভেম্বর বিহারের প্রথম পর্বের ভোটগ্রহণের পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজেই মিথ্যাচার করেছেন। উনি দাবি করেছেন এই ১২১টি আসনের ভোটে বিহারের শাসক জোট এনডিএ বড় ব্যবধানে এগিয়ে যাচ্ছে। কোন ভিত্তিতে এই মিথ্যাচার করছেন প্রধানমন্ত্রী, কীভাবে তিনি প্রথম দফার ভোটের শেষে বিহারে বড় ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার প্রমাণ পেলেন, সেই বিষয়ে নরেন্দ্র মোদি নিজে অবশ্য কোনও ব্যাখ্যা দেননি। তাঁর করা এই ট্যুইটকে হাতিয়ার করেই দূরদর্শন দাবি করেছে, বিহারের শাসক জোটই এগিয়ে থাকছে প্রথম দফার ভোটগ্রহণের পরে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একটা বড় অংশ দাবি করছে, প্রথম দফার ভোটের শেষে নিজেদের অবস্থা খারাপ বুঝতে পেরেই এখন সবদিক থেকে ভোটারদের প্রভাবিত করার কাজ শুরু করেছে বিজেপি এবং এনডিএ। এই কারণেই সুকৌশলে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক ট্যুইটের মাধ্যমে দ্বিতীয় দফার নির্বাচনী প্রচার করা শুরু করেছে দূরদর্শনের মতো টিভি চ্যানেলও।

শোকাহত বাবার পাশে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত

আমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনায় কোনওভাবেই দায়ী নন পাইলট

নয়াদিল্লি: আমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় নিহত পাইলটের শোকাহত বাবার পাশে দাঁড়াল শীর্ষ আদালত। তাঁকে আশ্বস্ত করে স্পষ্ট জানিয়ে দিল, এয়ার ইন্ডিয়ার লন্ডনগামী বিমান দুর্ঘটনার জন্য কোনওভাবেই পাইলট দায়ী নন। তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। দেশের কেউ বিশ্বাস করে না যে এটা পাইলটের ভুল। লক্ষণীয়, ওই বিমান দুর্ঘটনার প্রাথমিক রিপোর্টে দোষারোপের আঙুল উঠেছিল দুর্ঘটনাকবলিত বিমানের ফ্লাইট ক্যাপ্টেন সুমিত সাভারওয়ালের দিকে। এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন ক্যাপ্টেন সুমিতের বাবা ৯১ বছরের পুষ্করাজ সাভারওয়াল। তাঁর আর্জি, টেকনিক্যাল দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত হোক

নিরপেক্ষভাবে। তাঁর দাবি, তদন্ত করা হোক সুপ্রিম কোর্টের কোনও একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির তত্ত্বাবধানে। এই মামলার শুনানি হয় বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে। বেঞ্চের মন্তব্য, এই ঘটনা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু আপনাকে ওই বোঝা বইতে হবে না যে আপনার ছেলের দোষ আছে। বিচারপতিদের আশ্বাস, কেউ কোনওকিছুর জন্য আপনার ছেলের উপর দোষ চাপাতে পারবে না। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর যুক্তি, পাইলটের বিরুদ্ধে গোপনে বা পরোক্ষভাবে কোনও অভিযোগ নেই। সবচেয়ে বড় কথা, দু'জন পাইলটের মধ্যে কথাবার্তার একাংশ তুলে ধরা হয়েছে তদন্ত রিপোর্টে। সেখানে আদৌ কোনও দোষারোপ পর্ব নেই। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের রিপোর্টেই ইঙ্গিত করা হয়েছে, পাইলটের ভুলেই এই দুর্ঘটনা। এবং দাবি করা হয়েছে, ভারতীয় সোর্স থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই পাইলটের ভুলের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বিষয়টি এই মামলার শুনানিতে উল্লেখ করা হলে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এমন হলে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের বিরুদ্ধে মামলা করা উচিত।

৮ সপ্তাহের মধ্যে পথকুকুর-গবাদি পশু সরানোর নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি: ৮ সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত পথকুকুর সরিয়ে নিতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, বাস স্ট্যান্ড, খেলাধুলোর জায়গা ও রেলওয়ে স্টেশন থেকে। পথকুকুরদের নিয়ে সমস্ত রাজ্যগুলিকে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। এই সমস্ত জায়গার কুকুরদের ডগ শেল্টারে পাঠানো হবে। এই জায়গাগুলিকে একেবারে পথকুকুরমুক্ত করতে হবে। শীর্ষ আদালতের কড়া নির্দেশ, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, খেলার মাঠ কিংবা কোনও সরকারি ভবনে যাতে পথকুকুর ঢুকতে না পারে, তার জন্য বেড়া দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন জেলাশাসকরা। ওই সমস্ত জায়গায় পথকুকুর ঢুকছে কি না, তার ওপর নজরদারি চালাতে হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, বাস স্ট্যান্ড, স্টেশনে পথকুকুর নয়

শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি সন্দীপ মেহতা ও বিচারপতি এন ভি আঞ্জারিয়ার বেঞ্চে পথকুকুরদের কামড় নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত মামলার শুনানি চলছিল। সেই মামলাতেই তিন বিচারপতির বেঞ্চের তরফে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা থেকে পথকুকুরদের সরিয়ে নিয়ে যেতে এবং তাদের ডগ শেল্টারে রাখার ব্যবস্থা করতে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়। যে জায়গা থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেখানে যেন কোনওভাবেই আবার ছেড়ে না আসা হয়, তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কতটা মানা হল, সেই রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৩ জানুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, পথকুকুরের আক্রমণের ভিডিও ও সংবাদ আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করছে। পথকুকুর ছাড়াও এদিন সুপ্রিম কোর্ট রাজস্থানের হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসরণ করে সড়ক ও হাইওয়ে থেকে গবাদি পশু সরানোরও নির্দেশ দিয়েছে। এনএইচএআই, সড়ক পরিবহণ দফতর এবং পুরসভাগুলিকে যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে হাইওয়ে থেকে পশু সরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গ্রেফতারির কারণ জানাতে হবে দু'ঘণ্টায়

নয়াদিল্লি: যে কোনও মামলায় কোনও ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার দু'ঘণ্টার মধ্যে জানিয়ে দিতে হবে তাঁর গ্রেফতারির কারণ। যে ভাষা তিনি বোঝেন সেই ভাষাতেই। এবং তা জানাতে হবে লিখিতভাবে। স্পষ্ট নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। পুলিশ কিংবা কোনও তদন্তকারী সংস্থা— সবক্ষেত্রেই কঠোরভাবে প্রযোজ্য হবে এই নির্দেশ। ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষে শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করছে আইনজীবী মহল। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, ধৃত ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করার অন্তত দু'ঘণ্টা আগে জানাতে হবে গ্রেফতারির কারণ। তা না হলে সেই গ্রেফতারি বেআইনি বলে চিহ্নিত হবে।

ফেব্রুয়ারিতে দিল্লিতে, নভেম্বরে বিহারে, দু'বার ২ রাজ্যে ভোট দিলেন বিজেপি সাংসদ

নয়াদিল্লি: অবাক কাণ্ড! ফেব্রুয়ারিতে ভোট দিলেন দিল্লিতে আর নভেম্বরে ভোট দিলেন বিহারে। বৃহস্পতিবার সগর্বে ভাঙলেন আইন। বিজেপি সাংসদ রাকেশ সিনহার 'কীর্তি'। ফাঁস করল তৃণমূল। বিজেপিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের এক্স হ্যান্ডেলে মন্তব্য করা হয়েছে, 'ফ্রম ডাবল ভোটিং টু ডবল স্ট্যান্ডার্ডস'। ভারতীয় গণতন্ত্রকে প্রহসনে পরিণত করেছে ওরা। পশ্চিমবঙ্গ যখন সংবিধান সুরক্ষায় দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়ায় তখন ওরা 'অবজ্ঞা', 'অবাধ্যতা' তকমা দিয়ে অপব্যাখ্যা করে। অথচ ওদের সাংসদরাই দু'বার দু'রাজ্যে ভোট দেন। অপব্যবহার করেন ভোটাধিকারের। তৃণমূলের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, নাগরিকদের ভোটাধিকারকে নিজেদের সম্পত্তি মনে করে যারা ব্যবসা করে বাংলা তাদের জ্ঞান শুনবে না।

ভোটাধিকারের অবমাননা বিহারের এলজেপি নেত্রীরও

শুধু বিজেপি নেতা রাকেশ সিনহাই নয়, ভোটাধিকার অবমাননার অভিযোগের তীর লোকজনশক্তি পার্টির (রামবিলাস) নেত্রী শাম্ভবী চৌধুরীর বিরুদ্ধেও। সমস্তিপুরের এই সাংসদের দুই তর্জনীতেই দেখা গিয়েছে কালির ছাপ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উঠেছে বিতর্কের ঝড়। সেন্ট পলস স্কুলের ভোটকেন্দ্রের বাইরে ক্যামেরাতেই ধরা পড়েছে তাঁর দুই আঙুলে কালির ছাপ। নিজেই দেখিয়েছেন দুই আঙুলে কালির ছাপ।

দুর্নীতি, ১৭৮ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কালো তালিকায়

নয়াদিল্লি: ফসল বিমা দুর্নীতির পরে এবারে প্রধানমন্ত্রী কৌশল যোজনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক দুর্নীতি। বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি, ছত্তিশগড় ও রাজস্থানে এই প্রকল্প নিয়ে উঠেছে বিতর্কের ঝড়। বেকারদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার নামে কোটি কোটি টাকা লুঠের অভিযোগ। দিন দুয়েক আগেই সামনে এসেছিল প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা সংক্রান্ত দুর্নীতির তথ্য, যেখানে লাখ লাখ টাকা বিমার ক্লেইম করলেও দেশের অন্নদাতাদের কপালে জুটছে ১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা ক্ষতিপূরণ। এখানেই থামেনি দুর্নীতির উদাহরণ। এবার দুর্নীতির তালিকায় সংযোজন প্রধানমন্ত্রী কৌশল যোজনা। সর্বশেষ পাওয়া তথ্যে জানা যাচ্ছে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি, ছত্তিশগড় ও রাজস্থানের মতো গেরুয়া রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা প্রকল্পে দুর্নীতি চরমে উঠেছে। এই প্রকল্পে বরাদ্দকৃত ১৫৩৮ কোটি টাকার একটা বড় অংশেরই কোনও সঠিক হিসেবে নেই। দেখা যাচ্ছে এই প্রকল্পের নামে সবচেয়ে বেশি প্রতারণা হয়েছে যোগীরাজ্যে। বেগতিক দেখে ১৭৮টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও পার্টনারদের ব্ল্যাক লিস্টেড করেছে মোদি সরকার।

পিঁপড়ে-ফোবিয়ায় আত্মহত্যা গৃহবধূর

তেলেঙ্গানা: মনোবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে মিরমিকোফোবিয়া। অর্থাৎ পিঁপড়েকে অমূলক ভয়। এই ফোবিয়ার শিকার হয়েই আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন তেলেঙ্গানার সাঙ্গারেড্ডি এলাকার ২৫ বছরের গৃহবধূ মনীষা। ৩ বছরের মেয়ের মা গত ৪ নভেম্বর স্বামী অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। সুইসাইড নোটে লিখেছেন, আমি আর পিঁপড়ের সঙ্গে বাস করতে পারব না।

দেশ বিদেশ

8 November, 2025 • Saturday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শুক্রবার ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয় জাকার্তার স্কুল চত্বরে। ইন্দোনেশিয়ায় স্কুলের মসজিদের বিস্ফোরণে আহত ৫৪ জন। রাজধানী জাকার্তায় এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিস্ফোরণের কারণ এখনও জানা যায়নি

'দেশের নেত্রী' হিসাবে জুলাই বিপ্লবের প্রাণহানির দায় স্বীকার শেখ হাসিনার

বাংলাদেশে গণ-অভুত্থানের পর প্রথমবার

নয়াদিল্লি: গণ-অভ্যুত্থানের জেরে গত বছরের ৫ অগাস্ট থেকে দেশছাড়া তিনি। রয়েছেন নয়াদিল্লির অজ্ঞাতবাসে। বাংলাদেশের তথাকথিত জুলাই বিপ্লবের ১৫ মাস পর সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে প্রথমবার ওইসময় প্রাণহানি ও হিংসার দায় কার্যত মেনে নিলেন মুজিবকন্যা শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী তথা আওয়ামি লিগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বললেন, সেই সময় দেশের নেত্রী হিসাবে তিনি ঘটনার দায় নিচ্ছেন। অবশ্য একইসঙ্গে তিনি স্পষ্টভাবে জানান, নিরাপত্তা বাহিনীকে গুলি চালানোর কোনও নির্দেশ তিনি দেননি। তাঁর পর্যালোচনা, ওই সময়কার লাগামছাড়া হিংসা ছিল অভ্যুত্থানের পরিকল্পিত চিত্রনাট্য।

গতবছর ১৫ জুলাই থেকে ৫ অগাস্টের মধ্যে বাংলাদেশে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নামে সরকারবিরোধী বিক্ষোভে কমপক্ষে ১৪০০ জন প্রাণ হারান। কয়েক হাজার মানুষ আহত হন। সেই সময়ে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের তৎকালীন নিরাপত্তা বাহিনী

নির্বিচারে গুলি চালানোর কারণেই এত প্রাণহানি হয়। কিন্তু এই তথ্য মানতে নারাজ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, ইউনুসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের কেয়ারটেকার সরকার রাষ্ট্রসংঘকে 'ভুয়ো তথ্য' দিয়েছে। কারণ দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দেওয়া হিসেবের থেকে এই তথ্য অনেক বেশি। আর হতাহতদের মধ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য এবং আওয়ামি লিগের কর্মী-সমর্থকরাও প্রচুর সংখ্যায় রয়েছেন বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী।

গণ-অভ্যুত্থানের জেরে গত বছরের ৫ অগাস্ট বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন বঙ্গবন্ধু-কন্যা। ঢাকা থেকে দিল্লি চলে আসেন। তখন থেকেই এদেশে অজ্ঞাতবাসে আছেন তিনি। এর আগে কয়েকবার তাঁর লিখিত ও অডিও বার্তা প্রকাশ্যে আসে। এর আগে তিন সংবাদমাধ্যম-রয়টার্স, এএফপি ও দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গত বছরের জুলাই-অগাস্টের আন্দোলনের সময়কার প্রাণহানির দায় পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপর চাপিয়েছিলেন হাসিনা। নাম না করে বিদেশি চক্রান্তের অভিযোগও করেন। দায়ী করেন আন্দোলনকারীদের একাংশকে। কিন্তু বৃহস্পতিবার প্রথমবারের জন্য সুর খানিক বদলে নিজের দায়ের কথাও মেনে নিলেন তিনি। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, আপনি কি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্র দ্বারা সংঘটিত হিংসার দায় স্বীকার করেন? জবাবে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের নেত্রী হিসেবে, আমি চূড়ান্তভাবে নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করি।

ফের শুরু সেবাশ্রয়

(প্রথম পাতার পর)

আবারও শুরু হচ্ছে 'সেবাশ্রয় ২'। ১ ডিসেম্বর, ২০২৫ থেকে 'সেবাশ্রয় ২'-এর স্বাস্থ্য শিবিরগুলি চলবে ২২ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত। ২৪ জানুয়ারি থেকে ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সমস্ত বিধানসভা জুড়ে চলবে মেগা ক্যাম্প। স্বাস্থ্য শিবিরগুলি সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চালু থাকবে। সাধারণ মানুষের সেবা এবং আর্ত-দুস্থ মানুষের আশ্রয়— এই আদর্শকে পাথেয় করেই দ্বিতীয়বারের 'সেবাশ্রয়' ফিরছে আপনাদের জন্য।

সকলের সুস্বাস্থ্য, আমাদের অঙ্গীকার। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত স্বাস্থ্য শিবিরগুলি চালু থাকবে। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিধানসভাভিত্তিক সেবাশ্রয় ২-এর স্বাস্থ্য শিবিরগুলির নির্ধারিত সূচি— ● ১-৭ ডিসেম্বর-মহেশতলা বিধানসভা। ● ৮-১৪ ডিসেম্বর-মেটিয়াবুরুজ বিধানসভা। ● ১৫-২১ ডিসেম্বর বজবজ বিধানসভা। ● ২২-৩০ ডিসেম্বর বিষ্ণুপুর বিধানসভা। ● ২-৮ জানুয়ারি সাতগাছিয়া বিধানসভা। ● ৯-১৫ জানুয়ারি ফলতা বিধানসভা। ● ১৬-২২ জানুয়ারি ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা।

২৪ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সমস্ত বিধানসভা জুড়ে মডেল স্বাস্থ্য শিবিরে মেগা ক্যাম্প।

সেবাশ্রয় ২ থেকে কী কী সুবিধা মিলবে :

►►বিনামূল্যে ওষুধ, বিশেষক্ষেত্রে চশমা, শ্রবণযন্ত্র প্রদান। ►►অ্যাপভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন এবং রিয়েলটাইম আপডেট। ►►সহায়তা কেন্দ্র। ►►রেফারেল পরিষেবা। ►►সকলের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির। ►►তৎক্ষণাৎ ডায়াগনস্টিক টেস্ট।

একই দিনে চার মৃত্যু

(প্রথম পাতার পর)

ঘটছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপির ঢোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীচরণপুর গ্রামের শাহাবুদ্দিন পাইকের (৪৫) নাম ছিল না ২০০২-এর ভোটার তালিকায়। নাম ছিল না তাঁর স্ত্রীরও। বৃহস্পতিবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে হাসপাতালে যান সাংসদ বাপি হালদার, বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার। তাঁরা জানান, এর সম্পূর্ণ দায় কেন্দ্র সরকার ও নির্বাচন কমিশনের। এদিন হুগলির শেওড়াফুলির গড়বাগানে যৌনকর্মী বিতি দাস আত্মঘাতী হন। বিতির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁরও নাম ছিল না। জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে বাড়িতে ফর্ম দিতে যাওয়ামাত্রই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে এক প্রৌঢ়ের মৃত্যু হয়। মৃতের নাম লালুরাম বর্মন (৭১)। বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নম্বর দক্ষিণ ডাঙাপাড়া এলাকার বাসিন্দা লালুরামের ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম ছিল না। তাই তিনি আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছিলেন বলে দাবি পরিবারের। এসআইআর আতঙ্কে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন জলপাইগুড়ির নরেন্দ্রনাথ রায়। ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় তাঁর। তিনি জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খড়িয়া গ্রামপঞ্চায়েতের জগন্নাথ কলোনির বাসিন্দা। গত কয়েকদিন ধরে এসআইআর নিয়ে চিন্তিত ছিলেন তিনি।

মাসে ৪ লক্ষ টাকা যথেষ্ট নয়?

প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি: ভারতীয় ফাস্ট বোলার মহম্মদ শামি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নোটিশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট। শামির প্রাক্তন স্ত্রী হাসিন জাহান হাইকোর্টের নির্দেশিত মাসিক ভরণপোষণ ও কন্যার রক্ষণাবেক্ষণের অর্থ বাড়ানোর আবেদন নিয়ে শীর্ষ আদালতে পৌঁছলে এই নোটিশ জারি করা হয়। কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে শামির প্রাক্তন স্ত্রীর জন্য মাসে ১.৫ লক্ষ টাকা এবং তাঁদের কন্যার জন্য ২.৫ লক্ষ টাকা—মোট ৪ লক্ষ টাকা ভরণপোষণের অঙ্ক নির্ধারণ করা হয়েছিল। এবার শীর্ষ আদালতে হাসিন বললেন, মাসিক ৪ লক্ষ টাকা যথেষ্ট নয়! আবেদনে প্রাক্তন স্ত্রী আরও বলেন, শামির বিপুল আয় এবং বিলাসবহুল জীবনযাত্রার মানের তুলনায় এই অঙ্ক অপ্রতুল এবং তা বৃদ্ধি করা হোক। এই বক্তব্য শুনে শুনানির সময় সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ বলে, ''মাসে ৪ লক্ষ টাকা কি যথেষ্ট নয়?'' যদিও তার পরেও বেঞ্চ ক্রিকেটার শামি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে চার সপ্তাহের মধ্যে জবাব চেয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি ডিসেম্বরে।

এটিসির ত্রুটি, ৩০০ উড়ানে দেরি

দিল্লি

নয়াদিল্লি: শুক্রবার সকালে দিল্লি বিমানবন্দরে এক বেনজির বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়। বিমান ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ (এটিসি) সিস্টেমে প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে ৩০০টিরও বেশি উড়ানের দেরি হয়। যাত্রীদের ক্ষোভ বাড়তে থাকায় বিমানবন্দরের কর্তৃপক্ষ এই সমস্যার জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করে দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। যাত্রী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল সিস্টেমে একটি প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-এ ফ্লাইট পরিচালনায় বিলম্ব হচ্ছে। তাঁদের দল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটি সমাধানের জন্য ডিআইএল সহ সমস্ত অংশীদারদের সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের সর্বশেষ ফ্লাইটের আপডেটের জন্য সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সগুলির সাথে যোগাযোগ রাখতে পরামর্শ দিয়েছে। এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া জানিয়েছে যে এই বিঘ্নগুলি এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল ডেটা সমর্থনকারী অটোমেটিক মেসেজ সুইচিং সিস্টেম-এর একটি প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে ঘটছে।

বিপন্ন বন্যপ্রাণী আমদানি বন্ধের নির্দেশ দিল সিআইটিইএস

ভান্তারা বিতর্কে ভারতকে কড়া বার্তা

নয়াদিল্লি: সংকটাপন্ন বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কনভেনশন (সিআইটিইএস) ভান্তারার (রিলায়েন্সের চিড়িয়াখানা তথা উদ্ধার কেন্দ্র) প্রাণী স্থানান্তর নিয়ে তদন্তের পর কড়া বার্তা দিয়েছে। কনভেনশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারত যেন প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি না নিয়ে এবং একাধিক সুপারিশ কার্যকর না করা পর্যন্ত বিপন্ন বন্যপ্রাণী আমদানি বন্ধ রাখে। চলতি বছর ১৫ থেকে ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সিআইটিইএস-এর একটি দল জামনগরে অবস্থিত অনন্ত আম্বানির পরিচালিত এই কেন্দ্রটি পরিদর্শন করেছিল। এর কারণ ছিল কঙ্গো ও মেক্সিকো সহ বিভিন্ন দেশ থেকে বন্যপ্রাণী আমদানিতে গরমিলের অভিযোগ এবং অবৈধ বন্যপ্রাণী ব্যবসা নিয়ে অভিযোগ ওঠা। যদিও ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে ভান্তারাকে সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্তি দিয়ে জানায় যে, সমস্ত প্রাণী স্থানান্তর 'নিয়ন্ত্রক সম্মতি' মেনে করা হয়েছে। কিন্তু সিআইটিইএস-এর একটি নথিতে স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে ভারত বেশ কিছু প্রাণীর আমদানির অনুমতির ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা অনুসরণ করেনি।

সিআইটিইএস-এর তদন্তে জামনগরের প্রাণীকেন্দ্রে হাইতি থেকে আসা একটি পার্বত্য গরিলা, কঙ্গো থেকে আসা শিম্পাঞ্জি এবং একটি ওরাংওটাং-সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীর স্থানান্তরে গুরুতর উদ্বেগের কথা

উঠে আসে। ভারত সরকার সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া 'ক্লিন চিট' ব্যবহার করে ভান্তারার আমদানি সঠিক ছিল বলে দাবি করলেও সিআইটিইএস ভারতকে তাদের পদ্ধতি ঠিক করতে বলেছে এবং সুপারিশগুলি কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত নতুন করে কোনও আমদানি অনুমতি জারি না করার নির্দেশ দিয়েছে। ভারতকে এই বিষয়ে পরবর্তী ৮১তম স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকের আগে সিআইটিইএস-এর কাছে একটি রিপোর্ট জমা দিতে হবে। ভান্তারার গ্রিনস জুওলজিক্যাল রেসকিউ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার-এর সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী, এই কেন্দ্রে ১০,৩৬০টি 'উদ্ধারকৃত' প্রাণী রয়েছে, যদিও কিছু অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে এই সংখ্যাটি অনেক বেশি বলে দাবি করা হয়। এর পাশাপাশি প্রাণীদের জন্য অর্থ প্রদানের মাধ্যমে অবৈধ বাণিজ্যে ইন্ধন দেওয়ার অভিযোগ তোলা হয়, যা ভান্তারা অস্বীকার করেছে। সিআইটিইএস-এর সম্মতি নথিতে বিশেষ করে আটটি শিম্পাঞ্জি আনার জন্য ক্যামেরুন থেকে জাল রফতানি অনুমতির ভিত্তিতে ভারতের আমদানি অনুমতি জারির বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া স্থানান্তরের জন্য ভুল কোড ব্যবহার করা, মেক্সিকো থেকে চিতার আমদানিতে রফতানি ও আমদানির সংখ্যার মধ্যে গরমিল এবং হাইতির মতো সিআইটিইএস স্বাক্ষরকারী নয় এমন একটি দেশ থেকে গরিলা আমদানির মতো গুরুতর বিষয়গুলিতে ভারত কেন পর্যাপ্ত যাচাই করেনি, সেই প্রশ্নও তুলেছে সিআইটিইএস। আন্তর্জাতিক সংস্থার এই পর্যবেক্ষণ ভারতে প্রাণী উদ্ধার নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলে দিল সন্দেহ নেই।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

টেলি স্টেজ

8 November, 2025 • Saturday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

১৩
৮ নভেম্বর ২০২৫
শনিবার

'নিম ফুলের মধু'র পর আবার নতুন ধারাবাহিক নিয়ে ফিরছেন অভিনেত্রী পল্লবী শর্মা। ছোটপর্দায় শুরু হচ্ছে নতুন ধারাবাহিক— 'তারে ধরি ধরি মনে করি'। এতে পল্লবীর বিপরীতে রয়েছেন অভিনেতা বিশ্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই অথচ একের পর এক গর্ভবতী মহিলা-বন্দি! মহিলা-জেলে ঘটতে থাকা সেই কালো, অন্ধকার রহস্যের কিনারা করতে আসছেন সাংবাদিক অনুমিতা সেন। গতকাল বাংলা ওটিটি 'হইচই'য়ে স্ট্রিমিং শুরু হল ক্রাইম থ্রিলার 'অনুসন্ধান'-এর। সাতটি পর্বের এই ওয়েব সিরিজের পরিচালক অদিতি রায়। মুখ্যচরিত্রে শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

সত্যান্বেষণ সবসময়ই কঠিন। কারণ কাঠখড় পুড়িয়ে সত্যের গোড়ায় পৌঁছনো এবং খুঁজে পাওয়া সেই সত্যকে শরীরে, মনে সহ্য করার মতো সামর্থ্য খুব কম জনের মধ্যেই থাকে। তাই তো সত্যের অনুসন্ধানে গিয়ে কত শত মানুষ নিজেরাই অন্ধকারে হারিয়ে যান। তবুও যাঁরা এই কাজে পিছ-পা হন না তাঁদের পিঠটা একবার সজোরে চাপড়ে দিতেই হয়। আর সেই সত্যান্বেষী যদি হন কোনও নারী তাহলে তাঁর কৃতিত্ব আরও বেশি হয়ে যায়। এমনই এক লড়াকু, সাহসী, ক্ষুরধার ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টের চরিত্রে এবার সবার প্রিয় 'ইন্দুবালা' অর্থাৎ শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। গতকাল ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হইচই-তে স্ট্রিমিং শুরু হল শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন ওয়েব সিরিজ 'অনুসন্ধান'-এর। 'ইন্দুবালা ভাতের হোটেল'-এর পর সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি চরিত্রে এবার শুভশ্রী।

এই ওয়েব সিরিজের বিশেষত্ব হল নারীকেন্দ্রিক ক্রাইম থ্রিলার যার পরিচালকও একজন নারী। তিনি হলেন অদিতি রায়। পরিচালনার ক্ষেত্রে অবাধ এবং সাবলীল বিচরণ অদিতির। টলিপাড়ায় বহুদিন কাজ করছেন। তাঁর পরিচালিত বেশিরভাগ সিরিজই নারীপ্রধান। 'নষ্টনীড়', 'বোধন', 'লজ্জা'— সবগুলোই বেশ চর্চিত এবং প্রশংসিত। কেন তাঁর সিরিজে নারীরাই বেশি প্রাধান্য পায়? এই প্রসঙ্গে অদিতি বলেন, 'কন্টেন্ট কখনও ওইভাবে নারী বা পুরুষকেন্দ্রিক বলে কিছু হয় না। আমি ভাল কাজে বিশ্বাসী। এমন কিছু করতে চাই যা দর্শক রিলেট করতে পারবে।'

'অনুসন্ধান' প্রসঙ্গে অদিতি বলেন, 'বেশ কিছুদিন আগে ছোট ছোট খবর বিভিন্ন কাগজে বেরিয়েছিল যে জেলের মধ্যে কারেকশনাল হোমের মহিলা উইংসে মহিলা বন্দিরা গর্ভবতী হয়ে পড়েছিল। কোনও বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। দেশের বাইরেও এমন ঘটনা ঘটতেও শোনা গেছে। তখন খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছিল। আমাদের এই গল্পের বিষয়বস্তু এটাই। ফলে প্রধান নারী চরিত্রটি যে খুবই বলিষ্ঠ হতে হবে বলাই বাহুল্য। একজন ডাকাবুকো সাংবাদিক। এই চরিত্রটার জন্য প্রথমদিন থেকেই শুভশ্রীর কথাই মনে হয়েছিল কারণ ওর মধ্যে একটা খুব শক্তপোক্ত ব্যক্তিত্ব রয়েছে। শুভশ্রী যেমন লার্জার দ্যান লাইফ আবার তেমনই চরিত্রের প্রয়োজনে ও নিজেকে সাধারণও করে তুলতে পারে। এই ভাবনা থেকেই ওর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। গল্প শুনে ওর ভাল লাগে। আমরা দুজনেই এই ধরনের কাজ আগে করিনি। ফলে দুজনের কাছেই চ্যালেঞ্জিং ছিল বিষয়টা।'

'অনুসন্ধান'-এর গল্প সাংবাদিক অনুমিতা সেনের। যিনি বাবার আদর্শ নিয়ে চলেন। সত্যের জন্য লড়তে ভয় পান না। একটি মহিলাদের সংশোধনাগারে ঘটে যাওয়া এক ভয়ঙ্কর রহস্যের খোঁজে নামেন অনুমিতা। জেলটি সম্পূর্ণ মেয়েদের হওয়া সত্ত্বেও সেখানকার মহিলা বন্দিরা কোনও অজানা কারণে একের পর এক গর্ভবতী হয়ে পড়ে। যে-জেলে পুরুষ প্রবেশের অনুমতি নেই সেখানকার মহিলারা কীভাবে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ছে! এই সত্যের খোঁজেই দাপুটে ক্রাইম রিপোর্টার অনুমিতা সেন তৎপর। সিরিজের পরতে পরতে খুন, জখম, অ্যাকশন, রহস্য, রোমাঞ্চ। এখানে শুভশ্রী অ্যাকশনও করেছেন। শেষে কী হয় সেটাই দেখার!

অভিনেত্রীর কথায়, অনুমিতা অনুসন্ধিৎসু। বাস্তব জীবনে আমরাও তাই কারণ সারাক্ষণ কোনও না কোনও রহস্যের পিছনেই ছুটছি। এই ধরনের কাজ আমি প্রথমবার করলাম। চরিত্রটার মধ্যে প্রচুর চ্যালেঞ্জ ছিল। যেমন অভিনয়ের দিক থেকে তেমনই শারীরিক দিক থেকে। অদিতিদিকে বহুদিন ধরে চিনি ফলে পরিচালক মহিলা হওয়ায় কোনও অসুবিধেই হয়নি। সেটে একজন মহিলা ডিরেক্টরকে পাওয়ার মধ্যে অদ্ভুত একটা গর্বও অনুভব করেছি।

'গৃহপ্রবেশ' এবং 'ধূমকেতু'র মতো সিনেমা দর্শকদের উপহার দিয়েছেন শুভশ্রী, যা বক্স অফিসে সফলও। এর আগে দেবালয় ভট্টাচার্যের ওয়েব সিরিজ 'ইন্দুবালা ভাতের হোটেল'-এ তাঁর অভিনয় চমকে দিয়েছিল সকলকে। আগামীতে সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে' এবং পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্রের 'রায়বাঘিনী ভবশঙ্করী'র মতো পিরিয়ডিক ড্রামায় চ্যালেঞ্জিং চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে। 'অনুসন্ধান'-এ নতুন চরিত্র, নতুন চ্যালেঞ্জ। কিন্তু ক্যামেরার সামনে চ্যালেঞ্জ নিতে কোনও দিনই পিছপা হন না শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় ওরফে অনুমিতা। অনুমিতা সেনের

শ্যুটিংয়ে পরিচালক অদিতি রায় এবং শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়

'অনুসন্ধান' কোন সত্যের মুখোমুখি হয় তা জানতে চোখ রাখুন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হইচই-এ।

এই ওয়েব সিরিজে শুভশ্রী ছাড়াও রয়েছেন সাহেব চট্টোপাধ্যায়, সোহিনী সেনগুপ্ত, স্বাগতা মুখার্জি, অরিজিতা মুখোপাধ্যায়, অরিত্র দত্ত বণিক, সাগ্নিক চট্টোপাধ্যায়, সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। উল্লেখযোগ্য হল— দীর্ঘ বিরতির পর এই সিরিজের মাধ্যমে অভিনয়ে ফিরছেন শিশুশিল্পী হিসেবে পরিচিত অরিত্র দত্ত বণিক। কাহিনি, চিত্রনাট্য, সংলাপে সম্রাজ্ঞী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অয়ন চক্রবর্তী। ক্যামেরায় রম্যদীপ সাহা। এডিটিং শুভজিৎ সিংহ। ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর করেছেন নবারুণ বোস। প্রযোজনায় সোমা পিকচার্স।

মাঠে ময়দানে
8 November, 2025 • Saturday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তুমুল জল্পনার মধ্যে দুবাইয়ে আইসিসি বৈঠকে যোগ দিলেন পিসিবি-প্রধান মহসিন নকভি। বৈঠক শুরু হয়েছে শুক্রবার

জিতল ভারত

■ **হংকং :** ক্রিকেট মাঠে ভারতের কাছে হেরেই চলেছে পাকিস্তান। হংকংয়ে সিক্সেস ২০২৫ টুর্নামেন্টে দীনেশ কার্তিকের দল ২ রানে হারিয়েছে পাকিস্তানকে। বৃষ্টিবিঘ্নিত এই ম্যাচে ভারত প্রথমে ব্যাট করে ৬ ওভারে তুলেছিল ৮৬/৪। রবিন উথাপ্পা ১১ বলে ২৮ ও কার্তিক ৬ বলে ১৭ রানে নট আউট থেকে যান। এরপর পাকিস্তান ব্যাট করে ৩ ওভারে ৪১ রান তোলার পর বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। খেলে বন্ধ করে দিতে হয়। ডিএলএস-এ পাকিস্তান অতঃপর ২ রানে হেরে যায়। স্টুয়ার্ট বিনি ৭ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন। সম্প্রতি এশিয়া কাপে পাকিস্তান ভারতের কাছে তিনবার হেরেছে। এর মধ্যে ফাইনালও রয়েছে।

ছন্দে আকাশ

■ **বেঙ্গালুরু :** দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধ দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্টের দ্বিতীয় দিন বোলারদের দাপটে প্রথম ইনিংসে ৩৪ রানের লিড পেল ভারত 'এ'। টেস্ট সিরিজের আগে ছন্দে বাংলার পেসার আকাশ দীপ। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা এবং ওপেনার সেনোকোয়ানের উইকেট নিয়ে শুরুতেই প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলে দেন আকাশ। টেস্ট দলে থাকা প্রসিধ কৃষ্ণও ভাল বোলিং করেন। প্রসিধ নেন ৩ উইকেট। আকাশ দীপ ও মহম্মদ সিরাজের ঝুলিতে ২ উইকেট। বোলারদের সৌজন্যেই দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংস ২২১ রানে শেষ হয়। ভারত 'এ' করেছিল ২৫৫ রান। এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেটে ৭৮ রান করেছে ভারত 'এ'। ১১২ রানে এগিয়ে ঋষভ পন্থের দল।

পদক প্রতিকার

■ **নয়াদিল্লি :** বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অন্যতম সদস্য প্রতিকা রাওয়াল। ভারতীয় দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। চোটের কারণে সেমিফাইনাল ও ফাইনাল খেলতে পারেননি প্রতিকা। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারত চ্যাম্পিয়ন হলেও ২ নভেম্বর ফাইনালের দিন বিজয়ীর পদক হাতে পাননি প্রতিকা। অবশেষে তাঁর আক্ষেপ মিটল। আইসিসি-র উদ্যোগেই প্রতিকাকে পদক দেওয়া হয়েছে বলেই নিশ্চিত করেছেন তাঁর বাবা। প্রতিকার বাবা প্রদীপ রাওয়াল বলেছেন, আইসিসি চেয়ারম্যান আমাদের মেসেজ করে পদক দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। সেই মতো দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার আগেই প্রতিকাকে পদক দেওয়া হয়েছে।

স্পেনের থেকে সৌদিতে গোল করা কঠিন, দাবি রোনাল্ডোর

রিয়াধ, ৭ নভেম্বর : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো বিশ্বাস করেন, সৌদি আরবের লিগে না খেলে প্রিমিয়ার লিগে খেললেও তাঁর গোল করার দক্ষতা একইরকম থাকত। ব্রিটিশ সাংবাদিক পিয়ার্স মর্গ্যানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় পর্বে রোনাল্ডো কথা বলেছেন নিজের গোল করার ক্ষমতা নিয়েও।

২০২২ সালে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ছেড়ে আল নাসেরে যোগ দেওয়া রোনাল্ডো মনে করেন, সৌদি প্রো লিগ যথার্থ সম্মান পায় না। সৌদি লিগে গোল করা কেন কঠিন তা ব্যাখ্যা করে পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী পর্তুগিজ তারকা বলেন, আমার কিছু বলার দরকার নেই। মানুষ যা খুশি বলতে পারে। কিন্তু সংখ্যাগুলো তো মিথ্যা নয়। যারা সৌদি লিগ নিয়ে নানা কথা বলে তারা কখনও এখানে আসেনি, খেলেওনি। ৪০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় দৌড়নোর কষ্ট তারা জানে না। তবু আমি বলি, সৌদি লিগ পর্তুগিজ লিগের চেয়ে অনেক ভাল। আমি তো সব জায়গায় খেলেছি। কিন্তু আমার কাছে সৌদি লিগের চেয়ে স্পেনে গোল করা অনেক সহজ।

নিজের গোল করার দক্ষতা নিয়ে সিআর সেভেন আরও বলেন, একটা খারাপ মরশুমেও যখন আল নাসের কোনও ট্রফি জেতেনি, তখন আমি ২৫টি গোল করেছি। যদি আমি প্রিমিয়ার লিগে খেলতাম, তাহলে এখনও একইরকম গোল করতাম। ইউরোপের নামী ক্লাবে থাকলে ৪০ বছর বয়সেও একই রকম পারফর্ম করতাম।

দরজায় কড়া নাড়ছে ২০২৬ বিশ্বকাপ। এই প্রসঙ্গে রোনাল্ডো বলেছেন, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল বিশ্বকাপ জিতলে চমক হবে না। পর্তুগাল জিতলে হবে। আমি তা নিয়ে ভাবছি না। তবে আমরা লড়াই করব। আমি পর্তুগালের ইতিহাসে তিনটি খেতাব জিতেছি। এর আগে দেশ কিছুই জেতেনি।

শচীনকে মুখ বন্ধ রাখতে বলেছিলাম

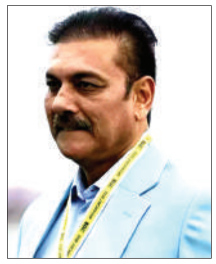

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : অস্ট্রেলীয়দের সঙ্গে তখন উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় চলছে তাঁর। এইসময় সবেমাত্র ক্রিকেটে পা দেওয়া শচীন তেন্ডুলকার কিছু বলতে এসেছিলেন। রবি শাস্ত্রী শচীনকে বকা দিয়ে বলেছিলেন, তুই চুপ কর। মুখে না বলে ব্যাট দিয়ে যা বলার বল।

১৯৯১-'৯২ সফর নিয়ে শাস্ত্রী

এসিটির সামার অফ ক্রিকেট লাঞ্চ অনুষ্ঠানে শাস্ত্রী ১৯৯১-'৯২ সফরের কথা টেনে বলেছেন, সিডনি টেস্টে খেলছিলাম। সেটা ছিল শচীনের প্রথম অস্ট্রেলিয়া সফর। শচীন যখন ব্যাট করতে এল তখন আমার সেঞ্চুরি হয়ে গিয়েছিল। শচীন আসা মাত্র স্টিভ আর মার্কও স্লেজিং করতে শুরু করেছিল। অস্ট্রেলিয়ার দ্বাদশ ব্যক্তি মাইক হুইটনিও তাতে যোগ দিয়েছিল। ও আমাকে বলেছিল উইকেটে যাও, আমি তোমার মাথা ফাটাব। আমি তখন ওকে বলেছিলাম তুমি যদি বল ছুঁড়তে পরতে তাহলে তোমাকে দ্বাদশ ব্যক্তি করা হত না! তুমি বলই করতে।

শাস্ত্রী এই টেস্টে ২০৬ রান করেছিলেন। শচীন এর মধ্যে সেঞ্চুরিতে পৌঁছনোর ঠিক আগে শাস্ত্রীকে বলেছিলেন, আমি একবার একশোতে পৌঁছে যাই, তারপর ওদের জবাব দেব। কিন্তু শাস্ত্রী তখন শচীনকে থামিয়ে দিয়েছিলেন এই বলে যে, তুই মুখ বন্ধ রাখ। তোর মধ্যে যথেষ্ট ক্লাস আছে। তুই ব্যাট দিয়ে জবাব দে। আমি মুখে জবাব দিচ্ছি।

'দ্য বেস্ট ফিফা' সম্মান

ইয়ামালের লড়াই ডেম্বেলের সঙ্গেই

জুরিখ, ৭ নভেম্বর : ব্যালন ডি'অর মঞ্চে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার যে ছবিটা টেনশনের চোরাস্রোত বইয়ে দিয়েছিল ফুটবল দুনিয়ায়, তা এবার নতুন করে দেখা যেতে পারে 'দ্য বেস্ট ফিফা ফুটবল অ্যাওয়ার্ড' অনুষ্ঠানে। পিএসজি-র উসমান ডেম্বেলে ও বার্সেলোনার লামিনে ইয়ামাল— একজন প্যারিসে মঞ্চ মাতিয়েছিলেন ব্যালন জিতে, অন্যজনের চোখে ছিল গর্বের অশ্রু। এবার খোদ ফিফার বিচারে বর্ষসেরা ফুটবলারের লড়াইয়ে মুখোমুখি ইয়ামাল ও ডেম্বেলে। তবে এবারও থাকছে তাঁদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীরা।

বেস্ট ফিফা পুরস্কারের জন্য ১১ জন মনোনীত ফুটবলারের মধ্যে ইয়ামাল ও ডেম্বেলে ছাড়াও রয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের কিলিয়ান এমবাপে, পিএসজি ত্রয়ী আশরাফ হাকিমি, ভিতিনহা নুনো মেন্দেস। ইপিএলের মহম্মদ সালাহ ও উঠতি তারকা কোল পালমার রয়েছেন তালিকায়। পেদ্রি এবং হ্যারি কেনও দৌড়ে। পুরুষদের সেরা কোচের দৌড়ে রয়েছেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী পিএসজি-র লুইস এনরিকে। তাঁর সঙ্গে দৌড়ে আছেন আর্সেনালের মিকেল আর্তেতা, লিভারপুলের আর্নে স্লট ও বার্সেলোনার জার্মান কোচ হান্সি ফ্লিকের মতো বড় নাম।

মেয়েদের বিভাগেও উত্তাপ কম নেই। টানা তৃতীয়বার ব্যালন ডি'অর জয়ী আইতানা বোনমাতি এবারও ফিফার সেরা সম্মান পাওয়ার দৌড়ে রয়েছেন। বার্সেলোনা, আর্সেনাল এবং চেলসির তারকারাও জায়গা পেয়েছেন তালিকায়।

মেসিদের সঙ্গে তিন নতুন মুখ

বুয়েনোস আইরেস, ৭ নভেম্বর : ২০২৬ বিশ্বকাপ দরজায় কড়া নাড়ছে। এরমধ্যে বিশ্বকাপ সামনে রেখে প্রস্তুতি ও দল গোছানোর ব্যস্ততা চলছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার। নভেম্বরের আন্তর্জাতিক বিরতিতে প্রীতি ম্যাচে অভিজ্ঞদের পাশাপাশি তরুণদেরও পরখ করে নেওয়া হচ্ছে। সেই লক্ষ্যেই স্পেনে অনুশীলন এবং ১৪ নভেম্বর অ্যাঙ্গোলার বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচের জন্য ২৪ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন কোচ লিয়োনেল স্কালোনি। ইন্টার মায়ামির গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলে জাতীয় দলে যোগ দেবেন লিয়োনেল মেসি এবং রডরিগো ডি'পল। মেসিদের দলে জায়গা পেয়েছেন তিন নতুন মুখ। প্রথমবার নীল-সাদা জার্সি পরবেন জোয়াকিন পনিচেলি, গিয়ানলুকা প্রেস্তিয়ানি ও ম্যাক্সিমো পেরোনে। পাশাপাশি জাতীয় দলে ফিরেছেন ভ্যালেন্টিন বারকো। তবে অ্যাঙ্গোলা ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে তারকা গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ।

সিটি ম্যাচের আগে স্বস্তি লিভারপুলের

লিভারপুল, ৭ নভেম্বর : মেগা ম্যাচের আগে প্র্যাকটিসে ফিরলেন লিভারপুল স্ট্রাইকার আলেকজান্ডার আইজ্যাক। এতে দলের মনোবল অনেক বেড়েছে।

কুঁচকির চোটের জন্য আইজ্যাক চার ম্যাচে বাইরে ছিলেন। কিন্তু প্রিমিয়ার লিগের গুরুত্বপূর্ন ম্যাচে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির মুখোমুখি হওয়ার আগ তিনি প্র্যাকটিসে ফিরেছেন। সামার ট্রান্সফারে ১৭০ মিলিয়নের রেকর্ড দামে আইজ্যাক লিভারপুলে এসেছেন। কিন্তু শেষ চার ম্যাচে তিনি খেলতে পারেননি। লিভারপুল তাঁকে যা ভেবে নিয়ে এসেছিল সেটা কিন্তু এখনও হয়নি। আটটি ম্যাচ খেলে তিনি গোল করেছেন মোটে একটি।

লিভারপুল কোচ আর্নি স্লট বলেছেন আইজ্যাকের প্রি সিজন শেষ হয়েছে। এবার দেখি ও কেমন খেলে। কিন্তু ওকে সময় দিতে হবে। ওর চোট দলের জন্য একটা বড় ধাক্কা হলেও। লিভারপুল টানা সাত ম্যাচ নিতে মরশুম শুরু করেছিল। কিন্তু তারপর তাঁরা সাত ম্যাচের মধ্যে ছয় ম্যাচে হেরেছিলেন গত কয়েক সপ্তাহে লিভারপুল শুধু অ্যাস্টন ভিলা ও রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়েছে।

রবিবার এই ম্যাচ। তার আগে স্লট বলেছেন এটাও ক্ল্যাসিকো। তিনি মনে করেন সবাই এই ম্যাচ দেখবে। স্লট পেপ গুয়ার্দিওলার প্রশংসা করেছেন।

প্রথম প্যারা তিরন্দাজ হিসেবে স্বাভাবিক ক্ষমতাসম্পন্নদের দলে শীতল দেবী

নতুন মাঠে আজ শুরু বেটন, নেই তিন প্রধান

দেশের সেরা হকি স্টেডিয়াম এখন বাংলায় : ক্রীড়ামন্ত্রী

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যুবভারতীর নতুন হকি স্টেডিয়াম উদ্বোধন করেছেন বৃহস্পতিবার। শুক্রবার নবনির্মিত অত্যাধুনিক মানের এই স্টেডিয়াম পরিদর্শন করেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগ ও ক্রীড়ামন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে গড়ে তোলা হয়েছে বিবেকানন্দ যুবভারতী হকি স্টেডিয়াম। ২২ হাজার দর্শকাসন বিশিষ্ট ভারতের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম এদিন সাংবাদিকদের ঘুরিয়ে দেখান ক্রীড়ামন্ত্রী। সঙ্গে ছিলেন হকি বেঙ্গলের সভাপতি তথা মন্ত্রী সুজিত বসু। নতুন স্টেডিয়ামে শনিবার থেকেই শুরু হচ্ছে ঐতিহ্যশালী বেটন কাপ। ১২৬তম বেটন শুরুর আগে নতুন স্টেডিয়াম, পরিকাঠামো দেখে উচ্ছ্বসিত ক্রীড়ামন্ত্রী। একইসঙ্গে খেলার মাঠে বাংলার প্রতি বঞ্চনা নিয়েও সরব হয়েছেন তিনি।

নতুন মাঠে হকি স্টিক নিয়ে নেমে পড়েন ক্রীড়ামন্ত্রী। স্টেডিয়াম পরিদর্শনের পর অরূপ বিশ্বাস বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে আমাদের রাজ্যে দু'টি হকি মাঠ তৈরি হয়েছে। একটি ডুমুরজলায়, অন্যটি এই যুবভারতীতে। আগামী দিনে একটি হকি অ্যাকাডেমি তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের। দেশের মধ্যে সেরা হকি স্টেডিয়াম বাংলায়। আশা করি, আগামী দিনে ভারতের ম্যাচ হবে এখানে। রাজনৈতিক কারণে এখন বাংলায় ম্যাচ দেওয়া হয় না। তবে বাংলার প্রতি বঞ্চনা যত হবে, ততই আরও বেশি করে বাঙালি প্রতিভা উঠে আসবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতীয় হকি দলে আবার বাংলা থেকে খেলোয়াড় পাঠাতে পারব।

নতুন মাঠে হকি স্টিক হাতে নেমে পড়লেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। শুক্রবার যুবভারতীতে।

স্টেডিয়ামে অত্যাধুনিক মানের পরিকাঠামো। আন্তর্জাতিক মানের সিন্থেটিক টার্ফ, অস্ট্রেলিয়ার মডেলে আধুনিক আর্দেন গ্যালারি, দু'টি সুসজ্জিত ড্রেসিংরুম, ওয়ার্ম আপ জোন, ভিভিআইপি ও ভিআইপি বক্স, ডোপিং ও মেডিক্যাল রুম, মিক্সড জোন, ভেনু অপারেশন সেন্টার, আম্পায়ার্স রুম, প্রেস কর্নার, ভিডিও অ্যানালিস্টের জন্য রুম, ভিআইপি লাউঞ্জ-সহ নানা আধুনিক ব্যবস্থা রয়েছে।

এমন একটি মাঠে আজ ঐতিহ্যের বেটন কাপ শুরু হচ্ছে। ট্রফির উদ্বোধনও করেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও দমকলমন্ত্রী তথা হকি বেঙ্গলের সভাপতি সুজিত বসু। শনিবার বেটন কাপের সূচনা করবেন লিয়েন্ডার পেজ, গুরবক্স সিংরা। যুবভারতীর পাশাপাশি ডুমুরজলাতেও ম্যাচগুলি হবে। তিন প্রধান খেলছে না বেটনে। চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ১০ লক্ষ টাকা। রানার্স ৫ লক্ষ। ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, ময়দানে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান মাঠকে বাদ দিয়েই হকি প্রতিযোগিতার ম্যাচগুলি হবে। জেলা থেকে ময়দানে ফিরবে কলকাতা ফুটবল লিগের খেলা। আমরা যে হকি অ্যাকাডেমি গড়ার পরিকল্পনা করেছি তারজন্য খুব তাড়াতাড়ি তিন প্রধানের সঙ্গে আলোচনায় বসব। আগামী বছর যাতে তিন বড় ক্লাব বেটনে খেলে সেই ব্যবস্থা করা হবে।

কলকাতা ফুটবল লিগে গড়াপেটা-কাণ্ড নিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকারের উদ্যোগেই ম্যাচ গড়াপেটা নিয়ে সক্রিয় হয়েছে পুলিশ। আমিই চিঠি পাঠাই পুলিশ কমিশনারের কাছে। এরপরই পুলিশ ব্যবস্থা নেয়।

রিচা-বরণে আজ সিএবিতে মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : শনিবার বিশ্বজয়ী রিচা ঘোষকে বরণ করে নেবে সিএবি। শিলিগুড়ির মেয়ের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও টলিউডের একঝাঁক তারকার থাকার কথা।

বাড়ি ফিরে রিচা। শুক্রবার।

ইডেন গার্ডেন্সের লনেই জমকালো অনুষ্ঠানে বিশ্বকাপজয়ী বাংলার মেয়ের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। রিচার হাতে সোনার ব্যাট ও বল তুলে দেওয়া হবে সিএবি-র পক্ষ থেকে। তাতে সই থাকবে সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও ঝুলন গোস্বামীর। সৌরভ ও ঝুলনকে দিয়ে রিচাকে সংবর্ধনা দেওয়ার কথা থাকলেও মুখ্যমন্ত্রীর আসা নিশ্চিত হওয়ার পর সেই পরিকল্পনা বদলাতে পারে। জানা গিয়েছে, সোনায় মোড়া স্মারকের পাশাপাশি রিচাকে আর্থিক পুরস্কারও দেওয়া হচ্ছে সিএবি-র তরফে। শুক্রবার সকালেই বাংলার বিশ্বজয়ী কন্যা ঘরে ফেরেন। বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে হুডখোলা জিপে বাড়ি ফেরেন রিচা। তাঁকে ঘিরে আবেগের বিস্ফোরণ ঘটে শিলিগুড়িতে। ফুল দিয়ে সাজানো জিপের পাশে গোটা রাস্তায় ছিল উপচে পড়া ভিড়। বিভিন্ন ক্লাব ও স্কুলের শিক্ষার্থীরা রিচাকে স্বাগত জানায়। লাল কার্পেটে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয় তাঁকে। স্থানীয় মেয়র গৌতম দেবের নেতৃত্বে রিচাকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানানো হয়। বিকেলে বাঘাযতীন পার্কে লাল স্থানীয় প্রশাসন ও ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয় চ্যাম্পিয়ন মেয়েকে। বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয় শিলিগুড়ি পুরসভার তরফে। অভিনন্দনের জোয়ারে ভেসে রিচা বলেন, নিজের শহরে ফিরে দারুণ অনুভূতি হচ্ছে। সুভাষপল্লিতে রিচার বাড়ি রঙিন আলো, ফুল দিয়ে সেজে উঠেছে।

আঁধারে আইএসএল বিড করল না কেউ

স্থগিত মোহনবাগানের প্রস্তুতি

প্রতিবেদন : বিশ বাঁও জলে আইএসএল। ভারতীয় ফুটবলে ঘোর সংকট। দেশের সেরা লিগ এই মরশুমে আদৌ হবে কি না, তা নিয়ে বিরাট প্রশ্নচিহ্ন। শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ছিল আইএসএলের আয়োজক স্বত্বের জন্য দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। কিন্তু কোনও সংস্থাই বিড করেনি। আইএসএল নিয়ে চরম অনিশ্চয়তার পরিস্থিতিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনুশীলন স্থগিত রাখল মোহনবাগান। বাকি দলগুলিও একই রাস্তায় হাঁটছে। মোহনবাগান বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দিল, আইএসএল নিয়ে অনিশ্চয়তায় এবং ফুটবলারদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে তারা জাতীয় শিবিরে ফুটবলার ছাড়েনি। ফেডারেশনের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হল, এআইএফএফ-এর বিড ইভ্যালুয়েশন কমিটি শনি বা রবিবার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে পদক্ষেপ করবে।

আইএসএল আয়োজনের জন্য প্রথমে ৫ নভেম্বর বিড পেপার জমা দেওয়ার শেষ দিন ধার্য করেছিল। পরে সেটা বাড়িয়ে ৭ নভেম্বর করা হয়। কিন্তু দু'দিন বাড়িয়েও এফএসডিএল-সহ কোনও সংস্থাই আইএসএল আয়োজনের জন্য দরপত্র জমা দেয়নি। ফলে ভারতীয় ফুটবল নিয়ে সংকট গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। ফেডারেশনের টেন্ডার কমিটির কাছে ২৩৪টি প্রশ্ন রেখেছিল এফএসডিএল-সহ আগ্রহী আরও তিন সংস্থা। কিন্তু ফেডারেশনের জবাবে সন্তুষ্ট নয় তারা। এফএসডিএল-এর আপত্তি ছিল অবনমনে। বার্ষিক ৩৭.৫ কোটি টাকা ফেডারেশনকে দেওয়ার শর্ততেও তারা রাজি ছিল না বলে সূত্রের খবর। গভর্নিং কাউন্সিলে এফএসডিএলের মাত্র একজন প্রতিনিধি রাখার কথা জানিয়েছিল ফেডারেশন। কিন্তু নিজেদের শর্তে আইএসএল করতে আগ্রহী ছিল এফএসডিএল। এখন কল্যাণ চৌবেরা ড্যামেজ কন্ট্রোল কীভাবে করেন সেটাই দেখার।

বাংলার সামনে রেল

প্রতিবেদন : আগরতলা থেকে কার্যত খালি হাতে ফিরেছে বাংলা। যে ম্যাচ থেকে ৬ পয়েন্ট আসবে আশা করা গিয়েছিল, সেখান থেকে এসেছে মোটে ১ পয়েন্ট। এই অবস্থায় বাংলা শনিবার রেলওয়েজের মুখোমুখি হচ্ছে। এই ম্যাচ থেকে কত পয়েন্ট ঘরে আসে সেটাই এখন দেখার। আপাতত বাংলার ঘরে ১৩ পয়েন্ট।

সুরাতের লালভাই কন্ট্রাক্টর স্টেডিয়ামে শনিবার থেকে এই ম্যাচ শুরু হবে। গ্রুপ সি-র এই ম্যাচের আগে লক্ষ্মীরতন শুক্লার দল অবশ্য কিছুটা কমজোরি হয়ে পড়েছে কয়েকজন প্রথম দলের ক্রিকেটারকে হারিয়ে। অভিমন্যু ঈশ্বরণ এ দলের হয়ে খেলছেন। আকাশ দীপও তাই। আগের ম্যাচের অধিনায়ক অভিষেক পোড়েল ভারত এ-র ওয়ান ডে দলে সুযোগ পাওয়ায় তিনিও নেই। ত্রিপুরা ম্যাচে হনুমা অসাধারণ সেঞ্চুরি করেছেন। কিন্তু ম্যাচের তৃতীয় দিনে গোটা চারেক ক্যাচ ফেলে ম্যাচ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল বাংলা। এরমধ্যে অভিষেক একাই উইকেটের পিছনে দুটি ক্যাচ ফেলেছেন। রেল ম্যাচে পরিস্থিতির উন্নতি হয় কি না সেটাই দেখার। একইভাবে টপ অর্ডার ব্যাটিংয়ে ধারাবাহিকতা নেই। সেটাও ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। রান চাই অনুষ্টুপের ব্যাটে। শাহবাজকেও ভাল করতে হবে।

রেলওয়েজ আগের ম্যাচে অসমের সঙ্গে ড্র করেছে। অসম দ্বিতীয় ইনিংসে ২০৯ রানে গুটিয়ে যাওয়ার পর তারা ১ উইকেটে ৯৭ রান করেছিল। একসময় বুধি কুন্দরণ, সঞ্জয় বাঙ্গার, মুরলী কার্তিক, করণ শর্মারা রেলের হয়ে খেলেছেন। ৩৮ বছর বয়সে করণ অবশ্য এখনও দলের স্তম্ভ। তাঁকে দ্রুত ফেরাতে হবে।

সুনীলের অবসর বার্তা

প্রতিবেদন : জাতীয় দলের হয়ে আর খেলতে চান না সুনীল ছেত্রী। কোচ খালিদ জামিলকে তেমনটাই জানিয়েছেন ৪১ বছরের ভারতীয় তারকা স্ট্রাইকার। একইসঙ্গে পেশাদার ফুটবলকে বিদায় জানানোরও ইঙ্গিত দিলেন সুনীল। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে ভারতের সর্বকালের সেরা গোলদাতা জানিয়েছেন, বেঙ্গালুরু এফসি ২০২৫-২৬ মরশুমে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হতে না পারলে এটাই তাঁর শেষ মরশুম হবে।

সুনীল বলেছেন, আমরা আইএসএল জিততে পারলে আরও একবার ক্লাবের জার্সি পরে আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলার সুযোগ পাব। এএফসি প্রতিযোগিতায় খেলতে পারব। তবে ৪২ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলা কঠিন। আমার এখন লক্ষ্য, অবসরের আগে শেষ মরশুমে অন্তত ১৫ গোল করা। সুনীল বলেছেন, ফিরে আসার পর আমার প্রধান লক্ষ্যই ছিল, এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে ভারতীয় দলকে সাহায্য করা। তবে আক্ষেপ নেই। যদি কোয়ালিফায়ার না থাকত তাহলে হয়তো ফিরতাম না। কিন্তু আশা পূরণ না হওয়ায় আর জাতীয় দলে খেলতে চাই না। আশা করি, কোচ এটা বুঝবে।

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শনিবার শেষ টি-২০ ম্যাচে ২৫ শতাংশ বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে বলে জানিয়েছে ব্রিসবেনের আবহাওয়া দফতর

বিরাট, রোহিত ঘরোয়া ক্রিকেট খেলুক : স্টিভ

সিডনি, ৭ নভেম্বর : অস্ট্রেলিয়ায় সিরিজের শেষ ওয়ান ডে-তে ভারতীয় দলের দুই মহাতারকা রানে ফিরেছেন। সেঞ্চুরি করেন রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলিও হাফ সেঞ্চুরি করেন। কিন্তু ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলার লক্ষ্য নিয়ে এগোনো দুই সিনিয়র ব্যাটার কি ততদিন নিজেদের ফর্ম ও ফিটনেস ধরে রাখতে পারবেন? এই প্রশ্নই ঘুরছে ক্রিকেটমহলে। ভারতীয় নির্বাচকরা চান, ঘরোয়া ক্রিকেট খেলুন রোহিত ও বিরাট। দু'বছর পর পরের ওয়ান ডে বিশ্বকাপ পর্যন্ত নিজেদের ছন্দে রাখতে হলে ঘরোয়া

ক্রিকেট খেলাটা ন্যূনতম মানদণ্ড। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক স্টিভ ওয়াও একই কথা শুনিয়ে রাখলেন। তরুণদের স্বার্থেই যে বিরাট ও রোহিতকে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হবে, তা স্পষ্ট করে দিলেন স্টিভ। সংবাদসংস্থা এএনআই-কে স্টিভ বলেছেন, রোহিত ও বিরাট মাত্র একটা ফরম্যাটে খেলেন। ওদের জন্য পরিস্থিতি আলাদা। তাই ঘরোয়া ক্রিকেট অবশ্যই খেলতে হবে। শুধু ওদের দু'জনকেই নয়, ভারতীয় ক্রিকেটারদের বেশি করে রঞ্জি ম্যাচ খেলা উচিত। শুধু নিজেদের তৈরি রাখার জন্যই নয়, তারকারা খেললে ঘরোয়া ক্রিকেটের মান বাড়বে, তরুণরাও উপকৃত হবে। তারাও উন্নতি করবে। ঘরোয়া ক্রিকেট খেলাটা তারকাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট না থাকলে রাজ্য দলের হয়ে গোটা দুয়েক ম্যাচ খেলাটা চাপের ব্যাপার নয়। শচীন তেন্ডুলকর না বিরাট কোহলি! ওয়ান ডে-তে কে সেরা ব্যাটার? এই বিতর্কের অবসানও করে দিলেন প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় তারকা। স্টিভ বললেন, সাদা বলের ক্রিকেটে বিরাট ও রোহিত সাদা বলে দুই সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়। বিরাট কোহলি সম্ভবত সর্বকালের সেরা ওয়ান ডে প্লেয়ার। একজন ভক্ত হিসেবে তাকে সর্বত্র খেলতে দেখতে চাই। গোল্ড কোস্টের মানুষ বিরাট, রোহিতকে খেলতে দেখতে ভালবাসে। কিন্তু প্রতি ম্যাচে সেটা সম্ভব নয়।

গাব্বায় আজ সিরিজ জয়ের হাতছানি

ব্রিসবেন, ৭ নভেম্বর : গাব্বা নিয়ে মহাকাব্য আছে ভারতীয় ক্রিকেটে। চার বছর আগে এখানে অলৌকিক ইনিংস খেলেছিলেন ঋষভ পন্থ। তাঁর ৮৯ নট আউট ভারতীয় ক্রিকেটে এক আস্ত লোকগাথা। ঋষভ বর্তমানে ভারতীয় এ দলের হয়ে খেলছেন। আর ভারতীয় দল শনিবার গাব্বায় শেষ টি ২০ ম্যাচে খেলবে।

পরপর দুটো ম্যাচ জিতে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ২-১-এ দাঁড়িয়ে ভারত। শনিবার জিতলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা অস্ট্রেলিয়া থেকে টি ২০ সিরিজ জিতে ফিরবেন। তাহলে সেটা ইটের বদলে পাটকেল বলে বিবেচিত হতে পারে। যেহেতু কয়েক মাস আগে এই অস্ট্রেলিয়ায় রোহিত শর্মার দল টেস্ট সিরিজ হেরে এসেছিল।

শুভমন ও অভিষেক। ডানদিকে, বরুণকে আজ এই মেজাজে দেখতে চায় দল।

কিন্তু অনেকের কাছে সেটা ছিল অভিশপ্ত অস্ট্রেলিয়া সফর। কারণ তারপরই ভারতীয় ক্রিকেটে সুনামি-ভূমিকম্প সব একসাথে ঘটেছে। গম্ভীর ও আগারকর জুটি দলের পুরো খোলনলচে বদলাতে শুরু করেন। রোহিত-বিরাট টেস্ট থেকে অবসর নিয়ে নেন। কে জানে এই অস্ট্রেলিয়া সফরের পর আবার সেরকম কোনও কাণ্ড ঘটে কিনা!

আলোচনাটা আসছে, যেহেতু টি ২০ অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের ব্যাটে রান নেই। সেই এশিয়া কাপ থেকে এমন কাণ্ড ঘটছে। ফলে তাঁর জায়গা হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা দেখছেন অনেকে। কিন্তু যুক্তির বিচারে সেটা সম্ভব কিনা সেই প্রশ্নও উঠছে। শুভমনকে এই ফর্ম্যাটেও অধিনায়ক করার ভাবনা আছে। কিন্তু কোন যুক্তিতে? শুভমনের ব্যাটে রান কোথায়? তবে জেদের কাছে যুক্তি অনেক সময় উড়ে যায়। এটা বাস্তব সত্য।

পরপর দুই ম্যাচে জিতে ভারতীয়রা মোমেন্টাম পেয়ে গিয়েছেন। কিন্তু গোল্ড কোস্টের ম্যাচ ধরলে ব্যাটিং নিয়ে প্রশ্ন আসবে। সবথেকে বেশি রান শুভমনের। সংখ্যাটা ৪৬। তাহলে কোথায় গেল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের ব্যাটিং? ভারত ১৬৭ করেও সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে বোলারদের জন্য। নাহলে এই রান বোর্ডে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার মতো দলকে হারানো যায় না।

প্রশ্ন উঠছে দল নিয়েও। শুভমনকে শুরুতে আনতে গিয়ে দলের ব্যালান্স নড়ে গিয়েছে। সঞ্জু স্যামসন ছিটকে গিয়েছেন। জিতেশ শর্মা এত ভাল কিপার-ব্যাটার যে টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে তিনি সঞ্জুর থেকেও বেশি নম্বর পাচ্ছেন। এসবে অক্ষর প্যাটেলের মতো ছন্দে থাকা অলরাউন্ডারকে পিছিয়ে সাতে চলে যেতে হয়েছে। অক্ষর এরপরও দাবি করেছেন তাঁর কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু লোকে তো এটা পছন্দ করছে না।

ব্রিসবেনের উইকেটে বল বেশ গতিতে ছোটে। হ্যাজলউড থাকলে মুশকিল হত। তবে ইনগ্লিশ আর বার্টলেট ভাল বল করছেন। উল্টোদিকে বুমরা রান তোলা থামাতে পারলেও বেশি উইকেট পাচ্ছেন না। অর্শদীপ প্রথমদিকে সুযোগ পাননি। পরে পেলেও ধারাবাহিকতা নেই। এতে ঘুরেফিরে সেই স্পিনারদের উপরেই ভরসা করতে হচ্ছে। কপাল ভাল যে অক্ষর আর বরুণ উইকেট পাচ্ছেন।

শনিবার জিতলে সিরিজ ৩-১ করে ফেলবে ভারত। কিন্তু হেরে গেলে সিরিজ ২-২ হয়ে যাবে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের জন্য এখানে সিরিজ জয় খুব জরুরি। বিশেষ করে ২০২৬-এ যখন টি ২০ বিশ্বকাপ রয়েছে। ভারতীয় ড্রেসিংরুমকে বোধহয় দল নিয়ে এত পরীক্ষাও বন্ধ করতে হবে। না হলে বিশ্বকাপ এসে যাবে কিন্তু প্রথম এগারো অনিশ্চিয়তার মধ্যে থাকবে।

বুমরা নয়, ভারতের অস্ত্র বরুণ : অশ্বিন

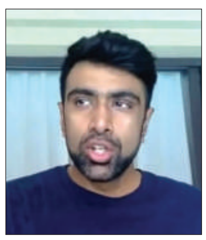

চেন্নাই, ৭ নভেম্বর : আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের মূল অস্ত্র হতে পারেন কে বা কারা? রবিচন্দ্রন অশ্বিন মনে করেন, কুড়ির বিশ্বকাপে দু'জন আতঙ্ক তৈরি করতে পারেন বিপক্ষ শিবিরে। একজন বরুণ চক্রবর্তী, অন্যজন অভিষেক শর্মা। একজন ব্যাট হাতে ইনিংসের শুরুতেই বিপক্ষ শিবিরে ত্রাসের সঞ্চার করছেন। আর একজন স্পিন রহস্য নিয়ে যে কোনও উইকেটে ব্যাটারদের দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠছেন। আগে জসপ্রীত বুমরাকেও আতঙ্ক বলে মনে হত ভারতীয় দলের প্রাক্তন স্পিনার-অলরাউন্ডারের। কিন্তু এখন অশ্বিন দেখছেন, বুমরাকে সহজেই সামলে দিচ্ছেন ব্যাটাররা। কিন্তু স্পিনার বরুণ এখনও তাঁদের কাছে রহস্য!

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বিন বলেছেন, আগে মনে হত বুমরাকে সামলাতে না পারলে ভারতকে হারানো সম্ভব নয়। এখন মনে হয়, বরুণকে সামলানো বেশ কঠিন। অভিষেক শর্মা ও বরুণ ব্যর্থ না হলে ভারতকে হারানো কঠিন। প্রাক্তন স্পিনার যোগ করেন, যদি কোনও দল ভারতের মাটিতে টি-২০ বিশ্বকাপ জিততে চায়, তাহলে তাদের দু'টি বিষয় আয়ত্ত করতে হবে। আগে হলে বলতাম বুমরাকে ঠিকঠাক সামলানো। কিন্তু বরুণ চক্রবর্তীকে সামলাতে টিম ডেভিডকে যেভাবে দেখলাম, তাতে আমার মনে হয় ভারতকে হারাতে হলে দলগুলিকে অভিষেক শর্মা এবং বরুণ চক্রবর্তীকে নিয়ে পরিকল্পনা করতে হবে।

অশ্বিন অবশ্য মানছেন, গোল্ড কোস্টে সঠিক পরিকল্পনা করে অভিষেককে আটকে দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। তাই বিশ্বকাপে তৈরি হয়েই আসবে দলগুলি।

বিরাট এখন আগের থেকে শান্ত : কাইফ

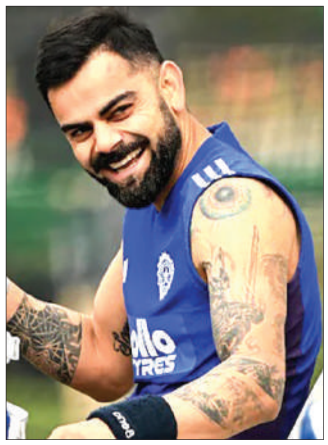

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর : গত কয়েক বছরে বিরাট কোহলি অনেক শান্ত হয়ে গিয়েছেন। ম্যাচুরিটি এবং সেইসঙ্গে খেলাটা আরও বুঝতে পারাতেই এই পরিবর্তন বলে জানিয়েছেন মহম্মদ কাইফ।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে কাইফ বলেছেন, আগের আর এখনকার বিরাটের মধ্যে অনেক তফাত দেখতে পাচ্ছেন। বিরাট অনেক শান্ত হয়ে গিয়েছেন। বিয়ের আগে আর পরের বিরাটের মধ্যে পার্থক্য ধরা পড়ছে। মাঠে বিরাটের মানসিকতারও পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন কাইফ। তিনি বলেছেন, এখন বিরাটকে দেখি রাবাডাকে স্টেপ আউট করে বাউন্ডারি মেরেও শান্ত থাকে। এরকম এক ঘটনার পর বিরাট আমাকে বলেছিল, আমি প্রথমেই রাবাডাকে মারলাম যাতে ও মাথায় চড়তে না পারে।

কাইফ বলেছেন, এত বছর খেলার পরেও বিরাট আরও উন্নতি করার চেষ্টা করছে। ও মানুষ হিসাবেও আগের মতই রয়েছে। কাউকে আগে ভাই বলে থাকলে এখনও সেটাই বলে। কারও সঙ্গে যদি আগে খেলে থাকে তাহলে দেখা হলে সম্মান জানাবে। ওর এই ব্যবহারে পরিবর্তন আসেনি। বিরাট আরসিবির হয়ে নতুন কোনও বিজ্ঞাপন চুক্তিতে যাননি। যা নিয়ে কাইফ বলেছেন, হয়তো ও আরও দেখে নিতে চাইছে। হয়তো পরের বছর আরসিবি নামটা থাকবে না। নতুন মালিক এলে তারা কোনদিকে যেতে চায় সেটা দেখার জন্যই হয়তো বিরাট অপেক্ষা করছে। বলেছেন কাইফ।

আমি যখন শিশু

বড় হয়ে বাবার মতো কে না হতে চায়! কিন্তু বড় হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ফেলে-আসা শৈশব লুকিয়ে পড়ে অতীতে। সময়ের গহ্বরে আমার সেই ছোট্ট আমিটা চাপা পড়ে যায়। অনেক ব্যস্ততা আর ক্ষণিক অবসরের ভিড়ে তাঁরা কি আজও সেই ছোটবেলায় ফিরে যান? ঝালিয়ে নেন ফেলে-আসা শিশুমনের দুষ্টু-মিষ্টি অভ্যেসগুলোকে? আন্তর্জাতিক শিশুদিবস উপলক্ষে বললেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টরা। শুনলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

আমি আজও ছোটই আছি

রেশমী মিত্র (পরিচালক)

» আমি তো এখনও সেই ছোট্ট আমিটার থেকে বেরোতেই পারিনি! আজও ছোটই আছি। আমাকে যারা খুব কাছ থেকে চেনে তারা জানে। আমি মুম্বইয়ে সারাদিনের শুটিং-এর পর বাড়ি ফিরি। এখানে একাই থাকি। রাতে নিজের ঘরে ঢুকি, সেখানে বিছানায় সাজিয়ে রাখা সফট টয়েজগুলোর সঙ্গে অনর্গল কথা বলে যাই। তখন ওদেরকে স্ক্রিপ্ট শোনাই, মনের কথা বলি। আমার কলকাতার বাড়িতেও ভর্তি সফট টয়েজ। ওদের প্রতিও ভীষণ টান। আমার মুম্বইয়ে বাড়িতে রোজ সকালে একটা কাক আসে। ওর নাম দিয়েছি বাবুরাম। ও রোজ ঠিক ছ'টায় আসে আর ঠোঁট দিয়ে কাঁচের জানলা ঠকঠক করে। বাবুরাম একদম নিরামিষ খায় না তাই ওর জন্য আমি কাঁচা চিকেন আনি। ও আবার মাঝে-মধ্যে কতগুলো বন্ধুও নিয়ে আসে। আমি আবার ওদের সঙ্গেও খুব কথা বলে যাই। আমি একবার একটা লোকেশন দেখতে গেছি দেখি সেখানে কত সফট টয়েজ তার মধ্যে একটা বিরাট সিংহ। আমি তখন এক মুহূর্তেই ভুলে গেছি যে আমি একজন ডিরেক্টর, লোকেশন দেখতে এসেছি! ব্যস ওই বিশাল সিংহটাকে কোলে নিয়ে বসে পড়লাম আর কথা বলতে শুরু করে দিয়েছি। সেই বাড়ির লোকজন তো আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। সেদিকে খেয়ালই নেই! আমি আজও কারও থেকে কোনও গিফট পেলে সে যা-ই হোক, যে দামের হোক এত খুশি হয়ে যাই যে কী বলব! আমার আরও একটা ছেলেমানুষি রয়েছে যেটার কারণে আমার মেয়ে খুব রেগে যায়। কোথাও কেনাকাটা করতে গেলে আগে জিজ্ঞেস করি সেই জিনিসটার সঙ্গে কোনও ফ্রি গিফট আছে কি না। সে অনলাইনে কিছু কেনা হলেও আমার মনে হয় একটা কি ফ্রি গিফট পাব না? শপিং মলে গিয়ে হাজার হাজার টাকার শপিং করছি অথচ বিল করার সময় ওদের মাথা খেয়ে ফেলি একটা কোনও ফ্রি গিফট বা কমপ্লিমেন্টরি কিছু দিতে! আমাকে কিছু দিতেই হবে। হয়তো সেলসম্যান আমাকে একটা ছোট্ট শ্যাম্পুর স্যাশে দিল তাতেই আমি এত খুশি যে কী বলব! এখানে বলে না বিদেশেও যখন শপিং করতে যাই এই রকমই করতে থাকি একটা ফ্রি গিফটের জন্য। কিছু একটা দিল হয়তো যেটা আমার কাজেই লাগল না— তাও চাই।

আমার শিশুমন সবসময় বেঁচে আছে

জিনিয়া সেন (চিত্রনাট্যকার)

» আমাকে যাঁরা চেনেন না তাঁরাই ভাববেন চিত্রনাট্যকার জিনিয়া সেন সিরিয়াস মানুষ। আমার মধ্যে সেই শিশুটা সবসময় বেঁচে আছে। যদি আমি ততটাই ম্যাচিওর হতাম তাহলে ফেসবুকে গিয়ে ট্রোলারদের সঙ্গে তেড়ে ঝগড়া করতাম! সেটা করি তার মানে আমার মনটা এখন সেই ছোটই আছে স্কুলে যেমন বন্ধুরা দুমদাম ঝগড়া করে ফেলতাম বা যে-কেউ সেটা করে সেটাই করে ফেলছি বড় হওয়ার পরেও। ঝগড়ার সময় অত কিছু ভাবছি না যে আমি কী বা কে। সব কিছুই যা একটা বাচ্চা পছন্দ করে আমিও করি। আমার যারা টিম তারা জানে। হইহই করে বেরিয়ে পড়লাম ফুচকা, চুরমুর, ঝালমুড়ি, আলুকাবলি খেতে। এখনি আইসক্রিম খেতে ইচ্ছে করছে তো এখনই আইসক্রিমটা খেতেই হবে আমাকে। যা ইচ্ছে হয় তাই করি। একা একা ঘুরব খুব ইচ্ছে সেও করেছি যদিও কেউ আমাকে পুরো একা ছাড়েনি, প্রোডাকশনের একজন ছিল আমার সঙ্গে। আমি সাইক্লিং করি। শিশুসাহিত্য আমার কাছে খুব কাছের। আমি পড়ি। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায়ের ছোটদের যেসব গল্প, আরও যাঁরা শিশুসাহিত্যিক রয়েছেন, তাঁদের লেখা পড়ি। শুধু আমি নয়, আমার স্বামী পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এখনও শিশুসুলভ মানুষ। তাঁর সবটা দেখে-শুনে দিতে হয়। নিজের প্রতি যত্নশীল নন। জামাকাপড় থেকে খাওয়াদাওয়া সবটা গাইড করে দিতে হয়।

রূপকথার গল্পের বই পড়ি

লোপামুদ্রা মিত্র (সঙ্গীতশিল্পী)

» আমার তো মনে হয় আমি যা যা করি সারাদিন সবটাই আমার শিশুমনটাই করে। সেই মন কোনও কিছু ভেবেচিন্তে করে না। আমার কাছে স্টেজটা সবচেয়ে বড় জায়গা। স্টেজে যখন উঠি তখন আমি স্টার, আমি সেলেব্রিটি এগুলো একদম মাথায় থাকে না। তখন আমার গান আর আমি সবটাই যেন শিশু। শিশু মনের আর্তিতে আমি গান গাই, মগ্ন হয়ে যাই। কারণ দেখবে একটা শিশুর মধ্যে তাকে কে দেখছে, কে করতালি দিচ্ছে, কে দেখছে না, কে কী বলছে— সেইসব নিয়ে কোনও বোধ থাকে না। সে আপনতালে নিজের ভাল লাগার কাজটা করতে থাকে। আমিও ঠিক তেমনটাই করি। আমি বেড়াতে চলে যাই হুটহাট কোনও চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই। একটা কিছু পছন্দ হলে দুম করেই কিনে ফেলি অগ্রপশ্চাৎ কিছুই ভাবি না। আমার ছেলেমানুষি মনটা নিয়ে আমি কত কী ভুল যে করে ফেলি তার অন্ত নেই, মানুষকে ভালবেসে ফেলি না বুঝেই। চট করে মনে লেগে যায়, দুঃখ পেয়ে যাই, অভিমান হয়ে যায়। ছোটদের বই পড়ি বিশেষ করে রূপকথার গল্প পড়তে আমি ভীষণ ভালবাসি। দীপান্বিতা রায় নানা ধরনের রূপকথার গল্প লেখেন, আমি ওঁর গল্প খুব পড়ি।

আজও পুজোয় ক্যাপ বন্দুক চাই

শ্বেতা মিশ্র (অভিনেত্রী)

» আমি তো এখনও পুজোর সময় ক্যাপ বন্দুক ফাটাই সেই ছোটবেলার মতো। ওটা আমার চাই-ই চাই। আমার ভীষণ পছন্দের। অনেককে একথা বলতে শোনা যায় হিলিং ইওর ইনার চাইল্ড। আমাদের যে হিলিং দরকার সেটা কিন্তু সেই ফেলে-আসা শিশুমনের। আমি সেটাই করতে থাকি আমার ছোট মনকে বাঁচিয়ে রেখে। আমি এখনও খেলনা কিনি এবং তার জন্য আমার মধ্যে কোনও লজ্জা নেই। নিজের কাছে রেখে দিই যত্ন করে। ছোটদের গল্পের বই বিশেষ করতে কমিকস পড়তে এখনও ভালবাসি। ছোটবেলায় কিনতাম এখনও আমি কমিকস কিনি। মার কাছে প্রচণ্ড বায়না করি। ঝগড়া করি। একটা খাবার খেতে ইচ্ছে করলে সেটা নিয়ে চলতেই থাকে কখন মা সেটা বানিয়ে দেবে। আমার ছোট বোন আছে, ওর সঙ্গে একদম ছোট হয়ে যাই। আমরা দু'জনে রাত জেগে গল্প করি কারণ ছাড়াই সামান্য কোনও বিষয়ে হেসে গড়িয়ে যাই।

(আরও পড়ুন ১৮ পাতায়)

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

8 November, 2025 • Saturday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

আমি যখন শিশু

(১৭ পাতার পর)

এখনও পকেটমানি বায়না করি

দেবলীনা কুমার (অভিনেত্রী, নৃত্যশিল্পী)

» আমি তো সবসময় ছোট বাচ্চাদের মতোই কাজ করে ফেলি এবং আমার আশপাশের সবাই এটা ভীষণ এনজয় করে। আমি প্রচণ্ড বিরিয়ানি খেতে ভালবাসতাম ছোট থেকেই আর বিরিয়ানি যেখানেই খাই পরের দিনের জন্য সরিয়ে রেখে দিতে বলতাম মাকে, এখনও আমি এটাই করি। সবটা খাব না, খানিকটা আবার খাব বলে তুলে রেখে দেব। এখনও সেই ছোটবেলার মতো বাবার কাছে আর দিদার কাছে পকেটমানি নিই। দিদা এখন পুজোর সময় দেয় তবে বাবারটা এখনও বন্ধ হয়নি, প্রতিমাসে ওটা আমার চাই-ই। আমার এই পকেটমানির বায়নার কথা জেনে গৌরবও আমাকে বলেছিল, তাহলে আমিও দেব তোমাকে পকেটমানি! আমার তো দারুণ মজা! ওর কাছ থেকেও পেয়ে যাই। গৌরব পুজোর সময় আমাকে পকেটমানি দেয়। এখনও পুতুল কেউ দিলে আমার আনন্দ-আহ্লাদের সীমা থাকে না। আমি নিজে পুতুল কিনি। হঠাৎ করে বেরিয়ে পড়লাম ফুচকা খেতে ইচ্ছে হল। এখনও কোথাও বেড়াতে গেলে ট্রেনেই যাই। সেই ছোটবেলার ট্রেনে বেড়াতে যাওয়া এতটা আনন্দের ছিল যে ওটা কোনওদিন ছাড়িনি।

ক্রিকেট খেলি সুযোগ পেলেই

দেবারতি মুখোপাধ্যায় (সাহিত্যিক)

» আসলে পরিস্থিতি আমাদের বড় করে দেয়। চার, পাঁচ বছর পর্যন্ত সে শিশুসুলভই থাকে যে যা বলে তাই করে, সবাইকে বিশ্বাস করে কিন্তু ধীরে ধীরে জীবনে নানা বাধা, বিঘ্ন, ঠোক্কর খেয়ে শিখতে থাকে আর বড় হতে থাকে। জীবনই তাকে বড় করে দেয়। আমাদের সবার ক্ষেত্রেই তাই। এত জটিল যুগ সেখানে কেউ শিশুমন আঁকড়ে থাকলে তাকে পদে পদে আঘাত পেতে হবে। তাই বলে কি মনের ভিতরের সেই ছোট্ট আমিটা হারিয়ে যায়? তা নয়। তেমন ছেলেমানুষি আমার মধ্যেও আছে। আমি হঠাৎ করে বেড়াতে চলে যাই। এমনটাও হয়েছে অফিস বেরিয়েছি আর সেখানে না গিয়ে টিকিট কেটে কোথাও চলে গেছি। কাউকে না বলে দুম করে চলে গেছি এমন তো আকছার হয়েছে। আগে বাড়ির লোক খুব বকাবকি করত, রেগে যেত, এখন ওরা বুঝে গেছে আমার এই ছেলেমানুষি। কখনও ছেলের সঙ্গে সারাদিন ঘুরলাম। আমি ছোটবেলায় খুব ক্রিকেট খেলতাম। এখনও সময়-সুযোগ-অবসর পেলেই ক্রিকেট খেলতে নেমে পড়ি। আমার ক্রিকেটের সমস্ত সরঞ্জাম ছিল, এখনও আছে। এখন তো আমার বড় খেলার সঙ্গী ছেলে। বাবার কাছে কখনও বায়না তেমন করিনি। তবে একটা বায়না খুব করতাম যে আমাকে একটা বেহালা কিনে দিতে হবে। আমার বেহালা বাজানোর শখ সেই ছোট থেকে। কিন্তু আমি তো মফসসলের মেয়ে। বাবা শুনে বলেছিল, আমি বেহালা কিনে দিতে পারি যদি তুমি বেহালার টিচার খুঁজে আমাকে দিতে পারো। কিন্তু তখন আমরা যে শহরে থাকতাম বেহালার শেখাবে এমন কোনও শিক্ষক খুঁজে পাইনি ফলে শেখা হয়নি। কিন্তু বড় হয়ে যখন চাকরি করলাম তখন আমার সেই শখটা সবার আগে পূরণ করেছি একটা বেহালা কিনেছিলাম এবং শিখেছিলাম। আমি ছোটবেলায় খুব সাইকেল চালাতাম। বড় হয়ে দু'চাকা, চারচাকা— সব চালাতে শিখেছি, লাইসেন্স করেছি। মনে হয় একা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। আমার বর খুব বাস্তববাদী ও আমাকে যে যখন কিছু জিনিসে বাধা দেয় আমার বিরক্ত লাগে কিন্তু পরে বুঝি আমার ছেলেমানুষি আচরণের কারণে মাঝে মাঝে হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি যাতে আমার ক্ষতি।

এখনও আমি সুকুমার রায় পড়ি

রিমা মুখোপাধ্যায় (মনোবিদ)

» আমাদের মধ্যে তিনটে সত্তা কাজ করে। যাকে বলে ইগো স্টেট। একটা চাইল্ড, একটা প্রাপ্তবয়স্ক বা অ্যাডাল্ট আর একটা বাবা-মা বা পেরেন্ট। এর মধ্যে একটা রয়েছে স্পনটেনিয়াস চাইল্ড অর্থাৎ দুম করে বেরিয়ে পড়া, ফুচকা খাওয়া, সিনেমা দেখতে চলে যাওয়া। অত কিছু ভেবে-চিন্তে না করে একটা ভীষণরকম আনন্দে মেতে থাকা। এটাকে যারা বাঁচিয়ে রাখতে পারে তারা খুব হাসিখুশি হয়, ওদের বয়স কখনও কমে না। তবে সবাই নয়। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুমন ধামাচাপা পড়ে যায়। আমি তো এখনও রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফুচকা খাই। অনেকেই আমাকে দেখে অবাক হয়েছে। আমি গঙ্গার ধারে বসে মানুষ দেখতে ভালবাসি। মনে হয় জলের কাছে গিয়ে একাই বসলাম, ঝালমুড়ি খেলাম। এক-আধবার করেওছি কিন্তু কতটা আর করা সম্ভব? নিজেরই হাসি পায়। গড়িয়াহাটের ওপর দিয়ে যখন যাই তখন মনে হয় গাড়ি থেকে নেমে ক্লিপ, টিপ কিনি। কিনেওছি বেশ কয়েকবার। কিন্তু ওই কোথায় গাড়ি রাখব। ওই টিপ, ছোট ছোট ক্লিপ কিন্তু পরব না বা আমার দরকার নেই তাও কিনি বা কিনতে ইচ্ছে করে। খুব ছোটবেলায় মা আমাকে রেডি করে দিত। দুটো বেণী বেঁধে দিত। আমার ডাকনাম ছিল ঝুমি। এখনও রাতে আমি আজও দুটো বিনুনি করে শুই। বাড়ি ফিরে খুব যখন ক্লান্ত লাগে তখন আমি বাড়িতে বরকে বা ছেলেকে বলি আমার চুলটা একটু বেঁধে দাও-না বা বেঁধে দে না! আরও একটা মজার অভ্যেস আমার আছে, আমি গ্রাইপ ওয়াটার খেতে খুব ভালবাসতাম ছোটবেলায়। এখনও কিন্তু সেই লোভটা যায়নি! দোকান থেকে কিনেছি কতবার। দোকানদার চেনা সে অবাক হত কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারত না, ভাবত কেন কিনছি। বাড়িতে তো কোনও ছোট বাচ্চা নেই। বাড়িতে এনে যখন খাবার টেবিলে রেখেছি বাড়ির লোক অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকেছে কিন্তু তাতে কী! ওটাই তো আমার আনন্দ। এখনও ছোটদের বই পড়ি, সিনেমা দেখি। সুকুমার রায় পড়তে কী যে ভাল লাগে! আমার মা বলতেন, ঝুমি আর ডাঃ রিমা মুখোপাধ্যায় দুটো মানুষ সম্পূর্ণ আলাদা। আমি তো ঝুমিকে খুঁজেই পাই না!

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

১৯
৮ নভেম্বর ২০২৫
শনিবার

8 November, 2025 • Saturday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

খেলাতে নেই মন

খেলতে ভুলেছে ছোটরা। যুগের হাওয়ায় হঠাৎ হারিয়েছে তাদের শৈশব। আগের সেই মাঠ-ঘাট প্রান্তরের স্নেহ, খেলনাবাটির আদর তারা পায় না। এখন বরং মোবাইল, ভিডিও গেমেই দারুণ স্বচ্ছন্দ তাঁরা। কিন্তু কেন এমন বিবর্তন? এর জন্য কী সমস্যায় পড়তে পারে তারা। আন্তর্জাতিক শিশুদিবসের কথা মনে রেখে আলোচনায় পেরেন্টিং কনসালটেন্ট

পায়েল ঘোষ

রৌনকের মা তাকে চারবেলা খাওয়াতে নাজেহাল হয়ে যায়। অগত্যা টিভিই ভরসা তার মায়ের। পছন্দসই কার্টুন চালিয়ে দিলেই তা হাঁ করে দেখতে বসে যায় রৌনক। মায়েরও হাত চলতে থাকে দ্রুত তাকে খাওয়ানোর জন্য। সেক্ষেত্রে মাও খুশি, বাচ্চাও খুশি। কিন্তু সমস্যা বাধল অন্য জায়গায়। আড়াই বছরের রৌনক অন্য কোথাও গিয়ে খাওয়াদাওয়া করতে চায় না। কারণ বাড়ির ওই পরিবেশে ওই কার্টুনটাই চাই তার খাবার সময়। তা না হলে জেদ, কান্নাকাটি, শেষে কাঁদতে কাঁদতে বমি। এসব তার নিত্যদিনের উপসর্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরের ঘটনাটি সুহানিকে নিয়ে। প্রি-স্কুলে পড়া তিন বছরের সুহানি মা-বাবার সাথে ইন্টারভিউ দিতে গেছে। তার ইন্টারভিউ হয়ে যাওয়া মাত্রই সে ছুট্টে তার মা-বাবার কাছে চলে এসে মোবাইল ফোন নেওয়ার বায়না করতে শুরু করল। তার মা-বাবা তখন প্রিন্সিপালের সামনে ইন্টারভিউ দিতে ব্যস্ত। কিন্তু সুহানি এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে রাজি নয়। সেই মুহূর্তে তার মোবাইল ফোন চাই-ই চাই। সে তখন গেমস খেলবে। মা-বাবার হাজার বারণও সুহানিকে নিরস্ত করতে পারল না। উপরন্তু সে শুরু করল প্রচণ্ড ট্যানট্রাম। বলাই বাহুল্য সেই স্কুলে আর সে পড়ার সুযোগ পায়নি।

ছোট্ট ঋজু ভারী মিষ্টি স্বভাবের ছেলে ছিল। ওর পাঁচ বছরের জন্মদিনে ওর মা-বাবা ওকে একটি ভিডিও গেম উপহার দেয়। তারপর থেকে ঋজুর স্বভাবের বহু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। কার রেসিং খেলা ছাড়া ঋজু এক মুহূর্ত থাকতে পারে না। এমনকী স্কুল যেতে বা বন্ধুবান্ধবদের সাথে মিশতেও সে পছন্দ করে না আজকাল। উপরন্তু সে ভয়ঙ্কররকম আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে। সব কিছু ভেঙে ফেলার উপসর্গও দেখা যাচ্ছে আজকাল তার মধ্যে।

ছ'বছরের দূর্বার সমস্যাক আবার অন্যরকম। তার বাচনভঙ্গি বা কথোপকথনে ক্রমে সারল্যেতর ভাব হারিয়ে যাচ্ছে। বয়ফ্রেন্ড, কিস বা অ্যাফেয়ার এসব শব্দ তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। স্মার্টফোনের কিছু প্রাপ্তবয়স্কদের কনটেন্ট নিয়মিত দেখে দূর্বা। তাকে সেইসব কনটেন্ট দেখা থেকে কিছুতেই নিরস্ত করা যাচ্ছে না। উপরন্তু ক্রমশ স্মার্টফোন দেখার তাগিদে সে স্কুল না-যাওয়ারও বিভিন্নরকম বাহানা খুঁজছে।

উপরোক্ত চারটি ঘটনাই আজকাল শহর ও শহরতলির বাচ্চাদের দৈনন্দিন জীবনের খুব চেনা ছবি। খেলতে, ছুটতে, লাফালাফি করতে ভুলে গেছে বাচ্চারা। হারিয়েছে শৈশব। বদলে তারা ভিডিও গেম, মোবাইল, টিভিতেই আসক্ত। কিন্তু কেন? তার জন্য অনেকাংশে দায়ী আমাদের বর্তমান পারিবারিক বিন্যানস এবং দৈনন্দিন জীবনে ব্যালান্সের অভাব।

বর্তমানে বিশ্বের ৯২ শতাংশ লোকের হাতে মোবাইল ফোন আছে। এর ভেতর ৩১ শতাংশ কখনওই তাদের ফোন বন্ধ করে না। দেখা যাচ্ছে শিশুরা প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩ ঘণ্টা স্মার্টফোন ব্যবহার করে, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক সুপারিশকৃত সর্বোচ্চ সময়ের প্রায় ৩ গুণ। চলতি বছরে শিশুদের ওপর পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, দেশের প্রায় ৮৬ শতাংশ প্রি-স্কুল শিশু স্মার্টফোনে আসক্ত। এদের মধ্যে ২৯ শতাংশের মারাত্মক স্মার্টফোন আসক্তি রয়েছে। অন্যদিকে, মাত্র ১৪ শতাংশ শিশু অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে স্মার্টফোন ব্যবহার করে। আরও দেখা গেছে, প্রতি ১০ জন মায়ের ৪ জনই সন্তানের স্মার্টফোন আসক্তি সম্পর্কে অবগত নন।

একটি শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন কিছু জরুরি নিউরোট্রান্সমিটার (যেমন সেরোটোনিন, অক্সিটোসিন) যা তাদের মনকে উৎফুল্ল রাখে, মনঃসংযোগে সাহায্য করে। এই নিউরোট্রান্সমিটার নিঃসরণের জন্য বাচ্চাদের নিয়মিত খেলাধুলা এবং সৃজনশীল কাজের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। এর ফলে তাদের সামাজিক যোগাযোগ ক্ষমতার উন্নতি হয়। বাচ্চারা বিভিন্নরকম কথোপকথনের মাধ্যমে বড়দের সাথে মনের ভাব প্রকাশ করতে সক্ষম হয়,

বিভিন্ন বিষয়ে তারা তাদের অনুসন্ধিৎসু মনকে বড়দের সামনে তুলে ধরে। অভিভাবক, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী বা বন্ধুবান্ধব... এই ভিনবয়সি মানুষদের সাথে কীভাবে বাক্যপ্রয়োগ করবে, সেটার সম্যক ধারণাও তৈরি হয় তাদের।

টিভি, মোবাইল গেম বা যে কোনও ধরনের ভার্চুয়াল এন্টারটেনমেন্ট দেখার সময় আমাদের মস্তিষ্কের কোষ থেকে ক্ষরণ হয় এক ধরনের নিউরোট্রান্সমিটার, যার নাম ডোপামিন। এই ডোপামিনের ক্ষরণ আমাদের মনে এক ভাললাগার অনুভূতি সঞ্চার করে। তার ফলে অতি-সহজেই আমরা এই ধরনের এন্টারটেনমেন্ট মিডিয়ামগুলোতে আসক্ত হয়ে পড়ি। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত যতটা কম ডোপামিনের ক্ষরণ হয়।

কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ বাচ্চারা অণু পরিবারের অন্তর্গত। অনেক সময়ই বাবা-মা কর্মরত হওয়ার জন্য তারা গৃহসহায়িকার কাছে অনেকটা সময় কাটায়। (এরপর ২০ পাতায়)

২০
৮ নভেম্বর ২০২৫
শনিবার

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

8 November, 2025 • Saturday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in

খেলাতে নেই মন

(১৯ পাতার পর)

তাদের দৈনন্দিন রুটিনে খেলাধুলার কোনও স্থান নেই। নিজেদের অবসর সময় কাটাতে তাদের ভরসা মোবাইল-ল্যাপটপ বা ট্যাব। সেখানে কখনও তারা কার্টুন দেখছে, কখনও বা রিলস-শর্ট ভিডিও আবার কখনও বা অনলাইন গেম। অনেক সময়ই দেখা যায়, বাচ্চারা যে ধরনের ফোন ব্যবহার করে, তাতে পেরেন্টাল কন্ট্রোল থাকে না। অনেক সময় তারা বড়দের বিভিন্নরকম বিষয় বা ডার্ক কনটেন্ট দেখে ফেলে, যার প্রভাবে তাদের মনের মধ্যে বিভিন্নরকম চঞ্চলতা গ্রাস করে, অতিরিক্ত জটিল এবং আশঙ্কাগ্রস্ত হয়ে যায় মন। স্ট্রেস হরমোন কর্টিসলের পরিমাণ ক্রমে বাড়তে থাকে শরীরে। অনেক সময় অপরিণত বয়সে প্রাপ্তবয়স্কদের বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে গিয়ে বিভিন্ন সহজ সম্পর্কে অনর্থক জটিল বানিয়ে তোলে যার উদাহরণ কেস স্টাডির ঘটনাগুলোর মধ্যে উল্লিখিত আছে।

আরেকটি নেশার বিষয় হল অনলাইন গেম। যেখানে বিভিন্ন রকম নেতিবাচক বিষয় খেলার অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে খেলা চলাকালীন যে ধরনের অশালীন শব্দের প্রয়োগ করে বাচ্চারা কী রীতিমতো চিন্তাদায়ক। শুধু তাই নয়, বাচ্চাদের এই অনলাইন গেম খেলার নেশা এত তীব্র হয়ে যায়, কখনও কখনও ওরা স্থান-কাল-পাত্র ভুলে সবার সামনেই সে-সব ভাষা প্রয়োগ করে গেম খেলে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়, অনলাইন গেমের পরের লেভেলে যাওয়ার জন্য টাকার প্রয়োজন হয়। ছোট ছোট বাচ্চারা এই নেশায় আক্রান্ত হয়ে কখনও কখনও এতটাই বেপরোয়া হয়ে ওঠে যে বাড়ির লোকজনের আড়ালে ক্রেডিট কার্ড থেকে টাকা তুলে এই অনলাইন গেমের পরের স্তরে যাওয়ার চেষ্টা করে।

কী কী সমস্যায় পড়তে পারে শিশুরা

» আজকের শিশুরা রেডিয়েশন ঘেরা এক পরিবেশের মধ্যে বড় হচ্ছে। শিশুদের মস্তিষ্ক ইলেকট্রনিকস পণ্য থেকে নির্গত ক্ষতিকর তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণের প্রতি অতিমাত্রায় সংবেদনশীল। বড়দের তুলনায় শিশুদের মস্তিষ্ক প্রায় দ্বিগুণ এবং অস্থিমজ্জা প্রায় দশ গুণ বেশি বেতার তরঙ্গ শোষণ করে থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব শিশু দীর্ঘক্ষণ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে, তাদের মস্তিষ্ক ও কানে নন-ম্যালিগন্যান্ট টিউমার হওয়ার উচ্চতর আশঙ্কা থাকে।

» মোবাইল ফোনের স্ক্রিনের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকার কারণে চোখের রেটিনা, কর্নিয়া এবং অন্যান্য অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে মায়োপিয়া বা ক্ষীণদৃষ্টি সমস্যা। এই রোগের কারণে চোখে যন্ত্রণা ও মাথাব্যথায় ভোগে শিশুরা, ক্লাসের পেছনে বসলে সামনের বোর্ড স্পষ্ট দেখতে পায় না। ইদানীং খুব অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদের চশমা ব্যবহার করতে দেখা যায়।

» এক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, স্মার্টফোনে আসক্ত বাচ্চাদের ঘন ঘন মেজাজ বদলে যায়। কারণ ছাড়াই রেগে যাওয়া, অপর্যাপ্ত এবং অনিয়মিত ঘুম, অমনোযোগিতা, ভুলে যাওয়া, ভাষার দক্ষতা বিকাশ না হওয়া এবং ভাইবোন, বাবা-মা ও খেলার সাথীদের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা-সহ বিভিন্ন মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা হয়।

» ভবিষ্যতে আমাদের শিশুরা মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়বে। তারা নিজেদের সৃজনশীলতা হারিয়ে ফেলবে। ঘরকুনো স্বভাবের হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে বাবা-মায়ের সঙ্গে তাদের দূরত্ব সৃষ্টি হবে। পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কগুলো অটুট রাখার দক্ষতা শিখতে পারবে না। ক্রমে তারা হয়ে উঠবে একাকী এবং নিঃসঙ্গ, যা পরবর্তী জীবনে অবসাদ নিয়ে আসতে পারে।

» শিশুরা অনলাইনে ভায়োলেন্স ও সাইবার বুলিংয়ের মতো অপরাধের শিকার হতে পারে, যা তাদের কোমল মনে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

কী করবেন বড়রা

» বাড়ির বড়দের প্রধান কাজ তাঁদের সন্তানদের দৈনন্দিন রুটিনে বিশেষভাবে নজর দেওয়া। সেই রুটিনে যেন বিকেলবেলা আউটডোরে খেলাধুলো করার সময় সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়। বর্তমানে প্রচুর ক্রীড়া অনুশীলন কেন্দ্র আছে, সেখানে বাচ্চাদের যোগদান করানো যেতে পারে। অনেক সময় অভিভাবকরা দু'জনেই কর্মরত হলে বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে যাতে বাচ্চাকে নিয়মিত খেলতে পাঠানোর যায়।

» বাচ্চাদের স্ক্রিনটাইমের সময়সীমার ওপর বিশেষভাবে নজর রাখা উচিত যাতে কোনওভাবেই তা মাত্রাতিরিক্ত না হয়। এর সাথে সাইবার সিকিউরিটি বা পেরেন্টাল কন্ট্রোলের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন সফ্টওয়্যার অভিভাবকদের প্রয়োগ করা উচিত যাতে বাচ্চাদের স্ক্রিন কনটেন্টের ওপর তাঁরা যেন অবগত থাকেন।

» প্রতিদিন নিজেদের রুটিনে বাচ্চাদের জন্য আলাদা কিছুটা গুণগত সময় চিহ্নিত করে রেখে দিন। এই সময়ে ওদের সাথে প্রাণভরে গল্প করুন, ওদের নিয়ে হাঁটতে যান, কোনও সমস্যা থাকলে সেটা মন দিয়ে শুনুন, বিভিন্ন ধরনের ইতিবাচক কথা বলুন। ওদের বলা কথায় শোনার উৎসাহ দেখান।

» অনেক সময় বাচ্চাদের মনে বড়দের বিভিন্নরকম আচরণ, সম্পর্ক নিয়ে আগ্রহ জন্মাতে পারে। সেসব বিষয়ে মুক্তমনে আলোচনা করুন, বিজ্ঞানসম্মতভাবে তার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করুন। নিজেদের মনকে শান্ত এবং সংযত রাখুন।

» কখনও বাচ্চারা ফোনের মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্কদের কিছু বিষয় জানতে পারলে উত্তেজিত হয়ে বকাবকি না করে, শান্ত মনে বোঝানোর চেষ্টা করুন। ধীরে ধীরে কথা বলে বোঝার চেষ্টা করুন ওদের মনে সেসব বিষয় কতটা রেখাপাত করেছে। তারপর বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে ওদের বিশ্লেষণ করুন অপ্রয়োজনীয় বিষয় না দেখার জন্য।

» বাড়ির পরিবেশে শান্তি থাকা খুব প্রয়োজনীয়। যদি অভিভাবকদের মধ্যে ক্রমাগত অশান্তি, চিৎকার-চেঁচামেচি, উদ্ধত বাচনভঙ্গি চলতে থাকে, তাহলে অনেক সময়েই মনের দিক থেকে বিধ্বস্ত হয়ে বাচ্চারা ভার্চুয়াল জগতের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সেখান থেকে নানাবিধ সমস্যা দেখা যায়।

» বাচ্চার মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করুন। ছোটবেলা থেকে রোজ রাতে শোয়ার আগে বাচ্চাকে যদি বই থেকে গল্প পড়ে শোনানোর অভ্যাস তৈরি করা হয় তাহলে বাচ্চাদের মধ্যে বই পড়ার প্রবণতাও বাড়ে। তখন টিভি, মোবাইল বা ভিডিও গেমের আসক্তি থেকে অনেক সহজেই বাচ্চাকে দূরে রাখা যায়।

» মাঝে মাঝে বাচ্চাদের নিয়ে প্লে ডেট তৈরি করুন। ওদের খেলার সাথে নিজেরাও মেতে উঠুন। দেখবেন ওরা অনেক বেশি উপভোগ করছে ওদের শৈশবকে।

» অনেক সময় বিভিন্ন কার্টুন ক্যারেক্টার বা মোবাইল গেমস বাচ্চাদের ভায়োলেন্ট করে তোলে। কার্টুনে দেখানো বিভিন্ন মারপিট বা মোবাইল গেমের কার ক্র্যাশিং খেলা বাচ্চাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত ঘটায়। তারা অতিরিক্ত হাইপারঅ্যাক্টিভ বা অ্যাগ্রেসিভ হয়ে ওঠে। তাই লক্ষ রাখুন কী ধরনের প্রোগ্রাম বাচ্চারা দেখছে। সেক্ষেত্রে বাচ্চার সাথে একসাথে বসে ওকে সঠিক ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিন।

» বাচ্চাদের কখনই বড়দের সোপ সিরিয়াল বা ক্রাইম প্যাট্রল জাতীয় প্রোগ্রাম দেখতে দেবেন না। আমরা বড়রা অনেক সময়ই এ-ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারি না, তার ফলে অচিরেই বাচ্চাদের মনের মধ্যে অকারণ জটিলতা, ভয় বা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। নানারকম মানসিক রোগে আক্রান্ত হতে পারে তারা। শুধু তাই নয়, যে কোনও কাজে মনঃসংযোগ করতেও তাদের অসুবিধে হয়।

উপরোক্ত সব কিছুই সম্ভব হবে যদি বাবা-মা সঠিকভাবে সব কিছু প্ল্যান করেন। এর জন্য নিজেদের বাচ্চাদের সামনে রোল মডেল হিসেবে তুলে ধরতে হবে। মোবাইলে গেম খেলা বা স্মার্টফোন দেখার অভ্যাস মা-বাবার মধ্যে যতটা নিয়ন্ত্রিত হয় ততই উপকৃত হবে আপনার সন্তান।